তত্ত্বসার

এক

সমুদ্রতীর, পুরী।

এই বিরাট নিজেকে নিজে বুঝবার জন্যেই যে সৃষ্টি, তার প্রমাণ বহু ভাবে বহু প্রকারে পাওয়া যাচ্ছে। এই সৃষ্টির যা-কিছু রয়েছে বা হচ্ছে, তাহা যদি এই বিরাটের হয়, আর বিরাটের সব-কিছু সমন্বয়েই যদি হয়, তবে এক-একটি সৃষ্টির বস্তু যে বিরাটই। আবার বিরাট যখন বহু অণুপরমাণুর সমন্বয়ে মিশ্রিত অবস্থায় বিরাজ করতে থাকে এই মহাশূন্যেতে—এই সবগুলোর একত্রিত অবস্থার নাম যে বিরাট। বহু অনন্ত অণুর সমষ্টিতে একটি অণু হয়, তাই জীবজগতে এক-একটি জীব প্রত্যেকটি যে এক-একটি কায়াবিশিষ্ট হয়ে যে পরিচয় দিচ্ছে, তার মানে, সেই কায়া ও সব-কিছুই যে বহু বহু অণুপরমাণুর সমষ্টিতে সেই কায়াতে জীবনী শক্তি যে প্রকাশ হচ্ছে, কায়াটিও বহু বহু অণুর সমন্বয়ে, আবার বহু অণুর একটিও বহু অণুর সমন্বয়ে; কিন্তু আশ্চর্য হল এই কায়াটিতে যেমন সব ইন্দ্রিয়াদি বিদ্যমান, তাহাতে যে-যে অনুভূতিও বিদ্যমান ঠিক বহু অণুতেও তাহা ঠিক একই প্রকার সব রয়েছে, আবার বহুর একটিতেও সেই অবস্থা।

এই রহস্যকে যে বুঝি না এই কথা বলা চলে না, তাহা বুঝছি প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, না বুঝে থাকার অবস্থাটি নিজেই সৃষ্টি ক'রে এক শক্তিরই বিকাশ করছে, তাহা হলো এই যে, বুঝি না বা উপলব্ধি করতে পারি না। শুধু এই জানা উচিত যে, যার যার ব্যক্তিগত জীবনকে যদি ভালভাবে study করা যায়, আবার এই studyর জন্য যে-যে বস্তু কায়াতে বিদ্যমান ও সুসজ্জিত, তাহা হতে এই বুঝি যে, এই বিরাটেতে কি সূক্ষ্মই না রয়েছে! আর কি এক অদ্ভুত harmony যে, যা-যা দরকার, ঠিক harmonium-এর মতন আপনাআপনি সেজে সেজে প্রয়োজন মতন যেন রয়েছে। কে এই অদ্ভুত? কার এই কার্য্যকলাপ? বিরাটেরই সব সম্ভব, harmony তাহা হতেই সম্ভব। দেহের ইন্দ্রিয়াদিতে যাহা কিছু harmony অবস্থাতে রয়েছে—ঠিক বুঝ, অবুঝ, জ্ঞান, অজ্ঞান, বিবেক, অবিবেক, লোভ, মোহ, কাম ইত্যাদি যা-কিছু সবই যে harmony অবস্থাতে রয়েছে। সুতরাং ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কি? এই সুসজ্জিত হতেই তো যখন যা দরকার পর্দ্দায় পর্দ্দায় টিপে জেনে নেবো কোন সুরেতে বেজে উঠছে, আবার কোন সুর জানতে চাই তাহা বের হবে আমার চাওয়ার সুরে সুরে, তখন বুঝবো নিজেকে ও বিরাটকে। 'আমি যে বিরাট'—এই গান এই সুর গাইবে; এই সুর এখন উদারা হতে তারার শেষ পর্দ্দা অবধি লাগছে, পর্দ্দাতে সুরে সুরে রেওয়াজ মারতে হবে, এমন ভাবে তারে তারে সুর মিলিয়ে বাঁধা—একটি বাজলে

বেজে উঠে বহু বাজনা একই সুরে, আবার সুরকে সুরে রাখার জন্য বহু সুর এসে সমন্বিতভাবে বিভিন্ন ধারাতে মিলিত হচ্ছে।

এই রহস্যতে যখন যা-কিছু গড়ছে বা হচ্ছে, মিলিত শক্তির সমন্বয়েই যে হচ্ছে। জীবন যে-ভাবে জীবনী শক্তি নিয়ে যে-যে কার্য্যের পরিচয় দিতে চাচ্ছে ও করছে, আমরা শুধু বুঝতে চাই তার তত্ত্ব ও রহস্য। কতদূর পর্যন্ত ভেতরে প্রবেশ ক'রে সেই রহস্যতাকে জেনে বুঝে টেনে আনা যায়, তা যদি জানতে পারা যায়, তবেই তো চিন্তা, মন, প্রাণ, দেহ সব-কিছু সহজ ভাবে আনতে পারবে; 'সে যে আমি, আমি যে সে'—এই ব্যক্তিত্বের ভেতরও তাহা উপলব্ধি করা যেতে পারবে।

এই বিরাট এই সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য—পার্থক্যবোধে একই ইন্দ্রিয়াদির উপলব্ধির মাঝে তার বিভিন্নতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেগুলো বাহ্য-ইন্দ্রিয়, যেমন—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এইগুলোর work এক। সব জীবের এক অবস্থা প্রায় এই ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারে। তাতে কি বুঝা যায়?—এই চৈতন্যতার মাঝে প্রতিটি চৈতন্য হয়ে সমস্ত চৈতন্যশক্তিকে একত্র করে আবার 'সমস্ত'র এক-একটিতে সমস্ত শক্তিই যে রয়েছে তাহা জেনে জেনে এই বিশ্বরহস্যকে নিজের ইন্দ্রিয়াদির গোচরে এনে—আবার ইন্দ্রিয়াদিরও শেষ নেই কোনটারই শেষ পাওয়া যাচ্ছে না।

সব-কিছুতে যখন সহজ ভাবে এই বিরাটেতে individualityর অবস্থা রেখে রেখে, ঠিক যেমনি ক'রে এখন রয়েছি,

ঠিক এই অবস্থাকে maintain করে, maintain যদিও করা থাকে, এই individuality ক্রমশঃ ক্রমশঃ এগিয়ে চলবে তার individualityর ব্যক্তিত্ব রেখে রেখে এই বিশ্বের রহস্যকে অবগত হওয়া-অবস্থাকে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে—tempo ক্রমশঃ ক্রমশঃ যতই উঠুক না কেন, আর বাড়ুক না কেন, সেই individualityরও অণুপরমাণুগুলো সেই ভাবে, সেই ধাঁচে, সেই tempoতে উঠে উঠে, সেই সেই ধাঁচের ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সেই সেই আবহাওয়ার সব বস্তুকে অবগত হতে ও জেনে নিতে পারবে, এখন তোমরা যেমন জানতে পারছো। তোমাদের যে-যে অণুপরমাণু, tempo ও individuality বজায় রেখে ঠিক জানতে পারবে সেই রহস্য, যখন পৌঁছার মাঝে চলতে চলতে চলে যাবে।

আজ তোমাদের কোন tempo চলছে তা তো জানা নেই; কিন্তু এই আবহাওয়াতে যা যা সহজ বলে লাগছে এই tempo অনুযায়ী তোমার অণুপরমাণুগুলো গড়ছে ব'লে। তাই তো ব্যাপার! কিন্তু রহস্য হলো এই, তবুও সহজ বলে সূক্ষ্ম চিন্তার ইচ্ছে হচ্ছে না বা সময় হচ্ছে না, ভাল লাগছে না বা গুরুত্ব দিতে ইচ্ছে করছে না। এই সহজ ভাব সাথেই যে থাকবে, আবার এখানে এখন যা-যা ভাবগুলো হবে সবগুলোই মনে হবে সাথে সাথে যাবে; তবুও যেন এই বিশ্বরহস্য একটা অজানার মাঝে রয়ে যাবে, তাই যা'তে তাড়াতাড়ি সহজভাবে যে-যে জানার মধ্যে

যে-সকল রয়েছে, তাহা হতে টেনে টেনে এই রহস্য তত্ত্বের সন্ধান নিতে হবে। বিশ্বরহস্যকে, তিনি নিজেই তাঁকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য বহুভাবে প্রকাশ করে গেছেন, এই জীবজগতের individualityর প্রত্যেকের নিকটে। বহু অণুর সমন্বয়ে যে individuality, তার একটিকেও জানিয়ে দিয়ে চলছেন, আবার বহু মিলিত যে একটি, সেই বহু যে একটি, তা'কে জানিয়ে দিয়ে চলছেন,—এইভাবে জানাতে জানাতে সবাইকেই জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন।

সেই বিশ্বরহস্য হতে দেওয়া ইন্দ্রিয়াদির অনুভূতির সাহায্যেতে ও ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্যে যাহা যাহা বিদ্যমান, তাহা হতে আমরা এই অবগত হতে পারি ও জেনে নিতে পারি তার রহস্যতাকে। চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা দেখি, যে পর্যন্ত দৃষ্টি যায় তাহা হতে এই বুঝি যে, বহু বহু তারকা জ্বলছে এই শূন্যেতে—সূর্য্য ও চন্দ্র তাহার নিজ নিজ কার্য্য করে যাচ্ছে। আবার এই পৃথিবীর দৃষ্টির মধ্যে যা-যা দৃষ্টিতে পড়ছে, বুঝা যাচ্ছে সব-কিছুই যেন প্রত্যেকের প্রত্যেকের প্রয়োজনে আসছে। সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা ও পৃথিবী—চেহারা দৃষ্টিতে এই ব্যবধান; এভাবে ব্যবধান চলছে একটি অণু অন্য একটি অণুর সাথে। এই দেহেতেও ঠিক সূর্য্য, চন্দ্র, বহু বহু তারকার মত হয়ে কার্য্যবিধি চলছে, যেমনি করে এই পৃথিবীতে যা-কিছু চলছে, বহু তারকাদিতেও তাহাই চলছে। তারকাটি আয়তনে পৃথিবীতে দৃষ্টিগোচরে

অনেক ক্ষুদ্র দেখায়। পৃথিবী ও ঐ ক্ষুদ্র দর্শন দর্শায় যে তারকাটি —যে ব্যবধান ও পার্থক্যতা পৃথিবীতে ও তারকার বাইরের চেহারাটুকুনুতে; ঠিক দেহেরও এক-একটি অণু পৃথিবীর মতন আর একটি অণু সেই তুলনায় তারকাদির বাইরের চেহারার মতন। আবার সেই বাইরের তারকার যে চেহারা যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা আবার অন্য অণুর নিকট—তাতে আর পৃথিবীতে যে ব্যবধান ও পার্থক্যতা, ঠিক পার্থক্যতা রয়েছে অন্যেতে ও ওতে। কিন্তু এই পৃথিবীতে যা চলছে, ঐ ক্ষুদ্র তারকাতেও তা চলছে, সূর্য্যেও তা চলছে, চলছে সর্ব্বত্র। একই অবস্থায় থেকে থেকে individuality বজায় রেখে রেখে যার যার ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে ও সব-কিছুকে নিয়ে সব বুঝে যাচ্ছে ও বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আবার individualityর প্রত্যেক individuality হতে সব বুঝে বুঝে সব জেনে নিচ্ছে এই রহস্যতার মাঝে থেকে থেকে বিশ্বরহস্যকে জানবার প্রয়াসে। আবার বুঝে বুঝে অজানার মাঝে খেই হারিয়ে ফেলছে, জানারে জানার জন্য জানান বিষয়-গুলোকে। কি রহস্য ও আশ্চর্য্যই-না ব্যাপার! আবার দেহেরও ঠিক তেমনি বাইরের ইন্দ্রিয়াদিই সর্ব্বত্র অণুপরমাণুর বিষয় ও রহস্যকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, বাইরের মতনই রয়েছে সর্ব্বত্র। এক-একটি অণুতে ঠিক বাইরের ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যকলাপ গতিবিধি যা- কিছু রয়েছে, সবই যেন সূক্ষ্মের সমন্বয় শক্তির বিকাশ। এই বিকাশই বুঝিয়ে ও জানিয়ে দিচ্ছে সেই সূক্ষ্ম অণুপরমাণুগুলোর

ঠিক বাইরের যা প্রকাশ, এক-একটি অনুতে তেমনি রয়েছে বিদ্যমান। এই ভাবে এক অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যা-যা প্রকাশ হচ্ছে, বিশ্বের সবটাতেই যেন জানিয়ে জেনে জেনে সব-কিছু মিশ্রিত হয়ে এক-একটি শব্দ, শ্রবণ, দর্শন যা-কিছু সব হচ্ছে। যে সুর প্রকাশ হয়, সেই সুরটি এই বিরাট রহস্যতে সব অণুতে অণুতে একই সুরে বেজে উঠে—আবার সব-কিছুই যে সহযোগিতার সমন্বয়ে একত্রিত হয়ে প্রকাশ হয়।

এই প্রকাশিত অবস্থাই জানিয়ে দিচ্ছে ও পরিচয় করে দিচ্ছে প্রত্যেকের নিজ-নিজকে, এই বিরাটের তার নিজ অবস্থাকে। এই বিরাট যে কত মিশ্রণে মিশ্রিত হয়ে যে অদ্ভুতাকারের শক্তির অবস্থা হয়েছে, তার পরিচয় ও প্রকাশ পাওয়া যায় এই সৃষ্টির মাধুর্য্যতা ও সৌন্দর্য্যতা হতে। এই সৃষ্টির সব কিছুই যে সব শক্তির সমন্বয়। শক্তিগুলোও বিভিন্ন বিভিন্ন cellএ বা অণুতে রয়েছে —কতটার মধ্যে কত মাত্রা, তাহা cellগুলোই জানে। আমা-দের আবার না জানার মতন থাকাই একটা মাত্রার অবস্থার মতন হয়ে থাকতে হবে, আবার জেনেও নেওয়া যেতে পারে—মাত্রার দুই অবস্থা মাত্রারই যে অবস্থা। সুতরাং না-জানার এক পক্ষে বাকীই বা কি থাকে? কতটুকুনু আর এই জগতের সৃষ্টির বিষয় বস্তুগুলো জানা গিয়েছে বা দৃষ্টির মধ্যে আর আসছে?—যা দেখছি তাতেই আশ্চর্য্য! এই ভাবে যে কত অজস্র অজস্র বার যে আশ্চর্য্য হতে হবে তাও বর্ণনাতীত। আশ্চর্য্য যে অসীম!

যে জীবন তোমার চলছে, যখন আবার এর অবসান হবে, মানে যখন যার যার cellগুলো যার যার সাথে মিশবে, প্রত্যেকটিতেই কিন্তু জীবনী শক্তি রয়েছে, আবার প্রত্যেকটি cellই জীবন—কি আগুন, কি বাতাস, কি জল, কি আলো, কি পাষাণ যা-কিছু সবটাতেই যে প্রাণ রয়েছে– প্রাণও বহু প্রাণের মিলিত অবস্থার সাড়া।

তুমি ভাবো তোমার দেহের বিষয়টি। তোমার দেহের প্রত্যেকটি বিচার করলে কত অজস্র অজস্র ভাগে যে বিভক্ত হয়, তাহা ভেবে দেখছ কি? বাইরের দৃষ্টিতেই একবার ভাগ করে দেখ কতরকম হয়ে যায় এই দেহের চেহারা! তার কিছুটা একবার দেখা যাক্।

প্রথম দেখ,— চর্ম্ম, শিরা, রক্ত, অস্থি, নখ, কেশ, দন্ত, কর্ণ, চক্ষু। যদিও চর্ম্মযুক্ত জিহ্বা, যেই অবস্থাই – চর্ম্মযুক্ত হোক আর যাহাই হোক, কত ভাবে বিভক্ত—হাত, পা, আঙ্গুল, নাক, আরো অনেক বিভিন্ন অবস্থায় বাদ দিলে দেহের কিছুই থাকে না। শুধু থাকে—কতগুলো বিভিন্ন নামের মিশ্রণে মিশ্রিত হয়ে একটি দেহ তৈয়ার হয়েছে। যে নামটি ওর রাখা হয়েছে সে আর থাকে না, শুধু বিভিন্ন নামগুলো থেকে যায়, আবার বিভিন্ন নামগুলো মিলিত হয়ে একটা নামের পরিচয় হয়, আবার সব বিভিন্নই রয়েছে একটা নামেতে বিদ্যমান। ঠিক সৃষ্টির রহস্যতে যত অজস্র অজস্র নামাকরণই

থাকুক না কেন, সব মিশ্রণেই যে 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত— এই ভাবেই এক-একটি মিশ্রণে মিশ্রিত হয়ে যে পদার্থটি সৃষ্টি করলো, সৃষ্টি যে হয়ে রয়েছে সে সৃষ্টির অণুপরমাণু হতে সৃষ্টির পর সৃষ্টকে সৃষ্টি করে চলছে, তাহা যে সৃষ্টির মিলিত অবস্থা— এই ভাবে অবস্থার পর অবস্থা চলছে।

সব অণুতেই যখন মন রয়েছে, প্রাণ রয়েছে, ইন্দ্রিয়াদি রয়েছে, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার সবকিছুই তো তাতে রয়েছে, আবার প্রত্যেকটি cellও জানাকেই জেনে জানিয়ে চলছে, এই যে একই অবস্থা ঘুরে ঘুরে আসছে, আবার আসছে আবার যাচ্ছে কেন? কিসের জন্য? তার প্রয়োজনীয়তাই-বা কি? প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অনেক। তুমি ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যাহা বুঝে আবার আর একজনকে বুঝাতে পারছো—এই যে একত্ববোধ ও যে পার্থক্যতার মধ্যে কথোপকথনে আলাপে নিজের রূপ নিজের সব ব্যাখ্যা জানিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছ ও সেও জেনে যাচ্ছে। খুশী হচ্ছে আর দুঃখী হচ্ছে—সে প্রশ্ন না, কথা হলো, জানান হচ্ছে। এই বিশ্বপ্রকৃতির শক্তি একই ভাবে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, আবার জীবের মধ্যে একই শক্তিতে প্রবাহিত হয়ে একত্ব-বোধে বোধগম্য ক'রে দিয়ে আলাদা বোধও করে দিচ্ছে।

একত্বটা যেমন এই বিরাটের এক অবস্থা, আলাদা বোধও যে আর এক অবস্থা; Universe যদি বোধশক্তিতে এক অবস্থা হয়ে থাকে, তবে আর দোষ কি? বোধ শক্তি একই হোক্, আর

আলাদা করেই হোক, বোধে এলেই হলো—লাফালাফির তো কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন সব বোধেই সব জেনে জেনে বোধে আসছে কিনা—তবেই সব ঠিক! সৃষ্টিও কিন্তু universeএর এক—সে একটিই সৃষ্টি করছে! সৃষ্টিরূপে universeএর এখন যত চেহারা তাতে দোষ কি? কথা হলো, সৃষ্টির মধ্যে তো ওরা; সৃষ্টি যদি ব্রহ্ম হয়, তবে সব সৃষ্টিই যে ব্রহ্ম। বিভিন্নতা সৃষ্টিরই আর এক অবস্থা—এও একত্বেরই আর একটি রূপ। একত্ব অবস্থাটিও বহু বহু বিভিন্নতা একত্র মিলিত হয়ে যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে তার নাম সৃষ্টিতে যদি রাখা যায়, 'সৃষ্টি' এই শব্দটি একটি শব্দ তাহাতে একত্ব শক্তি বিদ্যমান। বহুতে একত্ব, আবার একত্বতে বহু। 'জ্ঞান', 'বুদ্ধি', 'বিচার', যত নামাকরণই রয়েছে সবই যে সৃষ্টিরই নানা নামাকরণের অবস্থা। আমাদের কি বুঝতে হবে ও জানতে হবে, 'আমায় জানা বা বুঝাই যে সবকে জানা, বুঝা'—তাহাই বুঝতে হবে।

রহস্য পেছনে পেছনে চলছে, কারণ বুঝে আছি আবার বুঝতে যাচ্ছি। তাই রহস্যতার দোষ কি? সেও সাথে সাথে থাকবে। রহস্য যে বলি, এও যে সৃষ্টিরই আর একটি অবস্থা। এক-একটি ভাবের ভেতরে এসে যখন পড়ে সেই ভাবগুলোকেই বিভিন্ন অবস্থার ধারাতে ধারাতে বিভিন্ন নামাকরণের সৃষ্টি করে যেমনি ক'রে ভাষার সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি—সেও অনন্ত! ইন্দ্রিয়াদি সকল সময় সৃষ্টিতে রয়েছে, প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে

তাদের ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যেকের সচেতনকেই সচেতন ক'রে দিচ্ছে এই বিশ্বরহস্যের মধ্য হতে সব-কিছুকে টেনে, দেখে, শুনে—স্বাদে ঘ্রাণে, স্পর্শনে, দৃষ্টিতে আরো কতই-না এই সকল বস্তু যা যা রয়েছে এ বিশ্বতে, তাদের প্রত্যেকটির সত্তাকেই ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে যে জানিয়ে দিচ্ছে, তাতেই যে সৃষ্টি হচ্ছে—জানিয়ে দেওয়াই যে সৃষ্টির অবস্থা। এ ভাবে সৃষ্টি চলছে, আর ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তিত ইন্দ্রিয়ও এই কার্য্যই করে যাচ্ছে, সাথে সাথে সৃষ্টিও চলছে। কিন্তু সব-কিছু এক হয়ে যখন বহুভাবে একেরই প্রকাশ হচ্ছে, সুতরাং একত্ব আর বহুত্ব, আবার বহুত্ব আর একত্ব—সকলের একই অবস্থা।

এই অবস্থাতে যখন সব-কিছু একরকম হয়েও বিভিন্নতার মধ্যে বিভিন্ন সাড়া দিয়ে চলছে, এই বিভিন্নও চিরন্তন—সব-কিছু এক হয়েও। এ ব্যাপার বিরাটেরই সম্ভব। যতই খণ্ড খণ্ড করি না কেন—খণ্ড আর হয় না, বিরাটই থেকে যায়। অখণ্ডই যে বিরাট। চিন্তাধারার স্রোত যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির ভেতর হতে বের হতে থাকে, তখন চিন্তাধারার কি কার্য্য তার আগে জেনে নিতে হবে এই যে, যে যে cell বা অণুপরমাণুর ভেতর দিয়ে এই মন বয়ে যাচ্ছে, সেই cellগুলো যখন বুঝে বুঝিত হয়ে গুণে গুণান্বিত হয়ে চেতনার চৈতন্যতে একত্রিত এক-একটি যে cell হয়েছে—এই জাতীয় অনন্ত cell যে সুসজ্জিত হয়ে রয়েছে, তাদের ভেতর হতে যে চিন্তা ও মন প্রবাহিত হয়ে যে যে

অণুপরমাণু মন অনুযায়ী সমকক্ষ হয়ে গুণ ও বিভিন্নতাতে একই অবস্থা মন অনুযায়ী সব হয়ে মনও সম্পূর্ণ বুঝে জেনে জানার ও টানবার প্রয়াসে এই বিশ্ব হতে সেই অনুযায়ী সব টেনে টেনে তার সমকক্ষ করে সেই অনুযায়ী আর একটি রূপের—যেমনি করে এই রূপ রয়েছে, সেথায় হবে তেমনি।

মন ও দেহ হতে যে যে cellগুলো উদ্ভব হচ্ছে, সেই সেই হতে মনের অনুযায়ী এ cellগুলোর মতন অন্যান্য cellগুলোকে সেই পর্য্যায় পর্য্যান্বিত করে ধাবমান হয় বিশ্বের সে রহস্যতাতে; রহস্যের মাঝে গিয়ে গিয়ে সেই মনের অনুযায়ী cellগুলোর মতন সমস্ত বিশ্বের cellগুলোকে ওর মতন ক'রে নেওয়ার জন্য যে প্রয়াসে প্রয়াসান্বিত হয়ে রয়ে চালিয়ে চলছে; কিন্তু একদিন দেখা যাবে মনের অণুগুলো এ প্রকার অণু যাহা universe এর সমস্ত অণুতে অণুতে অনায়াসে বিরাজ করতে পারে এবং universeএর সমস্ত অণুর শক্তির সমন্বয়ে সমন্বিত অণুগুলো একত্রিত হয়ে যে দেহের গঠন হলো, সেই দেহেতে যে-যে অণুগুলো যে হতে মন অণু বিরাজিত হয়ে বিশ্বের সমস্ত অণুতে মিলিত হওয়ার প্রয়াসে হয়ে যাচ্ছে। বস্তুতঃপক্ষে মনের এই সঞ্চালন অথবা প্রসারণ অথবা বিস্তীর্ণতার অবস্থার মতন যে গঠিত হতে মন রয়ে যাচ্ছে, সেই অনুযায়ী অণুতে যেমনি ক'রে দেহ গড়ে আছে, তেমনি করে মনরূপ হয়ে আর একটি রূপ গঠিত হয় মন-অণুতে, আবার মন-অণুতে

গঠিত যে দেহ ও রূপ তাতে সে আবার অনন্ত অণুর সমষ্টি হতে যে মন-অণু প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, ঠিক তাতে আবার একটি দেহ গঠিত হচ্ছে সে মন অনুযায়ী। তাই এই মন-অণুতে যখন অণিমা অবস্থা প্রতি অণুতে অণুতে অণিমাতে পরিব্যাপ্তমান হয়ে চলছে বিশ্বের সমস্ত অণুতে অণুতে অণিমাযুক্ত ক'রে সেই অণুকে তাতে মিলিত ক'রে আরো চলছে, সেই অণিমার অণুর অণুগুলো যে অণু তা এগিয়ে চলছে আরো অণুর অনুসন্ধানে—এভাবে চলছে যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া যার আজও হয়নি সমাধান, আবার সমাধান এনে দিয়েছে সীমাতে। সীমা এবং অসীম—দুইই যে অসীম, কোনটারই সীমা নেই, ব্যাখ্যা নেই, সব-কিছু যে আবার ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হয়ে আছে। বিশ্বের সব-কিছু যে অণুতে অণুতে রয়েছে, তার আভাস কিছুটা জেনে নেওয়া দরকার, শুধু theoryতে তো চলবে না! বাস্তব পক্ষে বাস্তবে যে সমস্ত রূপ বিকশিত হয়ে আছে তাদের হতেই বুঝে নিতে হবে যে প্রতিটি অণুতে অণুতে আবার অণুর সমন্বয়ই যে রয়েছে তা বুঝে নিতে হবে। তার প্রমাণ বহুভাবে রয়েছে—প্রথমতঃ বিশ্বময় যে অণু, এই বুঝ যদি বুঝে নেওয়া যায় এবং অবগত হওয়া যায়, বহু অণু সমন্বয়ে ও যে তুমি, তাও তুমি বুঝে নিতে পারবে, তখন সে বুঝ যে 'ব্রহ্মবুঝ'—তোমার প্রতিটি বুঝ যে বিরাট ও ব্রহ্মবুঝ তা প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে

উপলব্ধি করতে পারবে। তখনই তোমার মধ্যে সেই ব্রহ্মবুঝের যে বিরাট বুঝ সেই জাতীয় বুঝগুলো বুঝিত হয়ে হয়ে প্রত্যেকটি অণুতে অণুতে বুঝে বুঝে সেই বুঝ নিয়ে বিশ্ববুঝগুলো একত্রিত ক'রে যে বিরাট ক্ষমতাপন্ন হয়ে সব বুঝেতে লয় হয়ে রয়েছে—এ বুঝ যখন প্রকৃত বুঝ হবে, অবশ্য বুঝের কোন প্রকৃত নেই, বুঝ সব সময়ই বুঝ। তখন বুঝকে বুঝের আয়ত্তে এনে এনে সেই আয়ত্ত যখন বুঝেতেই লয় হবে, তখন বুঝগুলো পরিব্যাপ্তমান যে হয়ে রয়েছে এই বিশ্বেতে, তখন সেই বুঝ বুঝবে এই প্রকৃত রহস্যকে। এই যে অণুগুলো ব্যাপ্তমান রয়েছে সেই সম্পর্কেই সমালোচনায় সমালোচিত হবে! প্রথমতঃ যে রূপগুলো solid পদার্থ বলে গণ্য হচ্ছে, আবার তরল পদার্থ বলে গণ্য হচ্ছে, তাপ পদার্থ বলে গণ্য হচ্ছে—এই পদার্থগুলোর প্রস্তুত তত্ত্ব কোথায়? এই তত্ত্বকে বের করতে হলে তার তত্ত্ব যে জেনে নিতে হবে, 'অবগতের' তত্ত্বকে জেনে নিতে হবে, আবার জেনে নেওয়ার তত্ত্বও জেনে নিতে হবে, আবার তত্ত্বের তত্ত্বও জেনে নিতে হবে।

যে-জিনিষের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, সে জিনিষ কতটা দেখা যায়, কতটা দেখার সাথে সাথে মিশে যায়, কতটা দেখা যায় না, আবার সেই জিনিষ সকল সময় same wayতে same রূপেতে same রূপকে রূপ দিয়ে সেই রূপকে প্রকাশ করে না,

যদিও প্রকাশ করে, সবগুলো যদি প্রকাশ না হয়, মাঝে মাঝে প্রকাশিত অবস্থাকে প্রকাশ বলে গণ্য করা চলতে পারে না বলেই ধার্য্যেতে ফেলা হয়—যাক্। যেমন সাগরের জল সূর্য্যের তাপে বাতাসে যে বাষ্প হয়ে জল হয়ে আসছে, তাতে জলেরই প্রকাশ হয়ে আসছে, কিন্তু লবণত্ব নেই; সাগরের জল 'জল' হলে কি হবে, তার রূপের বৈষম্যতা রয়েই গেল। কিন্তু এই সাগর যদি বহু সূর্য্যের শক্তিকে একত্রিত করে বাষ্প ক'রে ক'রে অথবা একই সূর্য্যকে উত্তপ্ত ক'রে এই সাগরের সব জলকে টেনে নিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু টেনে নেওয়ায় যেসমস্ত জলগুলো চলে গেল—এই যে চলে যাওয়ার যে-পদ্ধতি বা পথ যে-ভাবেই হোক না কেন, বহু অণুর সমষ্টিতে অণুর সাহায্যেতে সাহায্যেতে এই সাগরের জল চলে গেল বহু দূরে চলে যাওয়ার মাঝে দৃষ্টিগোচর না হলেও শুকিয়ে যাওয়াতে যে রূপ দাঁড়াল, তাহাতে এই শুধু বুঝিয়ে দিল যে, সেই জল এখানে আর নেই। যেমনি একটি পাত্রে জল দিলে, তাপ দিলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সেই জল বাষ্প হয়ে যায় অথবা যেমনি করেই হোক না কেন চলে যায়, পাত্রের জলগুলো আর পাত্রেতে নেই—এই যে যাওয়ার পথ-পদ্ধতি যা কিন্তু দৃষ্টিগোচরে নেই. তা হলে কি হবে, একটা বুঝেতে বুঝিত হয়ে আছি যে, পাত্রে জল নেই—নিশ্চয়ই কোথাও চলে গেছে, নিশ্চয়ই কেউ নিয়ে গেছে, নিশ্চয়ই তার গতি অতি সূক্ষ্ম,

সূক্ষ্ম না হলে তো গোচরে আসতোই—গোচরে যাহা অগোচর তাহাই সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম যদি অণু হয়, সেই অণু আর একটি, অণুর আশ্রয়ে আশ্রিত হয়েই গিয়েছে, নতুবা যাওয়ার কোন পদ্ধতি নেই, আর একটি অণুও সেই ভাবেই গিয়েছে—এই ভাবে প্রত্যেকটি অণু একে অন্যের আশ্রয়ে আশ্রিত হয়ে চলে যাচ্ছে বা যাবে।

এই ধারণাগুলো অবান্তরিক হলেও এ যে অবান্তর নয়; কারণ, জলপাত্রের যে শূন্যতা—এটা তো আর মূর্খতা নয়, দৃষ্টির অগোচরও তো তা নয়। একটা ধারণাতে আর একটা ধারণাকে পরিচয় করে দেওয়াটাই স্বাভাবিক রীতিনীতি—এই রীতিনীতিকেই যদি চিন্তাতে ধারণা করে করে নিয়ে নেওয়া যায়, তবেই তার সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যাপারগুলো প্রথম শূন্য-অবস্থায় যে দৃষ্টিগোচর হোল, সেই অবস্থাই চরম অবস্থাকে জানিয়ে ও বুঝিয়ে দিচ্ছে আমার ধারণাকে শুধু এই ব'লে, 'আমি চলছি চলার পথে', তেমনি ক'রে যদি নিজেকে নিজে চিন্তা করি প্রথম জন্মের সূত্রপাত হতে দেহের অবসান নামে যে অবস্থিত অবস্থা, সেই অবস্থা পর্য্যন্ত যদি চিন্তা করা যায়, শুধু এই দেখা যায় ও এই উপলব্ধি করা যায় যে, সূত্রপাতের প্রথম অবস্থায়ই যে কীটে পরিণত ছিলেম, মনে কর, তাহা একটা শূন্য অবস্থা; কারণ, দৃষ্টির গোচরে ছিল না স্বাভাবিক রীতিনীতিতে বা যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে—

যন্ত্রও যে সূক্ষ্মের আর একটি অবস্থার অণুবিশেষ। তার নাম হয়েছে 'অণুবীক্ষণ'—অণুবীক্ষণই অণুকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যেতে। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রকে বাদ দিয়ে যতক্ষণ দৃষ্টিগোচরের ভেতর হতে যে কথোপকথন চলছে, সেই সূত্রপাত হতে যদি কীটকে বর্ণনা করে যাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে-কীট গোচরে শূন্য অবস্থায় রয়ে যাচ্ছে সেই শূন্যের শূন্যতাতে—সেই কীটের অস্তিত্বকে বুঝিয়ে দিচ্ছে ও জানিয়ে দিচ্ছে প্রত্যেককে নিজ নিজ সত্তার দ্বারা। এই যে সত্তা—যার যার নিজ নিজ সত্তাগুলো আবহাওয়া হতে সেই অণুকীট-টুকুনু হতে যার ওজন মাপলে পাওয়া যায় না, কিন্তু তার একটা ওজন আছে ঠিকই। কথা হলো, দৃষ্টির অগোচরের ব্যাপার কিনা, তাই ওজনে ওজন তাকে করা যাচ্ছে না, পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু ক্রমশঃ ক্রমশঃ সেই কীটটুকুর অণু বহু অণুর সমন্বয়ে সমন্বিত হয়ে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ওজনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—সবকিছু সমন্বয় হয়ে এগিয়ে চলছে অণুর সমষ্টিকে নিয়ে নিয়ে সেই শূন্যতাতে যে কীটাণু যে কীট হস্তীরূপে প্রকাশিত হোল বহু অণুর সমন্বয়েতে—যাকে ওজনে মাপলে শত মণে দাঁড়াচ্ছে—কিন্তু কি ভাবে এলো? কোথা হতে এলো? তাতে বুঝের ভেতরে যদি না এসে থাকে, কিন্তু বুঝ বুঝে নিয়েছে বা ধারণা করে নিয়েছে তার দেহকে উপলব্ধি করে ও বুঝে নিয়েছে যে

শত মণ কি করে সম্ভব হোল সেই শূন্য কীট হতে এই পর্য্যন্ততে। সুতরাং ধারণাতে এই ধারণা করেই বুঝে ও জেনে নিতে হবে যে, এই বুঝ চির সত্য। সে বুঝও জেনে নিতে হবে এই আবহাওয়াতে বহু বহু অণু অণুর সমন্বয়ে সমন্বিত হয়ে বিরাজিত অবস্থায় বিরাজ করছে এই মহাশূন্যতে—এই শূন্যতাই পূর্ণতাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে ও জানিয়ে দিচ্ছে ও উপলব্ধি করিয়ে দিচ্ছে শূন্যতাই যে পূর্ণতা, তাই আমাদের একমাত্র চিন্তা—'ধ্যায়েচ্ছূন্যমহর্নিশম্'।

এই আবহাওয়াতে জল, বাতাস, তাপ যে ভাবে আমাদের ভেতরে বা যে কোন বস্তু-বিশেষের ভেতরে যখন তার অবস্থায় গিয়ে পড়ে, সে আজ হোক, কাল হোক, বহু বৎসর পরে হোক, সেই বস্তুর সত্তা তরলই হোক, আর কঠিনই হোক, সেই বস্তু যে আকারেই হোক না কেন, সেই বস্তু একদিন সেই বস্তুতে থাকবে না। তার নাম কেউ দিয়েছে 'ক্ষয়' কেউ দিয়েছে 'লয়', ক্ষয়ও নয়, লয়ও নয়, সেই হচ্ছে অণুর আইন অনুযায়ী অণু করে সেই সমস্ত পদার্থগুলোর অণুকে তাদের অণুতে টেনে নিয়ে গিয়ে মিশিয়ে দেবার অবস্থা। এর নাম 'ক্ষয়' হলে ক্ষয়ও দেওয়া যায়, 'লয়' হলে লয়ও দেওয়া যায়, যে অবস্থাতেই দাঁড়াক না কেন, বস্তু যখন চক্ষুর অগোচর হয়ে গেল, সেই অগোচর অবস্থাটি যখন গোচরে এলো; তখন এই শুধু বুঝিয়ে দিল যে সে নেই—কি ভাবে কোথায় গেল তাও জানি না,

তবে গিয়েছে তা জানি। গোচরের অগোচর যখন সূক্ষ্ম তো অনিবার্য্য—অণুবীক্ষণে যখন ধরা পড়ে অণুতেই তাহা প্রতিষ্ঠিত, তাই তো দেখা যাচ্ছে, সবকিছুই দেখা যাচ্ছে ব্যবহারিক ভাষাতে 'ক্ষয়' আর 'লয়'; কেবল আমাদের অণুবীক্ষণের প্রয়োজন—এই ভাবে এই বিশ্বময় সবকিছু একবারে মিশেও যে যেতে পারে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারণাতে একটু উপলব্ধি করে দেখতেই বা দোষ কি? ক্ষয় আর লয়ের অবস্থাগুলোর চেহারার অবস্থায় যে ভাব প্রকাশ করে দেয় প্রতিটি ধারণাতে ধারণাতে, তা হতে শুধু এই ধারণাগুলো শুধু আনুমানিক ধারণা খাটানো হচ্ছে এই বলে যে, একদিন এই বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি যা গোচরে আছে সেই সেইগুলো একদিন মিশেও যে যেতে পারে, কারণ মিশিয়ে যাওয়ার ও টেনে নিয়ে নেওয়ার পদার্থ এই universe এ ব্যাপ্তমান রয়েছে। এই অণু-পরমাণু ছাড়া তো কিছু নেই—সবই যে আবার স্থূল। কারণ ব্যক্তিত্বের চিন্তাধারা যখন সেই সেই পর্য্যায়ে গিয়ে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে যখন আসবে, তখন স্থূল বলেই তা গণ্য হবে; কারণ স্থূল বলেই তার ব্যবধান। স্থূল আর সূক্ষ্ম শুধু এই ব্যবধান—যে স্থূল সে সূক্ষ্ম, যে সূক্ষ্ম সে স্থূল। Universeএতে এই দৃষ্টির গোচরে ও অগোচরে যা রয়েছে আর অনেক কিছু বহু প্রমাণে প্রমানিত রয়েছে সে প্রমাণেতে প্রমাণকে প্রমাণিত করতে সমূহ নিষ্প্রয়োজন মনে করলেম।

দুই

এই অপরূপ রূপকে রূপে রূপে রূপান্তরিত করে করে প্রতিটিকে রূপ দিয়ে দিয়ে যে রূপ রূপে পরিণত হচ্ছে, এইরূপ বহুরূপের সমন্বয়ে যে রূপ, নব নব ধারাতে নব পরিচয়েতে যে রূপ, এই বিশ্বের সৃষ্টিতে সৃষ্টিতে নানা মাধুর্য্যতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। এই মাধুর্য্যতা ও নবরূপের সৃষ্টির অবস্থা প্রতিটি রূপাণু অণুতে অণুতে এই নব অবস্থার অবস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই বিশ্বে সৃষ্টির প্রতিটি অবস্থাকে maintain করে আসছে। প্রতিটি রূপের সমন্বয়ে ও সহযোগিতাতে যে আর একটি রূপের বিকাশ, সেই রূপ সে জাতীয় গুণবিশিষ্ট হয়ে যে রূপটি বিকশিত হচ্ছে ও বিকশিত অবস্থাটি আর একটি বিকশিত অবস্থাকে সহজাত দেওয়া অবস্থাটি সহযোগিতা করে করে যে আর একটি রূপের বিকাশ—এইভাবে এইভাবে চলছে সৃষ্টির আদি হতে এখন পর্য্যন্ত এবং চলছে আরও চলছে শুধু চলার দিকে ; এবং সেই নব নব নামে যে 'নব' রয়েছে যা আগেই অবগত, সেই গতানুগতিতে যা রয়েছে গত অবস্থাতে—সেই অবস্থায়ই শুধু রয়েছে অজানার মাঝে যা জেনে ও বুঝে প্রতিটি রূপকে বর্ণিত করছে রূপে রূপে—এই রূপই জাগিয়ে দিচ্ছে নিজের দেহকে এবং এক-একটি রূপই অণু বিশিষ্টে বৈশিষ্টতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে এক-একটি বস্তু-বিশেষেতে। এই বস্তুতে বস্তু দিয়েই বস্তুর বিষয় যে

জ্ঞাত হতে পারা যাচ্ছে—জ্ঞাতকে জ্ঞাত করে জ্ঞাতামুকে জ্ঞাতে এনে এনে সেই অণুতে অন্য বস্তুকে যে নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়েতে বিষয়েতে এনে সেই বিষয় বিষয়টির সম্পর্কিত বিষয়গুলো অবগত হওয়া যাচ্ছে—এই প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির রূপেই রূপের প্রকাশ হচ্ছে সমস্ত বিশিষ্টতাতে ; এবং পরবর্ত্তীর অবস্থার সাথে সাথে যা প্রয়োজনীয় তাতে, আর নূতনত্বের সৃষ্টি হচ্ছে প্রয়োজন বোধে বোধে, সেই বোধটি বোধগম্যেতে ক'রে করিয়ে দিচ্ছে একমাত্র প্রয়োজনীয়তে। এই প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজনের রূপে রূপে যে প্রয়োজনীয়তাকে প্রয়োজন ভাবে প্রয়োজনের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রয়োজনকে এগিয়ে দিচ্ছে প্রয়োজনীয়তার দিকে—এই প্রয়োজনীয়তাই নিজের প্রয়োজনে প্রয়োজনে সেই প্রয়োজনীয় বস্তুকে ও তার সত্তাকে সেই অনুযায়ী অনুযায়ীতে কার্য্য করিয়ে নিচ্ছে প্রয়োজনীতার গতিতে। এই গতিই প্রয়োজনীয়তার প্রয়োজনে উদ্ভব হয়েছে, সেই অনুযায়ীতে অনুযায়ীতে সমস্ত অবস্থার বিষয়গুলো যা যা প্রয়োজনে প্রয়োজনে রয়েছে সেই বস্তুতে বিদ্যমানিত অবস্থাতে। এই বিদ্যমানিয়তা maintain করে যাচ্ছে শুধু প্রয়োজন বোধেতে—এই বোধশক্তি যে বোধে বোধে আসছে ও টানছে—সেই জাতীয় বস্তুগুলো সেই বোধে এনে যা ছিল গুণ-বিশিষ্ট তাতে ও যাতে ঐ গুণবিশিষ্টগুলোই প্রয়োজনীয়তা অবস্থাতে নানা রূপেতে যাহা যাহা ধার্য্যেতে ধার্য্যেতে ও

প্রয়োজনীয়তা অবস্থাতে অবস্থাতে রয়েছে, সম্পূর্ণ সুসজ্জিত রূপেতে। এই সুসজ্জিত সজ্জিত হয়ে এমনি করে সেজে সেজে সেজে আসছে ঠিক প্রয়োজন বোধে। প্রয়োজন ও গতিতে গতিতে এই প্রয়োজন—প্রয়োজনরূপে জাগিয়ে জাগিয়ে প্রয়োজন-বোধে, সাজিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে প্রয়োজন বোধেতে।

এই প্রশ্নই প্রতি মর্ম্মে মর্ম্মে এই চিন্তাতে এই অবস্থাতে জেগে ওঠে কোথা হতে এল এই সমস্ত গুণবিশিষ্টগুলো—যা রয়েছে গুণে, যা দৃষ্টিপাত করলেই সবই যেন পূর্ণতার মাঝে পূর্ণভাবে রয়েছে এবং অবস্থা শুধু অবস্থাতেই রয়েছে—সেই অবস্থাতে আমাদের উৎসুকতা, আগ্রহ ও বুঝে নেওয়ার বুঝের অবস্থাগুলো তা সম্পূর্ণ সুসজ্জিতরূপে সেজে রয়েছে প্রতিটি অণুপরমাণুতে; তাই এক-একটি প্রশ্নের উদ্ভব এক-একটি অবস্থার আর একটি অবস্থার দ্বারা সেই জিনিষেতে এনে সমাধান করে দেয়—এই ভাবে, এই ভাবেতে এসে এসেই প্রতিটির উত্তর করে করে প্রতিটির অবস্থার আর একটি সৃষ্টি করে, আর একটি প্রশ্নের উদ্ভব করে আবার তার নিবৃত্তির জন্য পূর্ণ সমাধানেতে, যাতে এসে সেই সমাধানেতে এসে আর একটি অবস্থার সৃষ্টি করে। এই রহস্যতার রহস্যেতে এমনি করে রহস্যতার মাঝে রয়ে যাচ্ছে; যেন নিজের বোধে নিজের জ্ঞানে নিজের সমস্ত দেহের উদ্ভবেতে

উদ্ভবেতে এমনি করে নানা অবস্থার রূপে রূপে গড়িয়ে গড়িয়ে একটি অবস্থার সৃষ্টি করে করে আত্মতৃপ্তির তৃপ্ত্যার্থে—কতকগুলো অবস্থা হতে যেন হারিয়ে আছি, এমনি করে অন্যান্য অণুদের অণুদের গড়িয়ে রাখার অবস্থা করে এসেছি। সেই গড়ানো অণু এই সাড়া দিয়ে যাচ্ছে প্রতিটির কার্য্যেতে কার্য্যেতে—যেন শুধু হারাণোতে হারিয়ে আছি প্রতিটি অণুতে অণুতে। যতই উচাটন, উদ্ঘাটন, আকুলতা, ব্যাকুলতাতে যতই ঘিরে রাখি নিজেরে—সবকিছুই গড়ে উঠছে সেই অনুযায়ী অণুগুলোতে অণুগুলোতে এবং সেই অণুগুলোর কার্য্য হতে যে রসের উৎপাদিত, সেই রসে যে রসাণু আছে সেই অণুগুলো আনুষঙ্গিক অণুর ভেতরে অণুতে অণুতে কার্য্যকরী হয়ে আর একটি অণুকে জাগিয়ে দিচ্ছে তার সত্তাকে ও সেই সত্তা হতে আনুষঙ্গিক আরও অণুগুলোকে অনুধাবনে অনুধাবনে এনে এনে একটি অবস্থার সৃষ্টি করে এমনি করে রেখে দিয়েছে, যাতে মনে হচ্ছে বুঝি সর্ব্বহারা হয়ে আছি—এই অবস্থাটির জন্য যে অবস্থাটির সৃষ্টি করে করে অণুগুলোও তেমনি করে গড়ে গড়ে যে সাড়ার অবস্থা সাড়া দিয়ে দিয়ে, ঠিক এও যেন একটি প্রয়োজনীয়তার মধ্যে এনে অমনি করে সাজিয়ে সাজিয়ে আমাতেই আমার অবস্থার যে অবস্থাটি আমাতে বলেই মনে হচ্ছে, তাতে সেই অবস্থাতে প্রকাশিত করে দিচ্ছে আমাত্ব বলে যে অবস্থাটি সেই অবস্থাটি।

তাই সৃষ্টির স্রষ্টা যিনি, তিনি নিজেকে নিজে এম্‌নি করে জানার জন্যেতে জন্যেতে নিজেই যেন হারিয়ে গেছে সর্ব্বহারা অণুতে অণুতে—এই হারাতে, হারা অণুতে এমনি করে হারিয়ে হারিয়ে আবার প্রয়োজন বোধে সেই হারা হতে হারানোর অণু হতে টেনে এনে আবার হারানোর কাছে হারিয়ে হারিয়ে জাগানোতে জাগিয়ে জাগিয়ে জাগরণের মাঝে জাগিয়ে প্রকাশ করে দিচ্ছে নিজের স্বরূপত্বাকে ইচ্ছাশক্তির ইচ্ছাকে বের করবার উদ্দেশ্যে, কোন ইচ্ছায় কোন প্রবাহে কি ভাবে এই ইচ্ছার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে কোন প্রভাবে কার প্রভাবে প্রভাবে এই প্রভাব উৎপত্তি হয়েছে—এই ইচ্ছাকেই ইচ্ছা দিয়ে জেনে নিতে ইচ্ছুক হয়ে ইচ্ছার মাঝে বিলীন হয়ে 'বিলীত' অবস্থায় বিলিয়ে বিলিয়ে চলছে, ইচ্ছার প্রবাহে প্রবাহে, চলছে ইচ্ছায় ইচ্ছাকে জেনে নেওয়ার প্রয়াসেতে। তাই মহাশূন্যেতে যে রয়েছে এই সমন্বয়ে অণুবিশিষ্টগুলো, এই বিশিষ্ট অণুগুলো কোন বিশিষ্টতার কি ভাবে কোন অবস্থাতে কোন প্রয়োজনীয়তার মাঝেতে এই সমস্ত বিশিষ্টতার অবস্থাগুলো জাগ্রত হয়েছে, তাই এক রহস্য—এই জানবার প্রয়াস নিজেকেই জানবার প্রয়াস, এই প্রয়াস কোন প্রয়াসে প্রয়াসান্বিত হলো, তাও একটা আশ্চর্য্য বিষয়! তখনই শুধু এই কথা মনে হয়, এই বর্ণনা সম্মুখে আসে, এই বর্ণনায় বর্ণিত করে দেয়, নিজেরে কোন অবস্থা হতে

এই অবস্থাগুলো প্রকশিত হচ্ছে, কোন প্রভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছে এই মাধুর্য্যতা, সৌন্দর্য্য এই 'গুণবিশিষ্ট'ও ইচ্ছাশক্তির অবস্থাটা—এই শূন্যই একমাত্র কার্য্যকরী হচ্ছে, এই শূন্যই শুধু জাগিয়ে দিচ্ছে, জানিয়ে দিচ্ছে এই সমস্ত উদ্ভবতার একমাত্র কারণ। আর একটি অবস্থা জেগে উঠছে সম্মুখীন আমাদের যে, এই সমস্ত প্রয়োজনীয়তা কি ভাবে প্রয়োজনীয়তাকে প্রয়োজনরূপে কি ভাবে প্রয়োজনীয়তার চাপে ফেলে ফেলে প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজন-রূপে রূপ দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে প্রয়োজনীয়তাকে, তেমনি কি ইচ্ছা, কি রহস্য সব কিছু যেন একটা শূন্যতার মাঝে শূন্যেতে রয়েছে, আবার প্রকারান্তরে এই শূন্যতাতেই রয়েছে, সেই দরুণ ঐ অবস্থা-গুলোতে পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যেতে উদ্দেশ্যেতে পূর্ণ উদ্যমে ছুটে চলছে পূর্ণতার মাঝেতে। এই পূর্ণতাকে maintain করছে একমাত্র শূন্যতা, এই শূন্যতেই রয়েছে মহাশূন্য—এই মহাশূন্যেই রয়েছে যে নামাকরণ বিরাট অণু অণুর সমন্বয়ে সমন্বিত হয়ে এই মহাশূন্যেতে রয়েছে বিরাজিত অবস্থাতে এই বিরাজিত অবস্থাতে বিরাজ করতে করতে অণুতেই বস্তু-গুলোর আকর্ষণে আকর্ষণে আকর্ষিত অবস্থায় যে ঘনিষ্ঠতা দাঁড়িয়ে গিয়েছে, এই ঘনিষ্ঠতাও শূন্যতার মূল কারণ; শূন্যতা হতে যে আকর্ষিতে'র অবস্থা সৃষ্টি করে একমাত্র গতিতে। এই গতি এক-একটি ভেতরে এমনি করে সুসজ্জিত

রূপে সেজে সেজে অণুগুলো সেই গতি হয়ে এক-একটি এক-একটিকে আকর্ষণ করে রয়েছে ঠিক 'ম্যাগ্‌নেটিক কন্‌ডিশান' এ, এই আকর্ষিত অবস্থাতেই এমনি করে আর একটি অবস্থার সৃষ্টি হলো, যেই অবস্থাটি আর একটি অবস্থার রূপ দান করলো, বহু রূপেতে বহুতে চলে গেল; তাই এই আমাদের দেহেতে যে-সমস্ত চাওয়া-পাওয়া এবং ইন্দ্রিয়াদির ইন্দ্রিয়-অনুযায়ী যে-সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তুতে রয়েছে, তাহাও যে পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যেতে যেন ইন্দ্রিয়গুলো সেই অনুযায়ী কার্য করে যাচ্ছে। কোন অবস্থাতেই যেন পূর্ণতা আর হচ্ছে না এবং পূর্ণের বিকাশও যেন হচ্ছে না, করে নেওয়াতে পারা যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তাই এ পূর্ণের উদ্দেশ্যেতে অথবা তৃপ্তির উদ্দেশ্যেতে তৃপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তৃপ্তির সন্ধানে তৃপ্তিরূপে তৃপ্ততার দিকে এগিয়ে যেতে তৃপ্ততার উদ্দেশ্যেতে এই প্রতিটির গতিতে প্রতিটি গতি ইন্দ্রিয়াদির ভেতর দিয়ে যে-সমস্ত প্রকাশিত, যে-সমস্ত উদ্ভাসিত, যে-সমস্ত চাওয়া-পাওয়া, যেসমস্ত দেহের যা-কিছু যাবতীয় যা-কিছু সমস্ত অবস্থাতে যে অবস্থার প্রকাশ করে যাচ্ছে, প্রকাশিত হচ্ছে, সব কিছুই যেন হয় তৃপ্তি, না হয় পূর্ণতার মাঝে যেন আলোড়নে আলোড়িত হয়ে রয়েছে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদিতে সমস্ত দেহের অণুতে অণুতে।

এই দেহের যে সমস্তগুলো রয়েছে সুসজ্জিত সজ্জিতরূপে এই সজ্জিতও যেন পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলছে এবং সবকিছুই যেন নানা নামে নানা বর্ণনাতে নানা গুণে বিভূষিত হয়ে যে অবস্থার চাওয়াতে, যার যার অবস্থা তাকে সুসজ্জিত করবার, শোভনীয় করবার উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য্যতাতে যে কোন ধারাতে যে কোন ভাবে যে দিক্ দিয়েই এগিয়ে চলছে, সব কিছুই যেন রয়েছে তৃপ্ততার দিকে এগিয়ে যেতে, পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে; এই পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে অবস্থা—এই অবস্থাই জানিয়ে দিচ্ছে, জাগিয়ে দিচ্ছে ওই মহাশূন্যের শূন্যতার অবস্থাতে যাহা বিরাজিত অবস্থায় রয়েছে প্রতি অণুর বিরাজিত অবস্থাতে। সব কিছুই এই সমস্ত গতিতে গতির দিকে এগিয়ে চলছে; গতিও চলছে পূর্ণের দিকে এবং এই গতিই সমস্ত অণুতে অণুতে অণুগুলোর সমন্বয়ে মিশ্রিত অবস্থাতে মিশ্রণে মিশ্রণে আর একটি গতিকে সৃষ্টি করে, সেই গতিও বহু মিশ্রণে মিশ্রিত হয়ে আর একটি গতি সৃষ্টি করে—এভাবে চলছে চলার দিকে, এইভাবে চলতে চলতে চলছে আরও বহু কিছু নিয়ে নিয়ে, সেগুলোও আবার প্রয়োজনীয়তার মাঝে প্রয়োজনবোধে প্রয়োজনেতে সুসজ্জিত হয়ে আবার প্রয়োজনীয়তার দিকে বা তৃপ্তির দিকে ছুটে চলছে নব নব সৃষ্টিতে, নব নব ধারাতে, নব নব অবস্থাতে—সমস্ত অবস্থাই যেন রয়েছে

প্রয়োজনের মাঝে—এই প্রয়োজনীয়তাও চলছে গতির প্রয়োজনেতে, সবকিছু যেন চলছে ইচ্ছার প্রয়োজনেতে। এই প্রয়োজনীয়তার এই ইচ্ছার সবকিছু গতি, সবকিছু চলছে এই মহাশূন্যতে পূর্ণতার উদ্দেশ্যেতে—এই মহাশূন্যের ভেতর বিরাজিত অবস্থায় যে অণুগুলো—এই গতিগুলো সৃষ্টি হচ্ছে যে পূর্ণের উদ্দেশ্যেতে—এই ভাবে চলছে সমস্ত অবস্থাগুলোতে।

আজ যে জাগরণের রূপটি যে জাগরণরূপে প্রকাশিত হচ্ছে, বস্তুতঃ জাগরণ, না মৃত্যু, না জড়পদার্থ, না কোন পদার্থ, তাহাও একটি রহস্যতার মাঝে রহস্যরূপে রয়েছে—কি চৈতন্য, কি জড়—প্রকৃত অর্থবোধে অবস্থা কিনা এবং তাহাও একটা রহস্যতার মাঝে রহস্য হয়ে রয়েছে নিজের দ্বন্দ্বে প্রতি দ্বন্দ্বেতে। তার কারণ, সবই যে গতি, সবই যে অবস্থাতে পূর্ণতার মাঝে এগিয়ে চলছে পূর্ণেতে পূর্ণতাকে অবলম্বন করে স্বভাবজাত স্বভাবসিদ্ধ এই মহাশূন্যকে ধরবার উদ্দেশ্যেতে অথবা জানবার উদ্দেশ্যেতে ....এই অবস্থাটিও সহজজাত অবস্থা এবং নিয়মজাত অবস্থা। যে নিয়ম আমরা পাচ্ছি সেই নিয়মানুযায়ী অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে শূন্যেতে পূর্ণের উদ্দেশ্যে—এই যে চলছে—কে চালাচ্ছে, কি ভাবে চলছে, তাহাও একটা রহস্যতার রহস্য হয়ে রয়েছে আমাদের এই চিন্তাশক্তির ভেতরেতে। বস্তুতঃপক্ষে

হয় 'স্থিরে' স্থির হয়ে সমস্ত বিশ্বের অণুগুলো স্থির হওয়ার জন্য একটা গতি দরকার, না হয় ছুটে যাওয়ার একটি গতির দরকার। যখন সৃষ্টি হয়েছে, যখন সৃষ্টির অবস্থাটি একটি অবস্থা হয়ে রূপেতে রূপেতে অণুতে রূপ দিয়ে রূপবিশিষ্টকে রূপ দিয়ে দিয়ে অণু বিশিষ্টতার মাঝে রয়েছে মহাশূন্যেতে —হয় স্থিরতা, না হয় চলে-যাওয়া, না হয় দূরে-সরা, না হয় এমন একটি আলোড়নের মাঝে একটি যে কোন অবস্থায়ই হউক, একটি অবস্থাতে এমনি করে রয়েছে যে অবস্থাটি, তাহাও 'মেনটেন্' করছে এই গতিতে—এই গতি কোথা হতে এলো? কেমনে এলো? দেখা যাচ্ছে মহা-শূন্যতাই একমাত্র কারণ—এইভাবে এইভাবে চলছে আরও আমাদের ভেতর দিয়ে একটি অণুতে আর একটি অণুর সমন্বয়ে—এই উপলব্ধিতার বহু অণুর প্রয়োজনবোধে উপলব্ধি অথবা ইন্দ্রিয়াদির যা-কিছু 'চেতনা' নাম বা 'অচেতন' নাম, যে-কোন ভাবভঙ্গি, যে-কোন চিন্তা, যে-কোন প্রয়োজনেতে, যে প্রয়োজনেতে প্রয়োজন-বোধে রয়েছে সুসজ্জিত আমাতে বা বিশ্বেতে; যে-কোন অবস্থাতে, সবকিছু অবস্থাতে রয়েছে এই মহাশূন্যের প্রভাব—এই মহাশূন্যের প্রভাবে এমনি করে প্রভাবান্বিত হয়ে সমস্ত সেই প্রভাবান্বিত শক্তি এমনিভাবে বিকশিত হতে হতে বিকাশ করছে সমস্ত অণুর প্রয়োজন-বোধেতে বোধেতে, যাহা পাচ্ছি আমাতে ও বিশ্বেতে।

তিন

সমুদ্রতীর, পুরী।

বায়ুমণ্ডলে যে পদার্থগুলো রয়েছে ব্যাপ্তমান হয়ে, তার যে সমস্ত পদার্থ যা গোচরের ভেতরে রয়েছে, সে সমস্ত অণু যখন বায়বীয় মণ্ডলে বিরাজিত অবস্থায় মিশে মিশে....অবস্থায় থাকে, তখন এমন কোন বস্তু রয়েছে এর মধ্যে, যাহা দ্বারা নামাকরণ বাস্তবেতে বস্তুগুলোকে ওর সামিল ক'রে ওর ভেতর মিশিয়ে রাখার মত অবস্থায় রাখে, তাতে শুধু এই উপলব্ধি হয় যে পদার্থকে মিশিয়ে মিশিয়ে ওর সঙ্গে মিশাতে চেষ্টা করচে বা মিশিয়ে আসছে; তার সেই মিশিয়ে নেওয়ার অণুগুলোকে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে আর একটি সূক্ষ্মাকারে উপলব্ধি করতে পারি বাহ্যেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যেতে। যদিও সেই সকল বস্তুতে বস্তু আকারে দৃষ্টিগোচরে না এলেও উপলব্ধি দ্বারা বুঝে ও জেনে নিচ্ছি, তাতে আমারই মত আর একটি সত্তা যে রয়েছে তা বেশ বুঝা যাচ্ছে, তাতে এই মনে করা যায় আমার অস্তিত্বগুলো যে প্রকার কঠিনতম অবস্থায় রয়েছে, সে পর্য্যায়ে আর একটি কঠিনতম পর্য্যায়ে বিরাজ করছে সেও যে আমারই মতন আর একটি অবস্থা—আমিও যে ঠিক কোন কোন অণুপরমাণুর কাছে, বায়বীয় অণুপরমাণুর মত অন্যের নিকট বিরাজিত অবস্থায়, 'উপলব্ধিত' অবস্থায়

রয়েছি—এই ভাবে 'উপলব্ধিত' অবস্থায় চলছে অনন্তকালের জন্য।

এখন দেখা যাচ্ছে এই যে, আমাতে আর বায়ুতে যে উপলব্ধিতে তার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা যাচ্ছে, বায়ুমণ্ডলেরও অণুপরমাণুগুলো আর একটি অণুকে এমনি ক'রে উপলব্ধি করে আসছে—এই ভাবে বায়ুমণ্ডলের যে গতি এবং স্পর্শনে এবং অবস্থাতে যে পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে তার অস্তিত্বকে, তাতে সে কি বুঝিয়ে দিচ্ছে ?—বুঝিয়ে দিচ্ছে শুধু এই যে, বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টির অণুপরামাণুগুলো ঠিক এমনি করে বিরাজ করছে আমাতে তোমাতে—ব্যবধানও অস্তিত্বকে জানিয়ে দিচ্ছে, আবার রূপবিহীন চেহারাতেও বিরাজ করছে—এই জাতীয় গতিবিধি সর্ব্বত্র সর্ব্ব জায়গায় চলছে; কিন্তু বুঝে নিতে হবে যদিও দৃষ্টিগোচরে না আসে, তবুও তার অর্থাৎ অণুর প্রভাবের যে প্রবাহের দ্বারা প্রবাহিত হয়ে যে আমাদের ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্যেতে নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে ও নিচ্ছে সেও ঠিক তেমনি ক'রে হয়ে আসছে, আমিও ঠিক হয়ে আসছি পরাপর অণুপরমাণুর কাছে। তাতে বুঝা যাচ্ছে যে কোন কঠিনতমই হউক আর তরলই হউক, যে কোন পদার্থই হউক, সব পদার্থ একই গতিবিধিতে চলছে; আবার যে পদার্থটি একটি আকার বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে, সেই আকারটি আবার বহুতে ব্যাপ্তমান হয়ে রয়েছে, তেমনি ক'রে

তাপেরও একই অবস্থা। তাপ যেমন আমরা অনুভূতিতে উপলব্ধি করতে পারছি, আবার বিশ্ব বিরাট্ সবই একই লয়াকারে লয়িত হয়ে রয়েছে, আবার সর্ব্বত্র অণুতে অণুতে মন ইন্দ্রিয়াদি বিরাজ করছে—এই বহুতেই হয় এক, আর একেই হয় বহু। এই জ্ঞান, এই ধ্যান, এই চিন্তা যখন প্রতিটি অণুতে অণুতে প্রতিষ্ঠিত অবস্থাকে প্রতিষ্ঠা ক'রে প্রত্যেকটি জীবনীর যে জীবনকে চেতনার মাঝে চৈতন্যের সত্তা—এই সমস্ত বিষয়গুলো জেনে জেনে যখন তার অবস্থা বিশ্ববোধে চলে যে গিয়েছে, সেই বোধগম্যতে বোধিত হয়ে যে আকারটি হয়ে রয়েছে, সে আকারই যে আবার লয়ে রয়েছে—লয়ই যে আবার এক বিশিষ্ট অবস্থায় রয়েছে সেও যে আবার মিলিত অবস্থায় মিলিত রয়েছে, সেও যে আবার আর একটি রূপ নিয়ে আর একটীর রূপের প্রকাশ করছে, প্রত্যেকটি রূপ যে আর একটি রূপের প্রকশিত অবস্থা—এই ভাবে চলেছে অনন্ততে—অনন্তকেও বিকাশ করছে বিকশিত রূপগুলোতে।

'তাপ' শব্দটি যে ব্যবহৃত হচ্ছে এই নামাকরণ বাস্তবেতে, সেই যে 'তাপময়' যে নিজেই এই বিশ্বতে বিরাটময় হয়ে রয়েছে। তার মানে, তাপের সত্তা, সর্ব্ব অণুতে অণুতে তার সত্তা বিরাজিত অবস্থায় রয়েছে, সর্ব্ব অণুতে তার সত্তা রয়েছে যেমনি করে বহুবিধ অণুপরমাণুগুলো

রয়েছে, যেমনি করে নিজে নিজেরা রয়েছি, তাপও ঠিক তেমনি ক'রে তার সত্তা নিয়ে রয়েছে, কিন্তু আমি আমার যে কায়াটি যে আকার বিশিষ্ট হয়ে রয়েছি, তাপও ঠিক তেমনি ক'রে সেই আকারে আকার বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে। আমাতে আর তাপে নাই কোন ব্যবধান—তাপের যে আকারটি বিশ্বময় ব্যাপ্ত রয়েছে তার আকারটি আকারে বড় হলেও আর আমার আকারটি ক্ষুদ্রতম দেখা গেলেও অণু সমতুল্য রয়েছে একই অবস্থাতে, তাতে আর আমাতে। যেমনি ক'রে আমার আকারটি তাপময় করি, সর্ব্বাঙ্গ তাপে উতপ্ত হয়ে বহু অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে—আমিও যে তাপময় হয়ে রয়েছি, আবার তাপ যে আমাময় হয়ে 'আমি' হয়ে রয়েছে, তবু এক অদ্ভূত পার্থক্য, তবুও অদ্ভুত পার্থক্যের মধ্যে সেও আমি বিরাজ করছি। এই রহস্যের মাঝে চলছে এই বিরাটের রহস্য।—তাপ অণু যে তাপ বহন ক'রে ক'রে সেই অণুতে বহু অণুর সমন্বয়ে যে তাপ-অণু সৃষ্ট বস্তুকে সৃষ্টি ক'রে ক'রে তার সত্তাকে উপলব্ধি অবস্থাকে সজাগ ক'রে দিচ্ছে সেই জাগানো জিনিষ গুলোকে; মনোময় তাপ, বায়ুময় তাপ, কায়াময় তাপ, কিন্তু সব দেখা যাচ্ছে—সমস্ত অণুময় যে অণু আবার সমন্বয় যে অণু সবই যেন মিশে যাচ্ছে মনোময়ের ভেতরে। মনই আবার সবকিছুকে বহন ক'রে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে তার সামিল ক'রে—সেই সামিলও বহু অণুর সমন্বয়ে সমন্বিত অবস্থা। এখন

আমি কোথায়? আমার সত্তা কোথায়? আমার ইন্দ্রিয়াদি কোথায়? মন কোথায়? আবার সর্ব্বাঙ্গে অণুর সমন্বয়ে যে মিলিত কায়াটি সে কায়া কোথায়? রয়েছে আকারে, আবার রয়েছে বহুতে; এই বোধেতে যখন বোধিত হবে, তখনই প্রকৃতকে প্রকৃতরূপে যে অবগতে রয়েছে, তাহাই অবগত হবে।

এই তো গেল ব্যাখ্যা, এখন আসুক আখ্যাতে। এই সমস্ত ব্যাখ্যাতে কি ভাবে সহজ উপায়ে যাওয়া যায়, যে যাওয়ার অবস্থাতে হয়ে রয়েছি, সবকিছুতেই সর্ব্ব ব্যাপ্তমান হয়ে রয়েছি। এই ব্যাপ্তিত্ব অবস্থাকে বাস্তব বস্তু গ্রাহ্যেতে এনে সবকিছুই যে বাস্তব বাদ হয়ে রয়েছে, সেই সম্পর্কে সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করা হবে। যদি বলি, কাজ হয়ে রয়েছে—তাও সত্য, কাজ আমার নাই—তাও সত্য, কাজ আবার বাকি—তাও সত্য, কাজ আমার করতে হবে—তাও সত্য; এই সমস্ত সত্যগুলোর সত্তাকে বোধে এনে বুঝে জেনে নিয়ে সব কিছুর একত্র সমন্বয়ে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, চৈতন্যতে এই চেতনার মাঝেতে যে চৈতন্য নিয়ে বিরাজ করছে—এই বিরাজিত অবস্থাকে বোধেতে এনে যখন সম্পূর্ণকে বোধগম্য করে জেনে নেওয়া হবে, তখনই সেই জাগ্রত অবস্থাগুলো জেগে জেগে জেনে জেনে জানার পথে এগিয়ে যাওয়ার অবস্থাগুলো এগিয়ে যাবে—এখন আমাদের বুঝেরই সাধনা বুঝতে হবে বুঝে বুঝে।

চার

সমুদ্রতীর, পুরী

যে-যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থগুলোর সমষ্টিতে যে 'ব্রহ্ম' নামাকরণ হয়েছে, সমস্তগুলো সূক্ষ্ম পদার্থ, এই শূন্য, এই মহাশূন্যতে বিরাজিত অবস্থায় বিরাজ করছে—কোন্ শক্তিতে এই সমস্ত সূক্ষ্ম নামাকরণ পদার্থগুলো এই 'ব্রহ্ম' নামাকরণে 'নামিত' হয়েছে? কে চালিত করছে এই সূক্ষ্ম পদার্থগুলোকে? কোন শক্তি হতে চালিত হচ্ছে?—চালিত শক্তির গতিবিধির দ্বারা যে সচেতন হয়েছে, যে সচেতনের চেতনার দ্বারা অন্যান্য সূক্ষ্ম পদার্থগুলোর সচেতনের চেতনা দিয়ে এই চেতনার সম্মিলিত হয়ে যে শক্তি চালিত হচ্ছে নিজ নিজ শক্তি নিজ নিজ ব্যক্তিত্বেতে। কোন্ শক্তিতে এ সব শক্তি চালিত হচ্ছে, তার প্রমাণ আজও হয়নি—হয়নি বলে বসে থাকলে তো চলবে না, তাই যেই শক্তিকে মোটামুটি অনুভব-শক্তি দ্বারা পাওয়া যায়, তাহা বের করতে হবে এই সকল সচেতন, চেতন, চৈতন্য ইত্যাদি, আবার বহু সম্মিলিত এক-একটি চৈতন্য পরিবর্ত্তিত অবস্থায় বহু বহু অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অণুপরমাণুই হউক, 'সেল'ই হউক, সূক্ষ্ম পদার্থই হউক, সচেতনই হউক, চেতনাই হউক, চৈতন্যই হউক, এক-একটি সূক্ষ্ম পদার্থ 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিতই হউক,

'নামিত'ই হউক, সমষ্টি-যুক্তের একটিই হউক, একটি আবার সমষ্টিযুক্ত হউক, এই সমস্ত চেতনাশক্তি এবং সচেতন কোন শক্তি হতে এলো, আগমন—প্রশ্ন সেখানে গিয়ে একটি দাঁড়ায়, যদিও দাঁড়াবার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই ; কারণ, যখন চলছে, চলে আসছে, তখন সেই সমস্ত বস্তু নিয়েই থাক ব্যস্ত এবং প্রত্যেকটির অণুর অনুগত চিন্তাতে মগ্ন থেকে থেকে, মগ্নতার মধ্যে ডুবে ডুবে সেই অণুর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পর্কিত চেহারা-গুলোর সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত হয়ে, প্রত্যেকটির তত্ত্ব জেনে জেনে আবার জানাজাতীয় অণুগুলোর দ্বারা, সেই সকল বস্তু যাহা জেনে জেনে জানাতে গিয়ে পোঁছে, যে বুঝে বুঝিত হলে সব বুঝই গিয়ে এক বুঝের ভেতরে পড়ে, একটি 'চৈতন্য-ময়' হতে এক-একটি চেতনা অপর একটি চেতনার সম্মিলিত অবস্থাতে যে মিলিত হয়ে যে শক্তির সৃষ্টি ক'রে আকারে আকারে আকারবিশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও যে রূপের এক-একটি রূপের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে বহু আকার সম্মিলিত অবস্থার রূপেরই যে একটি রূপ, এখন আলোচ্যের বিষয় হল এই যে, যত ভাগাভাগি, যত চৈতন্যের মারামারি, চৈতন্যের গড়াগড়ি, ব্রহ্মের ছড়াছড়ি, আর রূপকে দিয়ে রূপের পরিচয়ের বাহবা দিয়ে যে বাহবার সৃষ্টি করছে, এই বিশ্ব রহস্যের মাঝ থেকে কোন পূর্ণ শক্তিতে এই সমস্ত চালিত হচ্ছে। বুঝি, একটার সূত্র পাওয়া গেলে পরবর্ত্তী বহু সূত্রের ভেতরে সমতা

রেখে রেখে সমভাবেতে সবগুলোর অস্তিত্বের সত্তাকে সম্মুখে প্রস্ফুটিত করিয়ে দিয়ে দিয়ে প্রত্যেকটি শক্তি বিকাশ করে দিয়ে বুঝকেই বুঝিয়ে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে, বহু বহু রকম অবস্থার বহু বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থের সমষ্টির যে কোন সমষ্টির একটিকে নিয়ে-কিন্তু যতটা দেখা যাচ্ছে অনুভূতিরূপ ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যেতে এই যে এই সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ এক এই মহাশূন্যেতেই স্থির রয়েছে ও মহাশূন্যেতেই সবকিছুর অস্তিত্বকে পাওয়া যাচ্ছে ও অস্তিত্বের সন্ধানে সন্ধানে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে ও শক্তির দ্বারা সেই সমস্ত বিষয় যাহা সূক্ষ্মে অবস্থিত, যাহা তাহাদের শক্তির পরিচয় দ্বারা, সেই সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ববাদের পরিচয় দিচ্ছে, কিন্তু সমস্ত অস্তিত্বের পরিচয় দেওয়া, না দেওয়া এবং বস্তুর অস্তিত্ব থাকা সম্পর্কে অবগত হওয়া, না হওয়া, যা-কিছু হউক না কেন, যে সমষ্টিতে থাক না কেন, যে চেতনাতে থাক না কেন, যে চৈতন্যেতে থাক না কেন, কিন্তু একটা অনুভূতিতে অনুভূত হয়ে রয়েছে যে সূক্ষ্ম বস্তুগুলো এই শূন্যেতে অবস্থিত এবং কোথা হতে এলো, কোন অবস্থাতে চালিত হলো—এই প্রশ্নের যদি সমাধান একটি করে, আর একটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়ে সেই সমস্যায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে—পিতার নাম জিজ্ঞাসা করলে পিতার নাম কি ? তার পিতার নাম কি ? পিতার নামেরই সমাধান ক'রে দেওয়া এক মহাসমস্যা ! এ জাতীয় প্রশ্নের সমাধান ক'রে দেওয়াও সমস্যা ও বিভ্রাটের বিষয় ! এই

সৃষ্টিতত্ত্বের ও সৃষ্টির বিষয় নিয়ে কে সৃষ্টি করলেন, যে সৃষ্টি করলেন, তাকে আবার কে সৃষ্টি করলেন, তারও যদি সন্ধান মিলে, ওকে আবার কে সৃষ্টি করলেন—এ-যে আর এক রহস্যের মাঝে চলছে। তখন চেতনাবাদীরা চৈতন্যের থেকে এই সুর গাচ্ছেন, 'দেখরে বাপু, দরকার নেই এ সকল রহস্য—তার মাঝে গিয়ে; যা চলছে, তা নিয়েই থাক।' সুতরাং সেই ভাবেই চলছে, কিন্তু এতে তো ঠিক একটা অবস্থা মিলতে পারে, যেহেতু এসেছি, উপায় নেই চলতেই হবে, তাই চলার মাঝে মাঝে এই সমস্ত নিয়েই যেতে হবে। এই শব্দটাকে যদি নিরুপায়ের অবস্থা বলতে পারি, আবার উপায়ের অবস্থাও বলতে পারি; সুতরাং যখন গতি চলছে, গতিতেই মারপ্যাঁচ—গতির ভেতর দিয়ে সবকিছু খাটিয়েই চলছে।

এই যে গতিটা কোথা হতে এলে, এই যে গতি, এই যে চেতনাগুলো কোন গতিতে এগুলোকে চালিত করছে, কোন গতিতে কি ভাবে সম্ভব সহজভাবে কোন ভাব চিন্তা করলে গতিটাকে সহজভাবে পাওয়া যেতে পারে, সেই ভাবটিকেই প্রথমতঃ চিন্তা করে নেওয়া দরকার, যদিও নিষ্প্রয়োজনীয়তার চিন্তাতে চিন্তা করা হচ্ছে এই বিষয়গুলোর বস্তু নিয়ে, কিন্তু এ বস্তুগুলোর বস্তুত্বের অস্তিত্ব যদি পাওয়া যায়, তবে প্রত্যেকের সাধনার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয়তা থাকবে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, যদিও প্রত্যেকে সেই সাধনায় 'মগ্নিত' অবস্থায় মগ্ন

রয়েছে, আপত্তি নেই তাতে, সেই সমস্ত বুঝ নিয়েই একটি বুঝ 'ফর্‌ম্‌' নিয়েই কথা বলছি—তাতে 'অরিজিনালিটি'কে যদি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনা যায়, যদিও আয়ত্তে রয়েছে, কি ভাবে রয়েছে—সেই ভাবটিকে জানারই থেকে জেনে জেনে জানিয়ে আরো সহজজাত গতিকে 'বর্ধিষ্ণু' করার প্রয়াসে এগিয়ে যাব, সেই সহজজাত গতি নিয়ে নিয়ে সেই অনন্ত গতির দিকে, যদিও অনন্ত শক্তির সম্মিলিত 'আমি'—গতিও রয়েছে ঠিক'ই তবু সেই গতির সন্ধানে জেনে জেনে জাগিয়ে জাগিয়ে জেনে যাচ্ছি—কি ভাবে উদ্ভব, কোথা হতে এলো! সাধারণ অবস্থাতে যে দৃষ্টিগোচরে আসে ও নানারকম অনুভূতির ভেতর দিয়ে পরিচয় ও প্রকাশ পাওয়া যায়। শূন্য মার্গেতে যদি কোন বস্তুকে রেখে দেওয়া যায় সেই শূন্য স্থানকে পূর্ণ করার ইচ্ছাতে এত দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে থাকে সেই শূন্যকে পূর্ণ করার ইচ্ছাতে, তখন সেই বেগপূর্ণ ভাবের জন্য এবং দ্রুততার জন্য স্বাভাবিক অবস্থাতে যে একটা গতির উদ্রেক হল, সেটাই (গতি) শক্তি নামে অভিহিত হল। মনে হল, সেই বস্তু গুণে যেন ঐ শূন্যকে পূর্ণ করবার ইচ্ছেতে ভীষণভাবে আগ্রহের প্রকাশ প্রতি মুহূর্ত্তে করার ইচ্ছাতে যে ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে চলছে, সেই ইচ্ছা-শক্তির গতিকেই 'গতি' বলা হচ্ছে। কিন্তু শূন্য আর পূর্ণ হচ্ছে না, সুতরাং গতিও আর থামছে না—এই যে বেগপূর্ণ

চলনশক্তিতেই এই সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থে গতিবিধিও তেমন বেগপূর্ণ হয়ে রয়েছে এবং সেগুলো বিভিন্ন নামাকরণে বিভিন্ন অবস্থাতে অবস্থিত হয়ে আছে,—যেমন চেতন, সচেতন, অচেতন, চৈতন্যময়', বিরাট্, ব্রহ্ম, স্থূল, সূক্ষ্ম, বহুতে এক একেতে বহু, বিভিন্ন নামাকরণে 'নামাকরণিত' হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আদৌ জীবজগতের জীব কিনা, সেই সন্দিগ্ধতার যদি উদ্ভব করি, কি প্রমাণ আছে প্রমাণিত হবে এই বিষয়বস্তুগুলোর তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পর্কিত বিষয়বস্তুগুলো; যে গতি, যে 'স্পীড' চলে আসছে, হয়ে আসছে, সে গতিগুলো সাড়া দিয়ে যাচ্ছে, তার নাম যদি জীবন (life) হয় হউক, মৃত্যু হয় হউক, কিছু হয় হউক, কিছু-না হয় হউক, অস্তিত্ব থাক না থাক, সচেতন থাক না থাক, কোন বিষয় কোন আপত্তি নেই; কিন্তু যা-ই হোক, তা-ই হোক আর না-ই হউক একটা অবস্থা হয়ে যাচ্ছে এবং যেটা হচ্ছে, সেটা হল একটা গতি মহান্‌ভাবে ধাবমান অবস্থায় ধাবিত হয়ে হয়ে একটা পূর্ণতার দিকে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে পূর্ণ বেগে ছুটে চলছে; তার রেশ, তার হাবভাব যার থেকে যে পরিচয়গুলো পাওয়া যাচ্ছে—'নামাকরণ' নামে যে জীবজগৎ তার তরফ হতে এই সমস্ত পরিচয়, আবার পরিচয়ের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু বেগ এখনও চলছে বেগে এই মহাশূন্যের ভেতরে, তাই সাধারণ চিন্তাতে আর অসাধারণ চিন্তাতে যাই হউক, তাই হউক আর নাই হউক, একটা জিনিষ বেশ ভালভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সমস্ত বস্তুই যেন মহাশূন্যের চিন্তাতে ধ্যানেতে মগ্ন রয়েছে অথবা বিরাজ করছে; তারা স্বাধীন, অস্বাধীন নয়, যদিও স্বাধীন চেহারায় বিরাজ করছে, নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে মহাশূন্যের ভেতর; সুতরাং নির্ভরশীল ব্যক্তিরা একজন আর একজনের আশ্রয়ে আশ্রিত হয়ে সাধনার পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

তাই এই সৃষ্টির বস্তুতে আকারবিশিষ্ট হয়ে, সম্মিলিত হয়ে যে রূপটি 'আমি', এই সমন্বয় শক্তির যে নামাকরণ—বুদ্ধি, বৃত্তি, জ্ঞান, চিন্তাধারা যা-কিছু যে সমস্ত উদ্রেক হচ্ছে, বুঝতে পারা যাচ্ছে ও জানা যাচ্ছে, এই বিশ্বের অণুপরমাণুগুলো কোথায় কোন অবস্থায় কি ভাবে রয়েছে এই বিশ্বেতে। কিন্তু 'বুঝিত' হতে যে বুঝ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এই বুঝা যাচ্ছে যে, সবকিছু মহাশূন্যের ধ্যানেতে অবস্থান করছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ—যেমনি ক'রে একটি নবজাত শিশু যখন প্রথম ভূমিষ্ঠ হল, তখন একটু মধু যখন জিহ্বাতে দিয়ে তাকে যে স্বাদ দিয়ে দেওয়া হোল, সেই স্বাদ যখন সে উপলব্ধি করতে পারলো, তখন সেই স্বাদের জন্যই সে কাঁদতে সুরু করলো—পরবর্ত্তী একটু ঝালের স্বাদ বাড়িয়ে দিল মিষ্টত্বের স্বাদকে। ঠিক তেমনি ক'রে যখন যে শক্তির সমন্বয়ে সমন্বিত হয়ে যে কায়াটি 'আমি', তাহা হতে যে স্বাদ পেলাম—এই শক্তি

হতে এই বিশ্ব হতে; সুতরাং অভাবটি আবার ঝালরূপে প্রয়োগ হয়ে সেই জানাটির জন্যে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করলাম, আমরা কোন সাধনাতে এগিয়ে যাচ্ছি সেই সাধনার তত্ত্বকে জানবার ইচ্ছাতে, জানবার জন্য যে মরণশক্তির প্রয়োগে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ধাবিত হয়ে সেই অবস্থাকে নিজের আয়ত্তেতে আনার জন্যই, মরণশক্তিকে এগিয়ে দিচ্ছি ঠিক সেই মধু অন্বেষণের মত হয়ে, তাহা হচ্ছে মহাশূন্যেতে মগ্নের অবস্থাটি; কারণ এই অবস্থাটিতে পাচ্ছি বিশ্বের সমস্ত অণুপরমাণুর সাড়া হতে যে সাড়া সাড়া দিচ্ছে আমাতে, সেই সাড়া হতেই সুর সেধে সেধে সুর নিয়ে সেই মহাশূন্যের সুরেতে এগিয়ে যাচ্ছি, এগিয়ে এগিয়ে দেখছি এগিয়ে ভাবছি, সেই সুরেতে সুর মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি—সেই সুরেতেই বাজবে আমার সুর, যে সুর বেজে বেজে উঠবে আমার সুর, এই সুরেতেই চলছে বিশ্বের সব অণুপরমাণুর সুর; 'শূন্যেতে যে আছি'—তার প্রমাণে প্রমাণিত হয়েছে—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদি শূন্যেই বিরাজমান রয়েছে একটি আর একটির আকর্ষণে। তেমনি করে আমিও এক-একটি গ্রহের মত রয়েছি এই এই শূন্যমার্গে, আর একটি গ্রহের আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে এই শূন্যেতে তেমনি করে, যেমনি করে একটি অণু আর একটি অণুর আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে রয়েছে একটি আর একটির সাথে—এই আকর্ষিত শক্তিও এই গতি হতেই

এসেছে এবং গতিই আবার উদ্ভব হচ্ছে পূর্ণতার মধ্যে ছুটে যাওয়ার জন্য, পূর্ণতাকে পূর্ণ করার জন্য, ছুটে যাওয়ার বেগেতে; ঠিক আমিও চলছি সেই শূন্যের ধ্যানেতে পূর্ণকেই পাওয়ার জন্য, যদিও পূর্ণতেই রয়েছি, আবার পূর্ণকেই সাধনা করছি মহাশূন্যে থেকে—শূন্যই আমার ধ্যান, শূন্যই আমার জ্ঞান, তাই বলা হচ্ছে—'ধ্যায়েচ্ছূন্যমহর্নিশম্'।

পাঁচ

সমুদ্রতীর, পুরী,

ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে যে সমস্ত মতবাদ করা হয়েছে, যে সম্পর্কে আমাদের বুঝবার ও জানবার রয়েছে অনেক সেই সম্পর্কেই সমালোচনা করছি। কারণ, ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে যে সমস্ত কার্য্যকলাপ, গতিবিধি, তাতে যে নিয়মাদি রয়েছে, তাতে ব্রহ্মচর্য্য বাস্তবিকই ব্রহ্মচর্য্য কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ, এবং ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে যে সমস্ত নিয়মাদি রয়েছে, বস্তুতঃপক্ষে সে নিয়ম তার উপর প্রযোজ্য কিনা এবং ব্রহ্মচর্য্য বিষয়টি কি, আদৌ ব্রহ্মচর্য্য কারও হয় কিনা, বা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে জানবার রয়েছে। নিয়মাদি কিংবা সংযম সম্বন্ধে যে সব ব্যবস্থাদি রয়েছে সে সম্পর্কে (ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে) যে 'এফ্যায়ারস্' যে 'মেটারস্' এবং আমাদের উপর ব্রহ্মচর্য্য কতটুকু প্রযোজ্য, নিয়মাদি কতটুকু প্রযোজ্য

তাহাই চিন্তার বিষয় এবং ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে যে 'আইডিয়া' সেই 'আইডিয়া'টি আমাদের উপর 'আইডিয়াল' হিসাবে অকার্য্যকরী নয়। সেই 'আইডিয়াল'টি সম্পর্কে যে 'আইডিয়া' তাহা পালন করা অসমীচীন নয়। ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে যে সব আইন ও ধারা চলছে বা রয়েছে কি ভাবে তাহা সম্ভবে, তাহাই আলোচনার বিষয় এবং ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে কোন কোন বিষয়ে মনোনিবেশ ক'রে ক'রে ব্রহ্মচর্য্যের চিন্তাধারাকে ধারায় এনে এনে কোন ধারাতে আমাদের উপর ধারণ করতে হবে— সেই বিষয় জেনে নিতে হবে। কারণ অনেকেই বাচ্চা বয়স শিশু বয়স হতে যে সমস্ত শিক্ষা পদ্ধতি, কার্য্যকলাপ ও নিয়মাদি ক'রে যাচ্ছে, সেই বিষয়ে সে যে কতটুকু অবগত সে বিষয়ে জেনে নিতে হবে এবং জানতে হবে। আর স্খলিত অবস্থা ব্রহ্মচর্য্য অবস্থা হতে চ্যুত কিনা সে বিষয়েও জেনে নিতে হবে। বীর্য্যধারণ যে ব্রহ্মচর্য্যের কতটুকু ব্রহ্মচর্য্যে তাহা ও জেনে নিতে হবে। ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত সংযমতা এবং তার বাঁধা আইনেতে বেঁধে বেঁধে যে চলতে হবে তাহা যদিও অনিয়মের মধ্যে নয় 'ফর হেলথ' 'ফর কন্‌শেন্‌ট্রেশন' কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের বীর্য্যধারণের সম্পর্কে এবং 'ইউটিলিটি' সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত ক'রে নেওয়া সমীচীন। আমি যে বীর্য্য ধারণ করবো, কি প্রয়োজনে করব, না করলেই বা কি হয়—তাহা জেনে নিতে হবে। জোর পূর্ব্বক, বল-পূর্ব্বক মনকে বেঁধে বেঁধে যে যে বস্তুতে চিন্তা

করলে বীর্য্য স্খলিত হয়—তাহা হতে হতে মনকে সরিয়ে সরিয়ে এমন একটা অবস্থায় মনকে নিবিষ্ট রাখবার চেষ্টায় আছে, কিংবা মত দান করেছে—তার প্রচেষ্টা কতটুকু সফল হয়েছে সে বিষয়ে জেনে নেওয়া দরকার, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সমীচীন ও সম্ভব কিনা তাহাও জেনে নেওয়া উচিত এবং কেউ পারছে কিনা তাহাও জেনে নেওয়া উচিত। মনের গতিবিধি ইন্দ্রিয়াদির ভেতর দিয়ে সর্ব্ব অবস্থায় প্রবাহিত হচ্ছে। এই প্রবাহিতের অবস্থাকে কতটুকুনু ইন্দ্রিয় হতে বেঁধে আনা যায়—সেও একটা চিন্তনীয় বস্তু। ইন্দ্রিয়াদির যে পরিচালনা ও পরিচালিত যে হচ্ছে—যেই যেই ভাবে যেই যেই অবস্থাতে তাহা হতে আমরা যাহা যাহা ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্যে আনছি; তাহা হতে প্রকৃত প্রস্তাবে এবং চিন্তাধারাতে আমরা কি পাচ্ছি। কোন ধারার অবস্থা দ্বারা চালিত হচ্ছে এবং ইন্দ্রিয়াদি সেইভাবে সংগঠিত হচ্ছে, "সংগঠিত" শব্দটি যে ব্যবহৃত হচ্ছে তাহাতে এই শুধু বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে ইন্দ্রিয়াদির 'নরম্যাল কোর্স'এ ইন্দ্রিয়াদির দৃষ্টিগোচরে যা যা এসেছে সেই গোচরের অবস্থাগুলো ক্রমশঃ ক্রমশঃ 'কন্‌সেন্‌ট্রেটেড' হয়ে হয়ে গড়ে উঠছে, গোচরের বস্তুবিষয়গুলো যা'তে গোচরে এসে এসে সঙ্গমে সঙ্গমে 'ডেলিভারী' দিচ্ছে সেই স্বরূপত্বকে। এই যে স্বরূপত্বকে যে তার তত্ত্ব বিষয়টি যে অবগত করিয়ে দিচ্ছে—কে করিয়ে দিচ্ছে?

এই যে করিয়ে দেওয়াটিতে—কোন অবস্থা দ্বারা এ সম্ভব হচ্ছে ? 'সেক্‌স'—কাম। সেই কামের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তার সৌন্দর্য্য-বোধে প্রত্যেকটি বিষয় অবগত হয়ে হয়ে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েতে সচেতনমূলক অবস্থার সৃষ্টি ক'রে ক'রে চেতনাতে চৈতন্যেতে সৃষ্টি হয়ে সেই বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে তন্ময়িত অবস্থাতে যে অবস্থাটি সৃষ্টি ক'রে চালিত হচ্ছে ইন্দ্রিয়াদির ভেতর দিয়ে এই 'ন্যাচারাল কোর্স'এ আগ্রহে আগ্রহান্বিত হয়ে সেই আগ্রহের প্রকাশ ক'রে ক'রে বাইরের বিষয়বস্তুগুলোর উপর নিবিষ্ট হয়ে সেই তত্ত্ব-গুলোর তত্ত্বকে নিয়ে সেই বস্তুতে যে সংযমতার অবস্থার সৃষ্টি করলো—এই যে অবস্থার ভাবগুলো সম্পূর্ণরূপে জানিয়ে জানিয়ে কাজ করে যাচ্ছে সম্পূর্ণ একটা তন্ময়তার দ্বারা। এই তন্ময়তা একটা মজলিসী ভাবের অবস্থাতে অবস্থাতে প্রতিটি ইন্দ্রিয়াদিতে বেশ একটা ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রত্যেকটী তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলছে। এই প্রতিটি অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত ক'রে ক'রে রূপকে বুঝিয়ে দিচ্ছে একমাত্র ইচ্ছাশক্তি একমাত্র কাম একমাত্র সঙ্গম। এই অবস্থাগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত্তে স্খলিত হচ্ছে ধাতুগুলো এবং বীর্য্যের সম্পূর্ণ চালিত হচ্ছে প্রতিটি ইন্দ্রিয়াদির ভেতর দিয়ে। এই সহজাত সঙ্গমকে 'সঙ্গম' বলে ভেবে না নেওয়ার অবস্থা যে আজ আমাদের ভেতরে রয়েছে। কিন্তু

বিশেষতঃ আমরা নজর দিচ্ছি যে 'বীর্য্য-স্খলিতের' মধ্যে তারই বা কতটুকু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, দেখা যাবে ইন্দ্রিয়াদির ভেতর দিয়ে যা যা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে সমস্ত একই অবস্থার নানা ভাগে ভাগে—কিন্তু স্খলিতের অবস্থা প্রতিটির ভেতর রয়েছে বিদ্যমান। তার এই যে ঘ্রাণ, স্পর্শন, দর্শন, স্বাদ, শব্দ সবইতো সঙ্গমের একটা অবস্থা। তাদের কি ক'রে 'চেক্' করবে ? তাদের কি ক'রে নিয়মাদি থাকবে ? যে ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত বাহ্যবস্তু হতে অন্তরগোচরে গিয়ে পৌঁছবে—বাণীতে বলা সহজ কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কতটুকু প্রয়োগ হবে সে বিষয়ে সন্দেহ। ঠিক তেমনি যে বীর্য্য ধারণ, বীর্য্য স্খলিত যে অবস্থা—সে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা সে বিষয়টিই এখন আলাপ করা যাক্। আমাদের এই বিষয় সম্পর্কে অনেক রকম অনেক অবস্থা কার্য্যকলাপ ক'রে আসছেন শাস্ত্রাকাররা প্রকৃত প্রস্তাবে কতটুকু কার্য্যকরী হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ, একজনকে বলা হোল যে 'তুমি আসন প্রাণায়াম, রেচক, কুম্ভক কর।' বাইরের প্রকৃতি হতে নারী হতে এবং নারীকে নর হতে এইভাবে মনকে নিবিষ্ট করবার জন্য প্রতিটি চিন্তাধারা হতে এবং দৃষ্টিকে সম্পূর্ণরূপে অন্যদিকে দৃষ্টি-ভঙ্গিমাতে যে পৌঁছে না যায় সেবিষয়ে সাবধানতা এবং তার সংযমতা ও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষণার্থে বিষয়বস্তুগুলো যদিও শুনতে খারাপ, ব্যবহারে অসৌন্দর্য নয় তবে নানারকমভাবে তার

উপর বহু রকম কঠোর ব্যবস্থা তার উপর অবলম্বন করা হচ্ছে তার সংযমতা ও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার্থে—তবে ব্যক্তিগত চিন্তার বিষয় এই যে যতই তাকে সেই সংযমের দিকে টেনে আনা হয় ততই তার 'কিউরিসিটি' হয় সে বিষয়ে এবং 'কন্‌সেণ্ট্রেটেড' হয় সে বিষয়বস্তুতে। এভাবে 'কন্‌সেণ্ট্রেসন' হতে হতে সেই 'এফেয়া'গুলো এমন ভাবে 'কন্‌সেন্‌টেট্রেড' হয়ে যায়—তাতে যদি হঠাৎ কোন রকম 'বাষ্ট' হয় তখন সামনে কুকুর বা ছাগল যা পায়, কার ভেতর দিয়ে যে তা কার্যকরী হয় তা বলা কঠিন। তার কারণ প্রতিটি যে যে বিষয়ে চিন্তাকে বাধা দেওয়া হয় সেই সেই বিষয়ে তাকে জাগিয়ে দেওয়া হয়। কঠিনতম অবস্থা যদি ব্যবস্থা করা হয় সেই বিষয়ে সে 'কন্‌সাস' প্রতি মুহূর্ত্তে, সেই সজাগতা যখন এমনভাবে সজাগ হয়ে উঠতে পারে যে তার ঢেউ সামলানো দায়। কিন্তু তারপর কোন অবস্থাতেই তার স্থলিত অবস্থা বন্ধ রাখা যাচ্ছে না বা সম্ভব নয়। যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন নিজের গায়ে নিজের স্পর্শনেই হউক—নিজের ইন্দ্রিয়াদির দর্শনেই হউক এইভাবে দর্শনে, চিন্তাতে, স্পর্শনে, শব্দেতে ইত্যাদি এমনভাবে নিজের ভেতর নিজের 'সেক্‌স' খেলতে থাকে যা হতে নিজের ভেতর নিজেরই সঙ্গম হতে থাকে। তার ভেতরে স্থলিত প্রতি মুহূর্ত্তে হয়ে যাচ্ছে—নিজের আসনে সুখাসন বা সিদ্ধাসন—হাত দুটি নিজের হৃদয়ে রেখে, তার

স্তনের স্পর্শেতে তার নিজের ভেতর যে-কোন অবস্থাতে তার স্থলিত অবস্থা হতে, শুধু তাই নয়, শুধু স্তনের স্পর্শেই যে হবে তাই নয়, তার অঙ্গাদির যে কোন অবস্থাতে নিজের শরীরের যে কোন অংশে দেখুক—আয়নাতেই হউক নিজের চোখ ইত্যাদি যে-কোন অবস্থাতে সঙ্গম অবস্থা হচ্ছে।

ব্রহ্মচর্য্যে যেতে যেতে তো সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে—এইভাবে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্খলন হতে থাকে তাতে ব্রহ্মচর্য্য আমাদের যে কতটুকু উপকারে আসছে সে বিষয় চিন্তার ব্যাপার এবং তার উপযুক্ত ব্যবস্থামূলক কি ব্যবস্থা করা যায় তাও চিন্তার বিষয়। তার প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, যে অবস্থা হতে দেহটি উদ্ভব, যে ভাবে দেহটি হয়েছে, যে ভাবে আমাদের দেহটি আসছে তার সম্পূর্ণ কিছু আমাদের ভেতরে থাকবেই—তা কি করে বন্ধ করা সম্ভব? আগাগোড়া চিন্তাধারার কামের উন্মাদনার নিবৃত্তির অবস্থায় যে সৃষ্টি হয়েছি আমরা—সেই যে আমি, আমরা—ঠিক তেমনি ক'রে সঙ্গমের ভাবনা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের ভেতর খেলে যাচ্ছে। বন্ধ শুধু বাণীতে, মনেতে তা সম্ভব হতে পারে না—শুধু মুখে মুখেই সম্ভব। তার প্রকৃত অবস্থাতে যদি তাকে ব্যবহার করা যায়, তবে অনেকগুলো স্থলিত অবস্থা হতে বেঁচে যাওয়া যায়—'মেজরিটি' হতে 'কম্‌পারেটিভ্‌লি একটু সেভ্‌ড্‌'। এখন অনেকেই এইরকম বলপূর্ব্বক বীর্য্য ধারণ ক'রে ক'রে অনেকে কান্তিময়

বৈশিষ্ট্য অবস্থার সৃষ্টি করেছেন দেখা যায়। আনুষঙ্গিক যে একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছেন তাতে অনেকে বলেন স্মরণশক্তি, মেধাশক্তি যে না পায় তা নয়, তবে মনের দিক দিয়ে বেশ একটা তৈরী আনন্দের সৃষ্টি হতে সংযম ক'রে ক'রে যে এতদিন ধারণ করেছি, তাতে কিন্তু এই যে আমি ধারণ করেছি, "আমি সংযম ক'রে ক'রে বীর্য ধারণ ক'রে ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় এসেছি—আমার ভেতরে কাম নেই—সম্পূর্ণ কান্তময় অবস্থায় আছি—এই অবস্থাও যে স্খলিত অবস্থার একটা অবস্থা, তার কারণ, এই যে কান্তিময়ের যে অবস্থা, তার প্রতিটি ইন্দ্রিয়াদির উপরে যে সচেতন।" ইন্দ্রিয়াদির উপরে গঠনের উপরে সচেতন এই যে সচেতন ব্যবহারটা আনুষঙ্গিক 'সোসাইটিতে'ও'সারকাম্‌ষ্টেন্‌স'-এ তার মনে মনে চিন্তা ক'রে একটা সূক্ষ্ম 'ক্রেডিট'ই হ'ক, একটা বেশ মনোবলের পরিচয়ই হ'ক আর খাঁটির পরিচয়ই হ'ক—একটা পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। এই যে প্রকারান্তরে তার উপর যে দৃষ্টি নিক্ষেপের যে সচেতনতা, তাতে যে তৃপ্তি সেই অবস্থাই সঙ্গমের অবস্থা এবং এই সঙ্গমের অবস্থাই স্খলিত অবস্থা। কিন্তু এই তৃপ্তি শুধু লেখনীর ভেতর দিয়ে, গানের ভেতর দিয়ে, আর্ট-এর ভেতর দিয়ে, মৌনতার ভেতর দিয়ে, গোঁফেতে, দাঁড়িতে নানা ভাবভঙ্গিমাতে বহুভাবে এই তৃপ্ততাকে 'মেনটেন' ক'রে যাচ্ছে এই ব্রহ্মচর্য্যের বীর্য্য ধারণেতে। বহুদিনে যে হয়েছে বহু বছর যে বীর্য্য ধারণ করেছে এই চিন্তাধারাতে যে যে মনের

ভেতর আনন্দের উচ্ছ্বাসের প্রবাহে প্রবাহান্বিত হয়ে যা যা উদ্ভব হয়েছে কিছু ছন্দে, কিছু গানে, কিছু লেখনীতে, কিছু ভাষাতে, কিছু মৌনেতে আর ভাবভঙ্গিমাতে, চাহনিতে, হাসিতে সে তার সেই সংযমতার 'ইন্‌সপিরেশন' পাচ্ছে প্রতি মুহূর্ত্তে। অভিনয় সবখানে প্রতিটির ভেতরে রয়েছে—অভিনয়ের একটা অবস্থার অবস্থা প্রতিটির ভেতরে রয়েছে একটা সংযমতার অবস্থা—তাহাও স্খলিত অবস্থা—তৃপ্ততা, আনন্দবোধ, 'বাঃ! কি চমৎকার!'—তাতেও স্খলিত হচ্ছে। ব্যথা-বোধে যে তৃপ্তিবোধ হচ্ছে তাতেও সঙ্গম হয়ে যাচ্ছে। একজন কুমারের সামনে একজন কুমারী উপস্থিত—হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়ে—'ওঃ একটা ব্যথা পেয়েছি'—এই করুণ সুরে যে সুরকে এনে ব্যথা-বোধেও যে সুরকে আনলাম—যে জিনিষ টেনে এনে সুরকে ব্যথার পর্দ্দাতে না এনে অন্য পর্দ্দাতে সেই ব্যথার যে ব্যথাটি এমনভাবে টেনে আনলাম যে, কুমার কিংবা কুমারী যে রয়েছে, তাদের অবস্থা হতে যে জিনিষটা আনলাম, সে জিনিষটা টেনে আনা প্রকৃত স্বরূপ হতে যে চ্যুত অবস্থার আর একটি স্বরূপ, ঐ স্বরূপে যে সুরটি আনলাম—ব্যথাবোধেতে বোধেতে সে ব্যথায় বোধিত হয়ে যে তৃপ্তি পেলাম, সেটাও একটা সঙ্গমের অবস্থা, স্খলিত অবস্থা। তাতে সকল অবস্থাতে একটা অভাব বোধে বোধে যেন রয়ে যাচ্ছি, তার কারণ, এই যে বীর্য্য-ধারণ—ব্রহ্মচর্য্য অবস্থা, সংযম অবস্থা—এই

যে সংযমের অবস্থা তাতে একটা ব্যবধান রয়ে যাচ্ছে, একটা ব্যবধানের যে অবস্থা সব সময় 'মেনটেন' করে যাচ্ছে। ব্যবধানটি তাতেও আমাতে এই যে 'মেনটেন' 'মেন্‌টেণ্ড' অবস্থাতেও একটা অভাবকে 'কন্‌সেনট্রেট্' ক'রে যাচ্ছি এই ব্যবধান-বোধেতে। তার ভেতরে অনেক সময় দেখা যায় কারো কারো অনেক সময়েই একটা আফসোস, হতাশ, 'ডিসহারটেণ্ড' হওয়ার ভাব তাতেও রয়ে যায়। যদিও সংযমতার আনন্দ খেলে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্ত্তে তার ভেতর, তার কারণ, কি নারী কি পুরুষ উভয়েই যখন ধারণ করে চলছেন—যখন এ বাস্তবেতে এই সংযমাদি এবং বীর্য্য ধারণাদির যে খোরাক তাদের সামনে দৃষ্ট হয়, তখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর যেন বদ্ধ খাঁচায় ব্যাঘ্রের মত অবস্থা—বাইরে যদি খোরাক থাকে তার যে অবস্থার মতন একটি অবস্থা যে না হয়, তার প্রমাণ কি? ব্যাঘ্রকে বদ্ধ খাঁচায় জোর করে রেখে দেওয়া হয়—এও যে আইনে, নিয়মাদিতে, গুরুর আদেশে এবং তার জন্য সন্ন্যাস, বানপ্রস্ত সমস্ত নিয়মাদিতে ইচ্ছা হলেও সকলেই খাঁচার মত হয়ে সূক্ষ্ম চাওয়া কিংবা তার সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম আলিঙ্গনের অবস্থা হতেও যেন বদ্ধ করে জোর করে নানা চিন্তাতে, আইনেতে, সংস্কারেতে যাহাই হ'ক একটা আইনে বাঁধা রয়েছে; কিন্তু তার উন্মাদনা মোটেই যে যায়নি, তার প্রমাণ অনেকভাবে পাওয়া যায়

এবং তাহার সেই অবস্থাতে যখন খোরাকগুলো সম্মুখে থাকে, তখন সেই খোরাক দেখে সেই ব্যাঘ্রের মত লোলায়ে ঝোলায়ে—লোলান, ঝোলান ভাষাটি যদিও ব্যবহার্য্য নয়, যারা সহজাত ব্রহ্মচর্য্যহীন, তাদের যত পরিশ্রম না হয়, তার চেয়ে বেশী তাদের করে নিতে হয়। তার কারণ, আইনেই হ'ক, সংস্কারেই হ'ক, যাতে হ'ক বাধ্যবাধকতায় বেঁধে রেখেছে বা রয়েছে। সেই ব্রহ্মচার পুরুষ রয়েছে বনে, রয়েছে ফুলবাগানে, রয়েছে ঘরে, পাহাড়ে; কিন্তু স্খলিত রয়েছে সাথে সাথে, সঙ্গম রয়েছে সাথে সাথে; ফুল-বাগানের ফুল যখন দেখে তখন কি চমৎকার, কি সুন্দর, তাতে আবার জ্যোৎস্না-কবিত্ব এমনি। সুতরাং আচার্য্যের আদেশে যে ব্রহ্মচর্য্য তাতে যে সংযম তাতে যে ধারণ, যে আনন্দ, তার যে উচ্ছ্বাস, তারপর যে তৃপ্তি তাতেই রয়েছে সেই সঙ্গম, তাতেই রয়েছে স্খলিত অবস্থা, তবে দোষ কি নারী-সঙ্গমে, দোষ কি পুরুষ-সঙ্গমে—এই যে প্রকারান্তরে নারী-পুরুষ সঙ্গম—এই সঙ্গম যে সর্ব্বত্র সর্ব্ব অবস্থায় সর্বভাবেই যে করে আসছি, দেখছি সঙ্গম তো বন্ধ করতে পারছি না! এবং সঙ্গম বন্ধ করলে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে হয়—সঙ্গম সর্ব্ব অবস্থাতে, চিন্তার যে কোন ধারাতে, যে কোন অবস্থাতেই সঙ্গম অবস্থা, ইচ্ছাশক্তির যে কোন অবস্থাই কাম অবস্থা—স্খলনের অবস্থা।

চীৎকারগুলো করছি কোন অবস্থাতে—সব-কিছু একটা 'বেলেন্‌স্‌ড্‌ ওয়েতে' 'বেলেন্‌স্‌ড্‌' মাফিক চলা দরকার। মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়াটাই তাল কাটা যে ষোল মাত্রাতে তাল রয়েছে, সেই ষোল মাত্রাতে তাল দিয়ে দিয়ে খাটিয়ে লওয়া যায়—ঐ ষোল মাত্রাকে 'মেনটেন' করাই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষণ। কিন্তু এক হতে একশ' পর্য্যন্ত, এক হাজার পর্য্যন্তও রয়েছে, আরও অনেক রয়েছে; কিন্তু কথা হলো ষোল মাত্রাতেই যদি সমস্ত গদ্‌ ক'রে নেই তা'হলে তাল কাটবার ভয় থাকে না। এই মাত্রা হতে মাত্রা ছাড়িয়ে অন্য কিছু করলেই তাল কেটে যায়, তাকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা নামাকরণ করা যায়। 'নেই' অবস্থাটি যাতে না হয়, তার জন্য আইন করা দরকার, তার জন্য যোগাদি, নিয়মাদি, আসনাদি যতটুকু সম্ভব করা যায়; যাতে ষোল মাত্রাকে আমরা রাখতে পারি তার জন্য সব-কিছু করাই বিধেয়। মনে হয় ব্রহ্মচর্য্য সেখানেই বাঁধা এবং সংযমতা সেখানেই, কারণ দেহের ইন্দ্রিয়াদির যা-কিছু অনুভূতি রয়েছে, সবকিছুই ইন্দ্রিয়াদির সামিল, যাতে কোন অনুভূতি রয়েছে সবই যেমন খাওয়া, দাওয়া, স্নান, বিশ্রাম ইত্যাদি প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়াদির খোরাক যে দিয়ে যাচ্ছি, সেই ভাবে সবকিছু ইন্দ্রিয়াদির খোরাক যদি সমভাবে দিয়ে দেওয়া যায়, তবে 'ফ্যাংকশন'গুলোও যে যে-ভাবে 'ডেভেলপ' করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; তবে

এর আগের একটি কথা বাকী রইলো, কথাটি এই যে কয়েকটি বিষয় লেখা রয়েছে, কয়েকটি বিষয় জানা দরকার, কয়েকটি 'ফ্যাংকশন ফর্‌ ওয়াণ্ট অফ্‌ ফুড ড্যাভেলপ্‌ড্‌' হচ্ছে না, কারণ, 'ড্যাভেলপ্‌ড্‌' হতে গেলে তার প্রতিটির ইন্দ্রিয়ের খোরাক সমভাবে দিতে হবে—দিয়ে দিয়ে প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়াদির পরিচালনার দ্বারা যে মন পরিচালিত হবে সেই মনই প্রখরতার পরিচয় দিয়ে যাবে সর্ব্ব কার্য্যেতে কার্য্যেতে। কিন্তু তাকে যদি আট্‌কিয়ে বেঁধে রাখা যায়, তাতে উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে যাবে। উদাসীনতা শুন্‌তে মন্দ লাগে না, তবে মনের উদাসীনতা একটা 'ডাল' (dull) অবস্থাবিশেষ—উদাসীনতা প্রখর অবস্থা নয়, অভাব-বোধের অবস্থা-বিশেষ। ঠিক মাত্রাগুলো যদি সমভাবে তালে তালে তাল দিয়ে যেতে পারে, তবেই সুর সুন্দর হবে, গৎ সুন্দর হবে, কার্য্যও সুন্দর হবে, তন্ময়তাও আসবে; তাই আমাদের অবস্থা ভেদে ভেদে 'ফুড' দরকার, 'ফুড ইজ্‌ এভ্রিথিঙ্গ', প্রত্যেক ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গম হলো 'ফুড' এবং 'ফুড' যদি সুন্দরভাবে 'মেনটেন' করে যাওয়া যায়, তবে সবকিছু সুন্দর ভাবে 'মেনটেন' করে নেওয়া যায় এবং সেটাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থা এবং মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়াটাই চ্যুত অবস্থা, তার জন্য যত রকম নিয়মাদি যতটুকুনু করা দরকার, তার কার্পণ্য করা মোটেই উচিত নয়, তাতেও বহুরকম সঙ্গমতার অবস্থা আমাদের গোচরে আসে—সঙ্গম যখন

সর্ব্ব অবস্থাতেই আমাদের 'ফুড'এর কাজ হয়ে হয়ে প্রতিটি 'গ্ল্যাণ্ড'এর 'সিক্রেশন' হয়ে হয়ে যার যার প্রখরতার যার যার জানার প্রত্যেকটি বস্তুর সচেতনার্থে সচেতন ক'রে ক'রে যে সচেতনাগুলো রয়েছে—সেই বিষয়ে প্রতিটি চৈতন্যেতে পৌঁছিয়ে দিয়ে প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়াদির গোচরে এনে জানিয়ে দিচ্ছে সেই বস্তুগুলোর সত্তাকে। কিন্তু সঙ্গম অবস্থা সর্ব্বত্র বিদ্যমান—সঙ্গমেই সৃষ্টি আমার আমিত্ব—আমি নিজেই সঙ্গমের একটি অবস্থা—আমার বাণী, আদেশ, গান—একি সঙ্গম ছাড়া, স্খলন ছাড়া? আমি যে গানে যে বাজনাতে এসেছি, সে বাজনাই যে করবো—তাই স্বাভাবিক। যে গানে যে সুরেতে আমার সৃষ্টি সে গান সে সুর আমি কি করে ছাড়বো, তা ছাড়লে যে আমার কিছুই থাকে না। আমার সৃষ্টিকে যদি স্বীকার করতে হয়, তবে সব কিছুই যে স্বীকার করতে হবে। সেই স্বীকারের ভেতরেই রয়েছে ব্রহ্মচর্য্য আইন নিয়মাদি এবং প্রকৃত 'ফুড' দিয়ে দিয়ে তাকে যে গুছিয়ে রাখবে সেটাই ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থা-বিশেষ। সেই হিসাবে খাওয়া-দাওয়া, 'মুভম্যাণ্ট', গতিবিধি যা কিছু সবই এই নিয়মাদিতে থাকবে; সুতরাং বহু রকম ভাবে আর ব্যাখ্যা না করাই ভাল।

ছয়

সমুদ্রতীর, পুরী।

'সন্ন্যাস' বলে কোন শব্দ যে আছে, তার 'ডেফিনেশন' সম্বন্ধে যে মতবাদ দিয়েছেন, তার যে অর্থ এবং প্রকৃত যে কার্য্য-কলাপ আমাদের উপর কতটুকুনু প্রযোজ্য তা এখন চিন্তার বিষয়। সন্ন্যাস যদি ভগবৎ প্রাপ্তির অবস্থা হয়ে থাকে এবং নিষ্কাম যদি তাহা হয়ে থাকে আর ভক্তিও যদি তাহা হয়ে থাকে, তবে কেন এ সমস্ত পথ এবং মত দিয়ে ঐ প্রাপ্ত-বস্তুর এই সমস্ত অনুষ্ঠান করে এবং এই অনুষ্ঠানগুলোর কি প্রয়োজনীয়তা? সেই ভগবৎ দর্শনের যে অবস্থা এবং সেই অবস্থার যে ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থাগুলোর প্রয়োজনীয়তা কতটুকুনু তাও তন্ন তন্ন করে দেখে নিতে হবে। এই সমস্ত যদি সাধনার অঙ্গ হয়ে থাকে এবং সাধনাতে প্রতিটি জীব যদি এই পথ অবলম্বন করে, তবে মাধুর্য্য এর মধ্যে কতটুকুনু আছে তাহা জেনে নিতে হবে। এই সাধনায় এমনি ক'রে যাওয়ার পথ কেন হবে এবং কেন এই সমস্ত অবলম্বন করলে কোন অবস্থার চিন্তাধারাটি কোনটি বিকাশ হবে তাও আজ আমাদের জানবার বিষয় এবং এই নির্লিপ্ততা, নিষ্কাম অবস্থা, শুদ্ধা ভক্তি এবং সন্ন্যাস এবং আরও নামা-করণ আছে, এই নামাকরণ ইত্যাদির ওপরে এই বস্তুর

উপলব্ধির জন্য এত কস্‌রতের কি কারণ রয়েছে এবং প্রত্যেকটি কারণের তত্ত্ব-সম্পর্কে বিষয়গুলো জেনে নিতে হবে; আরও রয়েছে অনেক—কামিনী ও কাঞ্চন এই সাধনার বিশেষ একটি বস্তু। এই নিয়ে এমনি ক'রে আমাদের ওপরে যে সমস্ত মনেতে প্রাণেতে পোষণ করতে এবং অনেকে প্রাণ-পণ চেষ্টা করছে ঐ সমস্ত পথ অবলম্বন ক'রে জীবনের অধি-কাংশ সময় কাটিয়ে দিচ্ছে, এরকম বহু জনমানব পাওয়া যাচ্ছে। প্রকৃত প্রস্তাবেতে এই সমস্ত নিয়মাদিতে দৈহিক এবং আনুষঙ্গিক অভ্যাসের বশবর্ত্তী যে সমস্ত হওয়া দরকার, বাহ্যিক তাহা যেন প্রখরতার পবিচয় দিয়েছে। আসনাদিতে যে সমস্ত দৈহিক অঙ্গাদির যে সমস্ত সঞ্চালন ইত্যাদি এমনি করে গড়ে নিয়েছে যে ইচ্ছামত যে কোন অবস্থাতে নিজেকে তৈরী করে নিয়েছে, যে কোন কঠিন কঠিন অবস্থাকে সে সহজ করে নিয়েছে। আসনাদি—এ যে দৈহিক; Physical condition তাতেও concentrationএর পরিচয় দিয়েছে এই অঙ্গাদির ভিতর দিয়ে, কিন্তু তাতে realisation হলে শুধু হাত আর পা আর শরীরের কিছু আনুষঙ্গিক ইত্যাদি এই ভাবে আরও অনেক কিছুর আনুষঙ্গিকে বিন্দুসিদ্ধা ইত্যাদি আরও অনেক কিছুর নামাকরণ আছে, যেগুলো অভ্যাস করলে সেগুলো করে নেওয়া যায়। কিন্তু এদিকে তো আরও অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে তার চেয়ে

বেশী কিছু যে জিনিষের জন্য যাওয়া দরকার সে জিনিষের উপলব্ধিতে ওঠেনি; কিন্তু ত্যাগের definition সম্পর্কে যে সমস্ত আইনাদি রয়েছে এবং সংসার, মায়ামোহ যে সমস্ত ত্যাগের অবস্থা রয়েছে, সে ত্যাগ থেকে একেবারে কৌপীন পর্য্যন্ত এসেছে সব কিছু ছেড়ে এরকম অনেক কিছু দেখা যায়। কিন্তু তাতে যে সন্ন্যাস, এই সংসার ছেড়ে, গৃহ ছেড়ে, সেই বনে বনে একাগ্র-চিত্তে প্রাণপণে সাধনাতে নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়েছে, সেইরকম অনেক উদাহরণ পাওয়া গিয়েছে। তাতে যে আনন্দ, তার জন্য যে বেশভূষার যে অবস্থা, তার নামাকরণ দিয়েছে যে 'সন্ন্যাস' বা 'ত্যাগ', নানারকম অভ্যাসেতে নেমেছে যেমন বৈরাগ্য, উদাসীনতা—তার দান, তার কার্য্য সেই সাম্য, সেই সত্যতা এই চিন্তাতে, তাতে মনের দিক দিয়ে একটি অবস্থার সৃষ্টি। সেই মনের সৃষ্টিটি হচ্ছে এই যে—এবং এই ভাবে বহু বছর ধরে করে আসছে ও যাচ্ছে, তাতে মনোবলের যে পরিচয় না দিচ্ছে তা নয়—একটি পরিচয় দিচ্ছে; এই সমস্ত তৈরী ব্যবস্থার জন্য এবং হবে বলে মনে মনে ভাবাতে, আনুষঙ্গিক দেহাদিতে, আনুষঙ্গিক part-গুলো ঐ অবস্থাতে খেলতে খেলতে চলছে অথবা খেলছে। তাতে অনেক সময় অনুভূতির অবস্থাও যে না পায় তা' নয়, অনেক সময় অনেক যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, প্রাণায়াম, রেচক, কুম্ভক ইত্যাদি এই রকম অনেক অবস্থা আছে। যেমন বরফ-রাজত্বে

সে খালি গায়ে আছে, এই অবস্থাটিও কম অবস্থা নয়; মনেরই একগ্রতার পরিচয় দিয়ে এসেছে, দেহে এরকম আরও অনেক পরিচয় দিয়ে এসেছে দেহের ভেতর দিয়ে, সে বিষয় অস্বীকার্য্য নয়; এবং এই সমস্তে মনে মনে কিছু কিছু ফল পাওয়াতে মনের দিক দিয়ে আনন্দের উচ্ছ্বাসের একটা বিকাশ হতে থাকে, ---"সম্মুখে এগিয়ে গেলেই বুঝি পাব।" কারণ, সাধনাতে ক্রমশঃ তন্ময় করে দিচ্ছে নিজেকে আবার মাঝে মাঝে তার নিজের শক্তিতে শক্তিতে সমস্ত gland, সমস্ত part বায়বীয় অবস্থায় যেন বিলীন হয়ে যাচ্ছে সমস্ত অবস্থাতে। তাতে মনে হচ্ছে শরীরটা বুঝি বায়বীয় অবস্থায় ভেসে আছে, তার সমস্ত পর্দ্দা যখন এই নানা ভাবে বিভক্ত হয়ে যাবে---এই বিভক্ত হওয়ার অবস্থাটি মনের মধ্যে যদি ক্রিয়া করে, সেই ক্রিয়ার অবস্থাটি যখন মনে বহাল হবে, একদিন যখন বহ্নিতে তাকে দাহ করা হবে, তার সমস্ত পদার্থে সেই ক্রিয়ার অবস্থাটি যখন মনে বহাল হবে, তখন তার স্থূল দেহের নামাকরণটী সূক্ষ্মে পরিণত হয়ে যাবে---যেমনি করে এই দেহটী যেমন বহুভাগে বিভক্ত একটা অবস্থার মতন; তারপর তাও সম্ভব হতে পারে, সেই শূন্য মার্গেও উঠে যাওয়া সম্ভব হতে পারে, যদি মনোবলে প্রতিটী অণুতে অণুতে বায়বীয় অবস্থায় মিশে যাওয়া সম্ভব হতে পারে, তাও যখন নিজেকে দেখে, "আমি শূন্যে যাচ্ছি, আমি চলে যাচ্ছি" ক্রমশঃ ক্রমশঃ

এগিয়ে যেতে থাকে বহুদূরে। এ আনন্দ কি রকম আনন্দ তা যদি খোঁজ করে দেখা যায়, তবে সব রহস্য কিন্তু ফাঁক হয়ে যায় তার সঙ্গে একটা অজানা শক্তিরও যেন, unconscious অজানার সাধনা করে অজানাকে বহাল করে যাচ্ছি। এই সমস্ত সাধনাতে তারও অবস্থা বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতে যে আবার নানারকম আনুষঙ্গিক যে অনুভূতি সেই আলো, সেই জ্যোতিঃ, সেই যে বিকাশ আরো অনেক সময় অনেক পরিচয় পাওয়া যায়, তাতেও সন্দেহ নাই। এই ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্যেতে যে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাদি এসেছে যে শক্তিতে, যে মনেতে, যে বলেতে সেই সূক্ষ্ম—সেই সূক্ষ্মেতে যখন মনোনিবেশ হবে, সেখানে যখন মন নিবিষ্ট হবে, তখন সেই অনুযায়ী দেখবে সেই জ্যোতিঃ, সেই আলো, সেই একাগ্রতা গিয়ে যখন আমিত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই আমি—তখন আমার এই চক্ষু মুদ্রিত হবে সেই চক্ষু উন্মীলিত হবে, তখন আমার সম্মুখে দৃষ্ট হবে সেই চন্দ্র, সূর্য্য। আমি এগিয়ে যাচ্ছি সেই উৎসাহে, সেই আনন্দে সেই উদ্ভাসিত যে জ্যোতির বিকাশ আমাকে inspiration দিচ্ছে, সেই সমস্ত শাস্ত্রকারীর, ব্যাখ্যাকারীর.......এই সমস্ত যে হচ্ছে, তা শাস্ত্রের বাহাদুরি নয়, প্রকারান্তরে automatically রয়েছে চিরন্তন। যে কোন চিন্তার concentration যে পরিচয় দেয় দুঃখেই হ'ক, যে কোন অবস্থাতেই হ'ক, এরূপ হতে বাধ্য, কারণ

আমি যে অবস্থা হতে এ অবস্থায় এসেছি, তার কারণ আমার ইন্দ্রিয়াদি দেহাদি ইত্যাদি—সেই অবস্থায় মন যে যাবে তাহা স্বাভাবিক রীতি, নীতি; প্রয়োজনে, প্রয়োজনীয়তাতে শাস্ত্র ছাড়াই, স্বাভাবিক যাওয়ার পথে যাবে।

প্রকারান্তরে আমরা সকল সময় করে যাচ্ছি সেই সূক্ষ্ম চিন্তা—সে যে স্বাভাবিক, তাতে যদি মনের বলের পরিচয় বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে সেই সেই শক্তি হতে সেই অনন্তে সেই আদিতে যখন ছিলাম, যে এই মনের সঞ্চালন শক্তির বিকাশ করে দিয়েছে সেই আদির পরিচয়, এই যে আদি যুগযুগান্তর সেই অনন্তে ছিলাম, সেই আদিতে ছিলাম, সেই আদির মন এখনও রয়েছে আবার এই মন আদিতেও চলে যাবে। সর্ব্বভাবে ব্যপ্তমান এবং সর্ব্ব অবস্থায় যে বিরাজিত অবস্থা তার জন্য দায়ী কে? দায়ী হচ্ছে সেই আদি—তার জন্য এ দেহের ভেতর যে আদিশক্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তার পরিচয় দিচ্ছে মন, ইন্দ্রিয়াদি এবং সেজন্য আমরা সহজভাবে এগিয়ে যাচ্ছি সেই আদি শক্তির সহযোগিতা রয়েছে বিদ্যমান, তাই আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে পেতে পারি, তাতে উচ্ছ্বাসই বা কি, আনন্দই বা কি; উচ্ছ্বাস আনন্দ সবই সাথী, তার এই অবস্থার জন্য যে আনন্দটি যে প্রসন্নতাটি,—প্রসন্নতা সে তার ভেতর উদ্ভব হয়ে যে কার্য্যগুলো ক'রে যাচ্ছে সেই বস্তুর সন্ধানে, সেই বস্তুর পেছনে পেছনে এবং যাওয়ার পথে যা যা সাড়া

পাচ্ছে দেহেতে, তাতে সেই সাড়ার অবস্থার জন্য মনে মনে ভেবে নিচ্ছে—নিকটেই বুঝি তিনি; প্রকৃতই যে সে অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবে তার কোন সন্দেহ নাই এবং তাতে যে সমস্ত দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ ইত্যাদি বয়ে যেতে থাকে, তাতে সেই পরম শব্দগুলোর একটি শব্দ বয়ে যেতে থাকে। তাহাও সে ভেবে নিতে থাকে যদিও এ সমস্ত শব্দ বাইরেরই আর একটি শব্দেরই সূক্ষ্মতর অবস্থা মাত্র এবং ঐ শব্দ যে সূক্ষ্ম শব্দ এইরূপ যে অজস্র সূক্ষ্ম শব্দ বয়ে যেতে থাকে সেই অণু পরমাণুতে এবং আমাদের মন প্রাণ চিন্তাধারা যদি আমার আমিত্বকে নিয়ে নিয়ে সেই সেই অণুতে বিকশিত হয়, তখন সেই সেই অনুযায়ী, সেই শব্দগুলো বয়ে যেতে থাকে সেই অণুতে সুতরাং এখন সেই শব্দ সেই অনুরূপ দেহ গড়ে আছে, আবার যখন সেই সূক্ষ্ম অণুতে গড়বো—এমনি ক'রে এই দেহটির মত আর একটি দেহ এমনি করে শুনবে আর একটি শব্দ, সেই সাড়া, সেই শব্দ। এখন দেহ—দেহ-অনুযায়ী যে অণু, সেই অণু অনুযায়ী যে শব্দ, সেই শব্দ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে আসছে, আর ঘ্রাণ শ্রবণাদি আরো আনুষঙ্গিক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে যাহা পাচ্ছি না, আরও অন্যান্য জীবাদির প্রবাহিতের ভেতর তাদের ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্যে আসে, তার প্রমাণ পাই তাদের দেখে দেখে। সুতরাং তখন ভেবে নেই সে ইন্দ্রিয়াদির partগুলো, এমনি করে যে সেই

sensative অবস্থায় গড়া, আমি যে অনুযায়ী এখন পাচ্ছি না, সে পাচ্ছে তাহা, সুতরাং আমার অবস্থাতে যদি নাও পেয়ে থাকি সে পরিচয় দিচ্ছে আমারই আর একটি অবস্থা। সুতরাং আমার অবস্থা যে সে অবস্থা হবে এবং আরো সূক্ষ্মে গিয়ে, দিয়ে এবং নিয়ে নিতে পারবো সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সমস্ত হচ্ছে universeএর law—হয়, হচ্ছে, হয়েছে, হয়ে এসেছে এবং হবে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এ-সমস্ত ব্যাপারে এবং এই ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্যে শাস্ত্রকারদের আইন এবং যাহা কিছু পাচ্ছি এবং যাহা অবলম্বন ক'রে ক'রে চলছে, তাতে যে রয়েছে নিষ্কামতা, নির্লিপ্ততা এবং ভক্তির অবস্থা, নির্বিকল্পের অবস্থা, নির্ব্বাণের অবস্থা, নানারকম অবস্থা এবং কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের অবস্থা, এই সমস্ত অবস্থা দেওয়ার কি কারণ রয়েছে? বস্তুতঃ এই সমস্ত গূঢ়তত্ত্ব রহস্য চিন্তা করলে আমরা কি পাই? প্রকারান্তরে যে কতটুকুনু উপকারিতা আমাদের উপর প্রযোজ্য প্রতি পদে পদে যদি আমরা ভেবে নেই, তবে আমরা কি পাই তাহা একবার ভেবে দেখা দরকার। নির্লিপ্ত হয়ে শুধু কর্ত্তব্য সাধনাতে করে নেওয়া দরকার—এই বোধেতে এবং কোন কিছুর উপর স্পৃহাহীন হয়ে কাজ ক'রে গেলে পাওয়া যায় বলে বর্ণিত আছে সেই শাস্ত্রকারীদের মতে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যে সমস্ত মতবাদ দিয়েছেন নির্লিপ্ততাতে, কামনাতে, নিষ্কামেতে—কামনাবিহীন যে কোন জিনিষ নয়, ত্যাগের অবস্থাও যে ত্যাগ

ছাড়া নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে কামনার অবস্থাই নিষ্কামের অবস্থা, সে হচ্ছে ত্যাগেরই আর একটি অবস্থা, ত্যাগ যে ভোগেরই আর একটি অবস্থা। ত্যাগের অবস্থা গ্রহণেরই এক অবস্থা, সুতরাং এই কথাগুলোর যে ভাবান্তর প্রকৃত প্রস্তাবে কি মানে রয়েছে, তা শুধু কি এদিককার অবস্থার disturbanceএর জন্য, না প্রকৃত প্রস্তাবে গূঢ় রহস্য অবগত হওয়ার জন্য, বরং দুটো বিষয় নিয়ে ঝড়ঝাপটা আঘাত—এই সমস্ত শৃঙ্খলা রক্ষার্থে, না তত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য সে বিষয়ে জেনে নিতে হবে। কাঞ্চন সম্পর্কে বিষয়গুলো ধাতুগত অবস্থা, Metal সম্পর্কে বিষয় বর্জ্জনের কোন অবস্থা এখানে আসে না; তার কারণ metal সম্পর্কে মনোগত বা চিন্তাগত কতটুকু ক্ষতিকর অবস্থায় দাঁড়ায়, metalগত বা কাঞ্চন নিয়ে disturbance created হতে পারে এই societyতে, সেই বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দেওয়া যেতে পারে; তাতে চিন্তাতে তত্ত্ব চিন্তার ভেতর শুধু disturbance-এর ঢেউ বইতে পারে, তাতে যদি মনোবল, জ্ঞানবল সব বলে বলীয়ান হয়ে থাকে, তা'হলে বর্জ্জনের কথা এখানে আসে না। বস্তুতঃ কামিনীকাঞ্চন বর্জ্জন সম্পর্কে লিখেছেন—কোন প্রয়োজনে লিখেছেন? সেই চিন্তাতে তার তত্ত্ব-চিন্তাতে যদি মনোবলের ক্ষতি হয়ে থাকে, সেই ক্ষতি বস্তুতঃ কতটুকু ক্ষতি তা জেনে নেওয়া দরকার, তার কারণ, এই রকম কাম চিন্তার রহস্য রয়েছে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি অণুতে অণুতে;

প্রতি ধাঁচে ধাঁচে সেই কামশক্তির বিকাশ হয়ে আসছে। প্রকারান্তরে কাঞ্চন ত্যাগের ন্যায় যদি কামিনী ত্যাগ হয়, তা হলে দেখা যাচ্ছে যাতে লোভে পড়ে, প্রলোভনে পড়ে যাতে সমাজেতে কোন উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি না করে—সে হল আর একটি ব্যাপারের ব্যাপার। প্রকৃত তত্ত্ব-সম্পর্কিত বিষয়ে যদি এই চিন্তাতে ব্যাঘাত না ঘটে, তবে ব্যাঘাত ঘটার মত তেমন কিছু নেই আর প্রকৃত প্রস্তাবে মনোবলের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে সর্ব্বক্ষেত্রে, সর্ব্ব অবস্থাতে কামিনীকাঞ্চনের অবস্থাটিতেও রয়েছে মনের একটা খোরাকের অবস্থা; সুতরাং এই কামিনীকাঞ্চন অবস্থাটিতে রয়েছে এই তিক্ততার একটি অবস্থা। এই তিক্ততা অতি মাত্রায় অতি কিছুতে ক্ষতিকর হলেও তিক্ততার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কিন্তু একটা মাফিক কিংবা balanced wayতে যদি কার্য্যবিধি করা হয়, তবে ক্রমশঃ এগিয়ে যাওয়া যায়। সেই সমতা, সেই সৌন্দর্য্য, সেই এগিয়ে যাওয়ার পথেতে, সেই এগিয়ে যাওয়ার অবস্থাতে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্ত কামিনী বর্জ্জন সম্পর্কে যে সমস্ত মতবাদ যে মাতৃচিন্তা বোধেতে বোধেতে যে কামিনী চিন্তার জন্য অনেকে কামিনী থেকে চ্যুত হওয়ার যে মতবাদ, যে চিন্তাধারা, ভাবধারা দেখিয়ে গেছেন, তাতে কতটা উপকার হচ্ছে তা দেখতে হবে এবং এতটা কঠোরতা অবলম্বনের

প্রয়োজনীয়তা নেই। এই কঠোরতায় শুধু নিজকে জ্বালান ছাড়া আর কিছু নেই—প্রকৃত প্রস্তাবে যদি সহযোগিতা থাকতো ‘ফুড্ প্রব্লেম্’ সমাধান হত। আবহাওয়ার সুবিধার্থে একটি মতবাদ সূক্ষ্ম ও ত্যাগের একটি অবস্থা, কোন অবস্থার মতবাদকে কি অবস্থায় দিয়ে কি অবস্থা ধারণ করলো তাও ভেবে নেওয়ার বিষয়। কামিনী সম্পর্কে যে সমস্ত নিয়মাদি, আসনাদি রয়েছে, সেই সমস্ত ধারণার মধ্যে রয়েছে ভীতি, শুধু দেখা যাচ্ছে ভয় ও ভীতির উপর রয়েছে সর্ব্ব অবস্থাতে; তাতে এমন কি রয়েছে যাতে মনোনিবেশ করলে চ্যুত হয়ে যাবে সেই বিরাট অবস্থা হতে, সেই বিরাট তত্ত্বেতে সেই কাম চিন্তাতে রয়েছে তন্ময় এবং তন্ময়িত অবস্থা হতে হয়েছে এই সৃষ্টি। এই সাধনার্থে এই ব্যবহারিক জগতে অনেক সাধক যে নিজের মাতৃরূপকে কামিনী রূপ দিয়ে দিয়ে যে সমস্ত চিন্তা করে গেছেন, তাতে কি মাতৃরূপ দান সেই সমস্ত কামিনীর ভেতর সম্ভবপর হয়েছে? বাণীতে বলা সহজ, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বের ভেতর কতটুকু রয়েছে সে বিষয় সন্দেহ। তার কারণ, নিজের মাতৃরূপকে প্রতিষ্ঠা করা প্রতিটি রূপের ভেতর সম্ভবপর নয়। কিন্তু কেহ কেহ এরূপ অভ্যাস করতে করতে আবার নিজের উন্মাদনায় তন্ময় হয়ে হয়ে সঙ্গম অবস্থায়ও লিপ্ত হয়েছেন দেখা গিয়েছে। এই লিপ্ততার অবস্থাটুকু জানিয়ে দিচ্ছে—

ঘরের যে মাতৃরূপ, তার যে মূল্য, সেই মূল্য নানারূপের ভেতরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিকৃত হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে; এইরূপ বিকৃত হতে হতে সেই মূল্যবান জিনিষও বিকৃত হতে পারে। তারপর ঘরের মাতৃরূপকেও অন্য কামরূপে চিন্তা করবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ, কারণ চেষ্টায় দমন হবে না, চেষ্টায় বেঁধে রাখা যেতে পারে; কিন্তু বাঁধ যে মানবে না, উপর দিকে ভেসেও তো উঠতে পারে। আবার বাঁধ যে মানবে তার প্রমাণই বা কি আছে? বাঁধ যে ভেঙ্গে যাবে না তার প্রমাণই বা কি আছে? তার কারণ, যে সৃষ্টিতে যে অবস্থাতে সৃষ্ট আমরা, তার প্রকাশ হবে প্রতি মুহূর্তে বারে বারে; সুতরাং 'কামিনী-বর্জ্জন' এই কথাটি একটি vague termএ দাঁড়িয়ে গেছে।

সাত

সমুদ্রতীর, পুরী

এই পৃথিবীতে ঠিক এই পৃথিবীর অনুযায়ী percentage of water, percentage of সবকিছু নিয়েই এই পৃথিবী চলছে। যে জল আমার মধ্যে আছে, যে জল সব কিছুতেই আছে, আবার বৃষ্টিতেও আছে; বৃষ্টিপাতে আবার সেই জল টেনে আনছে, আবার পাহাড়ে দেখা যাচ্ছে জলের ক্ষয় বৃদ্ধি নেই। এই জল যেমন মুষ্টিমেয়র মধ্যে

চলছে – universeএ ও water আছে মুষ্টিমেয়, universeএ life আছে; universeএ সবকিছু আছে; universeএ যে অণু আছে তা বাড়ছেও না কমছেও না—নূতন নূতন জন্ম হচ্ছে এক-একটি অক্ষর নিয়ে, ক খ গ তো বাড়ছে না, এই ছত্রিশটি অক্ষর দিয়েই তো ভাষা— যতই নূতন নূতন বই বের করুক না কেন প্রকারান্তরে দেখা গেছে শব্দ আর বাড়ছে না, ঠিক তেমনি এইরকম universeএ কতগুলো অণুপরমাণু আছে যে-গুলো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করছে—এইগুলোর সমন্বয়ে ঠিক ভাষায় যেমন ব্যবহার হয় ক আর ল জ আর ল প আর ণ— এটাকেই উল্টেপাল্টে সমস্ত শব্দ হয় তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণুতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় দিচ্ছে, বিভিন্ন বিভিন্ন সৃষ্টিতে যেমন সৃষ্টি হ'ল বিশ্বরূপ, ব্রহ্মাণ্ডে যতগুলো রূপ আছে সমস্ত অণুপরমাণুর মধ্য দিয়ে বিকাশ হচ্ছে। আমাদের মধ্যে এই যে ফুল, এই ফুলটি যদি চিন্তা করা যায়, এই ফুলের মধ্যে কি আছে যদি ভাগ করা যায়, বহুরকম পদার্থ ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়। এই ফুলের পদার্থগুলো যত ভাবেই analysis করে যাওয়া যায়, ঠিক একটা ফুলের বহু পদার্থর একটি পদার্থ বহু analysisএ চলে যাবে, এই ফুলই আবার formula wayতে এসেছে সেই অনুযায়ী গন্ধ, মিষ্ট ও টক্ বহু রকম স্বাদ—স্বাদের বিন্যাসই কত রকম

স্বাদ সমস্তই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমাণুর খেলা; সুতরাং universe স্বয়ং আত্মা, আত্মার definition—আত্মার combination of অণুপরমাণুর, combinationএর যে কোন একটি অণু তাহাও আবার অজস্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণুরই, এইভাবে একটা একটা সবকিছুর যে একটা, তাতেও সবকিছু—এটাই হ'ল রহস্য; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য হচ্ছে এই যে, আমি আমার আমিত্বকে ভাগ করতে গেলে যা পাব তাতে দেখা যাবে, যে সমস্ত পদার্থকে ভাগ করতে যাওয়া যাচ্ছে, তার একটি পদার্থে—তাতেও ঠিক দেখা যাচ্ছে একই পদার্থ পাওয়া যাচ্ছে; percentage বেশী হোক কম হোক, কমের যে কোন একটি ভাগ হোক, তার মধ্যে দেখা যাবে সবগুলো বিদ্যমান। Universeএর রহস্যের সীমা পাওয়া যাচ্ছে না, সব কিছু মিলে যে একটা হচ্ছে আবার সবকিছুতে যে একটা থাকছে, সবকিছুতেই গুণ রয়েছে, মন রয়েছে; ইন্দ্রিয়াদিতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বিবেক বুদ্ধি, বিচার সবকিছু যা কিছু আছে, দেখা যাচ্ছে—এই যে 'আমি' বলে যে দেহটি, এই দেহটি যখন অবসান হবে, যার নাম 'মৃত্যু' বলেছে—অথবা 'পরিবর্ত্তনশীল' আর একটি রূপে তাকে দেখা যাচ্ছে—তাকে মাটিতেই রাখা হোক, আগুনেই রাখা হোক, অন্য রূপ দাঁড়াচ্ছে, মাটিতে গেলে হয় মাটিরূপ, জলে গেলে হয় জলরূপ ইত্যাদি। কিন্তু জলে গেল, স্থলে গেল, বায়ুতে

গেলে, দেখা যাচ্ছে, আমার যে part অণুগুলো চলে যাচ্ছে ঠিক আমার মধ্যে যে আমিত্ব, সেই তার মধ্যে সেই আমিত্ব, যে কোন একটা অণুকে টানলেও তার মধ্যে সেই আমিত্ব রয়েই যাচ্ছে। শুধু তাই কেন, এই ফুলটির একটা পাপড়ি নিয়ে চিন্তা করলে, পাপড়ির একটা অংশ—আমার শরীরের অংশে যা যা আছে এই পাপড়িতেও তা তা রয়েছে, তার প্রমান হ'ল 'আমি' এবং আমরা-আমাদের activities movements গতিবিধি—আমরা একদিন কীটে ছিলাম, যা দেখার জন্য যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল খালি চোখে দেখা যেত না, সেই কীটটুকু ছিল রক্তেতে, সেই রক্ত foodএ ছিল বিভিন্ন অবস্থাতে—জল, বায়ু, অগ্নিতে; সেই জলেতে অজস্র যে জল—অনন্ত মিশ্রনে যে বায়ু, অনন্ত মিশ্রনে যে জল, অগ্নি—একটি অণু তার মিশ্রনে আর একটি অণু সেই যে সেই মিশ্রনে মিশ্রিত হয়ে এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ মিশ্রিত হয়ে formula wayতে সেই স্রষ্টার ভেতরে এসে মিশ্রনে মিশ্রিত হতে হতে—যে ভাবেই হোক খাদ্য দ্রব্য বা রক্তের থেকে মস্তিষ্কের সঞ্চালনে অণুতে যে বিকাশ মন, মনের থেকে যে আবার বিকাশ আর একটি অণু, এই যে আদানপ্রদান তাতে যে ইন্দ্রিয়াদির বাহ্যগতিতে ক্ষুধা নিবৃত্তি—মন যে ভাবে চালিত হতে আরম্ভ করল, চালিতের যে নিবৃত্তি, নিবৃত্তির যে বৃত্তি, সম্মিলিত শক্তি যে মন, সেই নিবৃত্তির যে সৃষ্টি, সৃষ্টির যে কীটানুকীট—সেই কীট শেষে স্খলিত অবস্থায় অন্য potএ

গিয়ে আবার তার potএ যে কীটাণুকীট সম্মিলিত অবস্থায় কীটে বিশ্বরূপ ক্রমশঃ ক্রমশঃ হতে হতে যে রূপটির বিকাশ—'আমি' এবং সেই অনুযায়ী অণুপরমাণুগুলো নানা অবস্থাতে light waterএ বেড়ে বেড়ে সেই যে দুই মণ ওজনে দাঁড়াল, দেখা যাচ্ছে একই ইন্দ্রিয়াদি ছিল, মন বৃত্তি ছিল, আবহাওয়াতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ পোক্ত হয়ে আসছে, পোক্ত মানে কি—ঐ দেহের অনুযায়ী একটা অবস্থা হয়ে আসছে. already পোক্ত হয়ে আছে, already তৈরী হয়ে আছে, আজ যে কথা বলছি, সে কীটের অনুযায়ী কথাবার্ত্তা শুনছিল, সেই কীটের অনুযায়ী আবার সেই যে শুক্র কীট, তার থেকে যে অজস্র সূক্ষ্ম কীট সেই অনুযায়ী বার্ত্তা শুনছিল—আজ যে অনুযায়ী আমাতে বিদ্যমান, দেখা যাচ্ছে যে যে অনুযায়ী রক্তের ভেতর সে সূক্ষ্ম পরমাণু একই অণুতে অণুতে, একই ইন্দ্রিয়েতে বিদ্যমান। গোঁফের মধ্যে যে চৈতন্য সেটা হাতের চৈতন্যের চেয়ে বেশী হতে পারে—দর্শনের চৈতন্যের চেয়ে গোঁফের বাতাসের চৈতন্য বেশী হতে পারে, চৈতন্যটা কোত্থেকে এলো, কোনটা গোঁফেতে, কোনটা হাতেতে, যে ভাবেই হোক ইন্দ্রিয়াদি থাক বা না থাক, টের পেলেই হল; গোঁফেতে আছে চৈতন্য—চৈতন্য সর্ব্বত্র—'চৈতন্বিত' বস্তুগুলো ঐ চৈতন্যের মধ্যে চৈতন্য চৈতন্যকে বুঝছে, স্বয়ং সেই বুঝে আছে, সেই চৈতন্যের combination যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যের controllable আমি যে শব্দগুলি

ব্যবহার করছি, universeএর সমস্ত চৈতন্য সাড়া দিচ্ছে একই অবস্থায়, আমি যে কথা বলছি সমস্ত universeএ সেই সাড়া দিচ্ছে, আমি যখন চলে যাই, বিভিন্ন ভাগে ভাগে চলে যায়—বিভিন্ন চৈতন্যতে একই চৈতন্যের খেলা, বহু চৈতন্যের আকারেতে আকারেতে একই চৈতন্য বয়ে যাচ্ছে—তার কারণ, একটি চৈতন্য universeএর সমস্ত চৈতন্যের সমষ্টি বিশেষ; সুতরাং এখানে যে জন্ম হচ্ছে, গান গাচ্ছে ওস্তাদ, গরীব, বড়-লোক, অন্ধ, আতুর, গাঁটকাটা—একজন গরীব আর একজন বড়লোক, আর একজন অন্ধ, আতুর, কবি, পকেটমার, লেখক, মুদি—এই যে বিভিন্ন তারতম্যতা কেন, প্রশ্ন সেখানেই, যার যার গুণে যে যে পরিচয় দিচ্ছে প্রত্যেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষমতার প্রকাশ করছে। গাঁটকাটা সে পকেট কাটাতে specialist; সে specialityর দিক দিয়ে গুণের প্রকাশ করছে আবার বড় লেখক লেখার মধ্যে দিয়ে, বোকা না বোঝার মধ্যে দিয়ে, লেখক মেধার দিক দিয়ে প্রকাশ করছে। বোকা—সে কিছুই না বুঝার ভাবে প্রকাশ করছে, একজন ভাল পেন্সিল কাটতে পারে, আর একজন first boy একবার পড়েই পড়া মুখস্থ করছে; কিন্তু পেন্সিল ভাল কাটতে পারছে না, আর একজন গাছে তাড়াতাড়ি উঠছে, আর একজন আপসোস করছে, 'আমি তাড়াতাড়ি উঠতে পারছি না', একজন পড়ায় first, একজন খেলায় first, একজন সাঁতারে, একজন মিথ্যা কথায়, আর

একজন সত্য কথায় first, একজন ভীতুর চূড়ান্ত, আর একজন নির্ভীক, প্রত্যেকটি শক্তির প্রকাশ ; দুর্ব্বলতার দিক দিয়েই যাক, বা শক্তির দিক দিয়েই যাক, 'না'র মধ্যেই যাক, বা 'হাঁ'র মধ্যেই যাক, সবই তো হাঁ—একই শক্তি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ; সমাজে প্রচলিত না বলে গাঁটকাটা প্রভৃতিকে ঘৃণা করছে, আর লেখক প্রভৃতিকে সম্মান দিচ্ছে, শক্তি নিকৃষ্টই হোক উৎকৃষ্টই হোক—শক্তিরই খেলা ; কেউ বাচ্চা বয়স হতে জাতিস্মর হ'ল, কেউ হ'ল না—কারোর কতগুলো অণুর বিকাশ হ'ল, কারোর হল না।

বিশ্বপ্রকৃতির আইন নিয়ম বহু ভাবে বিকাশ হচ্ছে, কিন্তু বস্তুতঃ যে পূর্ব্বজন্ম-সংস্কার, নানা রকম সংস্কার কিংবা যার নামই করুক, প্রকারান্তরে বিশ্ব বিরাট হতে এই সমস্ত হয়ে আসছে ; 'পূর্ব্বজন্ম' 'পরজন্ম', নামাকরণ হতে পারে ; ভেদাভেদ পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে, হয়ে আসছে, কোনটা আগ, কোনটা পর, সবই যে বর্ত্তমান এখনও আছে, হচ্ছে, হবে, সব সময়ই বিদ্যমান ; সুতরাং সাজান জিনিষ সেজে সেজে সজ্জিত অবস্থায় আবার সেজে আসছে, 'হারমনিয়ম wayতে চলছে, এইভাবে আমাদের শাস্ত্রকাররা তার উপর base ক'রে অন্ধ আতুর ইত্যাদি দিয়ে আমাদের জন্মান্তর বুঝিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু তাতে জন্মান্তর বোঝা যায় না ; কথাটা মুখরোচক বটে, বুঝবার tempoটা বেশ মুখরোচক, তাই fortunate unfortunate যে দোষারোপ করে থাকি, প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যাচ্ছে same qualities in all, সমস্ত শক্তি একই qualitiesএ born, সমস্ত qualityতেই প্রত্যেক শক্তি বিদ্যমান এবং সেই শক্তি বিকশিত হচ্ছে বিভিন্ন ভাবেতে, বিভিন্ন ধারাতে এবং আমাদের এখানে ব্যবহার্য্যের জন্য একজনকে বড়, একজনকে ছোট করছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ ভাগ্যবান এবং অভাগ্যবান আমাদের ব্যবহার্য্য শব্দেতে ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে, প্রকৃত প্রস্তাবে universal আইন অনুযায়ী, universal ধারা অনুযায়ী, universal ধারা বা আইন অনুযায়ী শক্তির বিকাশ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ধারাতে—প্রকৃত প্রস্তাবে সবাই সাধক, সবাই মহান্। মহান্ কেন হয় তার কারণ—সাধা জিনিষই সেধে সেধে প্রতিফলিত হচ্ছে, তার কার্য্যকলাপ ধারা তার পছন্দ অপছন্দ আমাদের সমাজেতে ; তার কারণ, ঐ universal কিছু আসে না—আমাদের necessityর উপর ধার্য্য হচ্ছে। এই সংসারে যে সমস্ত কার্য্যকলাপ, সন্ধ্যা, আহ্নিক, যা-কিছু যা করছি, আমাদের যে শক্তি সঞ্চিত অবস্থায় রয়েছে, সেই সঞ্চিত বস্তুগুলো—আমরা সাধনাতে সে বুঝগুলো, রিপুগুলো যা ইন্দ্রিয়েতে টের পাচ্ছি, সেটাকে আমরা সুখ বলে বুঝে নিচ্ছি, তার সাধনাতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছি। সুখেরই সাধনা বলি আর দুঃখেরই সাধনা বলি, প্রকৃত প্রস্তাবে যে সুখের উপর

মনোনিবেশ, সেই সুখরূপ অণুতে সমস্ত কিছুই রয়েছে। একটা টানতে গিয়ে সবই আসে, প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা কি বুঝতে পারি, সৃষ্টিতত্ত্বকে clear করে যে বুঝটা দেওয়া আছে, হওয়া আছে, তাকে নাড়াচাড়া করে বুঝে যাচ্ছি এখানে অথবা এখন কি করছি আমরা যে সাধনাতেই যাই একই করে যাচ্ছি—এটা এক জাতীয় বাণী, শাস্ত্রগত বাণী হিসাবে এই বাণী হতে অন্যরূপ হয়ে পড়ছি। শাস্ত্রগত বাণী হিসাবে বলে পূর্ব্বজন্ম, জন্মান্তর—জন্ম বন্ধ করতে চাইছে সেই সাধনাতে কার্য্য করে যাও; কিন্তু সেই সাধনাতে কার্য্য করা হচ্ছে না। প্রকৃত প্রস্তাবে সে অবগত শুধু এই হচ্ছে—হচ্ছে না, মন বিক্ষিপ্ত, এই তৃপ্তিটা নিজেরই তৈরী, আমি যে regular wayতে সব maintain করে যাচ্ছি—সেই regularityর জন্য এই satisfactionএর যে wordings সেটা self-creation, আর এক শাস্ত্রগত কার্য্যের ব্রত, আর depression, আর confusion, কোথায় যাব, কি হবে, এই জাতীয় বাণী কেন হচ্ছে—আমাদের inefficiencyর জন্য, ঠিকমত কার্য্য করতে পারছি না ব'লে—এই কথাটা তো ঠিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ বাণী নয়, যাকে ধরা যায়, যাকে বলা যায়, সবার কি একই অবস্থা, সবাই কি একই ধাঁচে গড়া, একই ভাবে পরিচয়ও দিচ্ছে। কেউ কাঁদে—কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে, কান্নাটি কি ভাবে তৈরী করছে বুঝা যায় না, সুখ দুঃখ একটা

কিছু তৈরী করে একটা emptyর উপর নানারকম তৈরী করে কাঁদছে, আবার একটা empty depend দিয়ে দিয়ে আবার empty dependএ something আছে এই চিন্তা ক'রে ক'রে—সেটা টের না পাওয়াতেই তো গরমিল; সুতরাং এমন কি আছে, এমন কি একটা কার্য্য করা যায়, যাতে একেবারে শাস্ত্রতত্ত্ব বোঝা যায় আর প্রকারান্তরে……… সৃষ্টিতত্ত্ব বিচার ক'রে পেলে আপত্তির কিছু নেই, সৃষ্টিতত্ত্ব যদি বিচার করা যায় তবে এক ধারাতেই আছে, তাদের ধারণাতে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না, তাদের ধারাতে তাদের ধারা হ'ল, একাজ করলে হবে না, এ কাজ করলে হবে, বিপদ তো অনেক, জেনেশুনে বিপদ নেওয়ার মানে নেই, সংশোধন করে নিতে হবে, সংশোধন আর হচ্ছে না, তার উপর base করে কাজ করা যায় না, তাদের যখন জিজ্ঞেস করা যায় উত্তরও ঠিক পাওয়া যাচ্ছে না, এখন ভক্তিমার্গে যাক আর জ্ঞানমার্গে যাক, ঝক্‌মারী সবখানেই পাওয়া যাচ্ছে। সেদিন কথা হ'ল 'বেদ'—ভগবানের নিজমুখ নিঃসৃত বাণী বেদরূপে ক্রিয়া করছে জীবগণের শিক্ষার্থে, কল্যাণার্থে; ভগবানের যখন এত দরদ তখন বেদের মধ্য দিয়ে এত পরিশ্রম করতে গেলেন কেন, ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব্ব ইত্যাদি চারিভাগে বেদ যে বিভক্ত করলেন, তার মুখ নিঃসৃত বাণী, তিনি

যে দরদ দিয়ে আমাদের জন্য করেছেন ; তার দরদিয়া পরিচয় বেদে পাচ্ছি কল্যাণার্থে, মুক্তি অর্থে, কিন্তু এত পরিশ্রম তিনি লেখনীর ভিতর দিয়ে করলেন কেন ?—যার ক্ষমতা অখণ্ডনীয়, সর্ব্বব্যাপ্তমান, অন্তর্য্যামী যিনি, তিনি একটা বিধি তো করে যেতে পারতেন। প্রাণে প্রাণে অন্তরে অন্তরে একটা কলমের খোঁচায় যে পরিশ্রম, তার চেয়ে কম পরিশ্রম হত যদি একটা ফুঁ দিয়ে বুঝাতে পারতেন তার স্বরূপত্বাকে যে, 'আমি আছি', তবে এত মেহনৎ হত না, আর প্রত্যেক লোকের এত পরিশ্রম করতে হত না। তিনি অতি দূরে আছেন, তিনি যে অতি দূরে তার সাড়াটুকু আমাদের অঙ্গের এমন একটা অংশে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল যে তিনি আছেন, তবে জনগণের জীবগণের কারো উপদেশের প্রয়োজন হত না, প্রত্যেকে যার যার ব্যক্তিত্বে চিন্তার্থে actually যার যার প্রয়োজনে চিন্তাতে জপেতে তন্ময় থাকতো। আজ এই বাণীতে বেদে আমাদের ভেতর যে ঝকমারি খেলা চলছে, প্রত্যেকে এই ঝকমারি করতে করতে বাবাজীরাই এই ঝকমারীর মধ্যে পড়েছে ; কিন্তু প্রকৃত তিনি আছেন কি নেই, সে confusionএ পড়ে গেলাম, আর যারা আছেন ব'লে বলে, নিশ্চয়ই তারা একটা ঠেলামারার মধ্যে পড়ে আছেন, আর যারা "আছেন নিশ্চয়ই", "আছেন"—এর মধ্যেও সন্দেহ, একেবারে আছে বলে জোর দিতে পারছে না, 'না হলে কি এত কিছু!' তার বুঝ না হলে কি এই সব বেদবেদান্ত কি

ভাবে সৃষ্টি ? এসব কি ভাবে এলো ?—এর থেকে সে বুঝলো, তাতে আমরা কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি যে আইনের নিয়মে আমরা already এসে যখন দাঁড়িয়েছি ; সুতরাং এভাবে আমরা বুঝছি, একটা নিয়মের বশবর্ত্তী হয়ে এই নিয়মগুলো চলে আসছে। একটা হয়েছে যখন তখনই আমাদের যে আগ্রহ হবে, আগ্রহের অবস্থাটি কি ভাবে হবে, কেউ কিছু একটা না পেলে বা হলে কিংবা আর একজন হয়েছে—এই অবস্থা না পেলে এসবে আমাদের কি হচ্ছে ? যাক—'কি হবে, না হলে না হবে', আমাদের সেই খেলা হচ্ছে, কাজ করে যাচ্ছি, 'হলে হল, না হলে না হল' —এভাবে ইচ্ছামত তীর্থে স্নান করছে। সমুদ্রে পানকৌড়িগুলো সারা বছর তীর্থে মাছ খায় ও যদি সমুদ্রে মরে যায়, তবে ওর কি নির্ব্বাণ ? মাছগুলো সব সময় গঙ্গায় সমুদ্রে সব সময় তীর্থে বিরাজ করছে, ওরা কি তবে গেল শাস্ত্রের কথাতে ? গঙ্গায় যার জন্ম, কাশীতে যার জন্ম, সে তো কম নয়—গঙ্গায় জন্ম কতখানি পূণ্যের ব্যাপার ! 'ইলিশ মাছ, গঙ্গার ইলিশ'—এ কতবড় পূণ্যের ব্যাপার ! আবার জালে উঠলো পূণ্যের জোরে, এখন এই যে গঙ্গার মাছ, সমুদ্রের মাছ আর স্থলের যে জীব, পদার্থ তো একই অবস্থা ; আমাকে যখন মাছে খায়, আমি যখন মাছ খাই—বন্ধুত্ব একই রকম, বেশকম কিছু নয়, গঙ্গার মাছ, ডোবার মাছ—কার্য্যকলাপ একই রকম, movements তফাৎ হতে পারে জলের দরুন। একই মাছ আনা হল, সেই মাছগুলো ভাগ করে

আমি কুকুরকে খাওয়ালাম, মাছগুলোকে খাইয়ে কুকুরকে খাওয়ালাম বোয়াল মাছকে, আবার শ্রীকৃষ্ণের ভোগে দিলাম ইলিশ মাছ ? কুকুর কোথায় গেল—জড় পদার্থ জড়কে খাওয়ালাম—মাছ জড়, বোয়াল জড়, কুকুর জড়, কালীও জড়, আর এই মাছ যে-যে খায় সবই জড়, দাঁতে দাঁতে যে চিবানী দিচ্ছে, দাঁতটা কি জিহ্বাটা কি সবই তো জড় পদার্থ। একটা কথা মনে রাখা দরকার, life—life ছাড়া কি জড় পদার্থ খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে ? চেতন পদার্থ কি জড় পদার্থ খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে ? —airটা যদি life হয় তবে ডাটা, মূলা, মাছ প্রভৃতি সব কিছুই life ; ফুলটা কি সর্ব্বত্র আছে, ফুলের মধ্যে জল আছে কিনা, জল বাদ দিলে শুকায়, আর একটু শুকালে একেবারে চলে যায় পঞ্চভূতে, কি জড় পদার্থে।

যে চৈতন্যগুলো already বিরাজিত অবস্থায় মহাশূন্যে বিরাজ করছে এই সেই বিরাজিত চৈতন্যগুলো সমন্বয়ে সমন্বিত হয়ে যে এক-একটি form বহু মিলিত অবস্থায় মিলিত হয়ে আর একটি form হচ্ছে, সেই চলিত অবস্থাগুলো চলে আসছে বা চলবে—এখনও এই জাতীয় চৈতন্য সমন্বয়ে মিশ্রিত যে form আমরা এবং বিশ্বরূপ এবং তার ভেতর দিয়ে যে সমস্ত বিকশিত ইন্দ্রিয়াদির পরিচালনা, মস্তিষ্কের পরিচালনা, যা-কিছু গতিবিধিগুলো চৈতন্যের 'চৈতন্বিত' অবস্থায় বিরাজিত আছে বলে এই গতিবিধি আমাদের ভেতর দিয়ে চলছে। আজ সেই শব্দ, দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ

ইত্যাদি সমস্ত এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের চৈতন্যগুলো বহু মিশ্রিত চৈতন্যগুলো যে আমি এবং আমি আমার ভেতর দিয়ে যে সমস্ত বিকাশ, সমস্ত অণুর স্বরেতে, শ্রবণেতে, গুণেতে গুণান্বিত অবস্থায় যে গুণ প্রকাশিত হচ্ছে, এই অবস্থায় এই গুণই যখন আবার—এই গুণ যে আমি, এই আমির আমিত্ব আবার দেহ নামে যে আমি, এই অবস্থায় যখন যাবে 'মৃত্যু' নামে 'অবসান' নামে যে কথিত ও বহুভাগে যখন লীন অবস্থা অথবা মিশে যাওয়ার অবস্থা আসবে, আমার আমিত্বে যে শব্দটি শ্রবণাদি আমিত্ব বিষয়ক প্রত্যেকটি বোধ প্রতিটি অণুতে অণুতে আবার বিরাজিত অবস্থায় মহাশূন্যতে চলে গেল—তখন প্রশ্ন হয় এই আমার যে আমিত্ব, এই বোধশক্তি কোথায় গেল এবং আমিই যে বোধ করতাম সে শক্তি কোথায় গেল ; তখন আমার যে আমিত্ব অতি-বোধে যে আমিত্ব—সেই বোধগুলি মিশ্রিত অবস্থায় ছিল, সেই বোধগুলো সব আবার পুনঃ পুনঃ মিশ্রিত অবস্থায় চলে গেল ; তাই জন্মান্তরবাদ কর্ম্মবাদ ভক্তিবাদ সবকিছু বাদ আমাদের ইন্দ্রিয়াদির গোচরেতে যে সমস্ত, যেভাবে অবুঝগুলো রয়েছে বিদ্যমান, যেগুলো সমস্ত কিছু মিশ্রণে এমন একটি অবস্থায় যে তৈরী শক্তি বিদ্যমান রয়েছে আমাতে, সেই শক্তি দ্বারাই এই শক্তিকে মিশ্রিত করে, নিজেদের তৈরী যে সংস্কার তাহাও এই সংস্কার মিশ্রিত করে, এমন একটি অবস্থার ভাব সৃষ্টি করা হল যে যাতে সৃষ্টি, তৈরী অবস্থাগুলো এমনভাবে ব্যথায় ব্যথিত

অবস্থায় ব্যাখ্যা দান করা হল যাতে ঐ ব্যাখ্যার বুঝে বুঝে এখন একটা বুঝ করে নিলাম, সেই বুঝটি হলো এই রকম বুঝ যে, আমার উত্থান এবং পতন এবং নানারকম কতগুলো confusion এখন কতগুলো সৃষ্টির উদ্ভব করে, নিজেদের তৈরীতে নিজেরা ঘুরছি, এমন কতগুলো নাড়াচাড়া ক'রে শক্তিগুলোও ঐ শক্তিতে নাড়াচাড়া করছে যাতে শাস্ত্রগুলো যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সেই অবস্থাগুলো সত্য হয়ে থাকে, তবে কার্য্যপদ্ধতিতে সৃষ্টিতত্ত্বের অবস্থাগুলো clashএর অবস্থায় দাঁড়াচ্ছে, clashএর অবস্থা হোক বা না হোক, প্রকৃত সেই তত্ত্বতে সাধনার অবস্থা হোক বা না হোক, যাতে তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু-বিষয়ে আমাদের মন গিয়ে সমস্ত কিছুতে দাঁড়াতে পারে, তাই প্রত্যেক জনগণ এই জীবজগতে জনগণ নামে পরিচিত যে জীব সেই আলোড়িত অবস্থায় যে চলছে এবং একটি সাধনাতে সে যেন দিশেহারা হয়ে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে দিশের জন্য ; প্রকৃত দিশ এক সৃষ্টি তত্ত্বকে খুঁজলে— এই দিশেই যাওয়া যায়, অন্য দিশে যাওয়া সেখানে গিয়ে পৌঁছানর মত অবস্থা পাওয়া যাচ্ছে না আর পেলেও আমাদের সন্ধানে আসেনি, এই সমস্ত আমাদের কার্য্যকলাপের ভেতর দিয়ে মতবাদ এবং কাল্পনিক উদ্ভব করে এবং কতগুলো কাল্পনিক যুক্তি উত্থাপন করে করে এমন কতগুলো জটিলতায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং অজ্ঞানতায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং প্রকৃত সেই

যুক্তি দিতে গেলে ভীষণ চেহারা দেখিয়ে এক-একটি রূপে দাঁড়ায়, তার এক-একটি যে রূপের ব্যাখ্যা পাণ্ডিত্যের যে পরিচয় দিচ্ছে, এবং অবুঝমূলক বাণীগুলো যদিও আনন্দদায়ক ও ও মুখরোচক প্রকৃত প্রস্তাবে অন্ধকারময় হয়ে দাঁড়ায়।

আট

সমুদ্রতীর, পুরী।

এই আকার বিশিষ্টতে যে বৈশিষ্টতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার প্রতিটির কার্য্য এবং গতিবিধির পরিচয়েতে যে সমস্ত বৃত্তি ইত্যাদি সমস্ত কিছু রয়েছে, সেথায় সবকিছু মিলিত অবস্থায় যে সাড়াটি দিয়ে যাচ্ছে প্রতিটি অণুতে, প্রতিটি অণুর অণুতে যে সমস্ত শক্তি বিদ্যমান রয়েছে, সেই বিদ্যমানিত শক্তি উদ্ভূত বিষয়গুলোর সম্পর্কে যাহা যাহা সম্পর্কিত বস্তুগুলো রয়েছে, সেই সম্পর্কিত বস্তু উদ্ভূতের যে উদ্ভব, তাহার তত্ত্ব সম্পর্কীয় বিষয়গুলোর তত্ত্ব জেনে নেওয়ার জানার অবস্থা জানার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে—জেনে নেওয়ার জানাতে, সেই প্রকৃত জানার তত্ত্ব-সম্পর্কীয় তত্ত্বগুলো জেনে নিতে হবে, তত্ত্ব-সম্পর্কীয় জানার তত্ত্বগুলো তত্ত্বের প্রকৃত তত্ত্বের যে তত্ত্ব তাহার অবস্থার যে কার্য্যবিধি ইত্যাদি সঞ্চালিত অবস্থার সঞ্চালনে পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে প্রতি কার্য্যেতে কার্য্যেতে

সেই সঞ্চালন শক্তির সঞ্চালনে যে বিকাশে বিকশিত অবস্থা, তার যে উদ্ভব, সেই উদ্ভুতের কারণ, সেই কারণের কারণগুলোর যে কারণ এবং তাহার উদ্ভব, সেই উদ্ভবতার যে উদ্ভব এবং তার প্রয়োজনীয়তার প্রয়োজন, প্রত্যেকটি অবস্থার বর্ণনায় বর্ণিত অবস্থায় বর্ণনা করে যদি তার বস্তুবিষয়ের তত্ত্বগুলো সম্পর্কে উপলব্ধির মাঝে উপলব্ধিতে এনে উপলব্ধিত করে নিয়ে যেতে পারা যায়, তখন শুধু এই বর্ণনায় বর্ণিত হয়, উপলব্ধিত হয় যে কোন আকার-বিশিষ্ট রূপগুলো, রূপ-সম্পর্কীয় বিষয়গুলো যখনই তার আদি সম্পর্কীয় বিষয়গুলো বিষয়েতে নিবিষ্টতার মাঝে নিবিষ্ট হতে হতে নিবিষ্টতার দিকে চলে যেতে থাকে, তখনই একটি সমস্যার সম্মুখেতে গিয়ে সম্মুখীন হচ্ছি—এই সমস্যাও চলছে সমস্যাতে সমস্যাতে সর্ব্ব অবস্থাতে, সর্ব্ব অণুতে এই অবস্থা maintain করে যাচ্ছে, সর্ব্বত্র যে অবস্থায়, যে কোন ধাঁচে, যে কোন চিন্তাতে, যাহাই, যেই বস্তুর সন্ধান নিয়ে সেই সন্ধান-বস্তুর সন্ধানেতে আর একটি বস্তুকেও চিন্তাতে সেই বস্তুর অনুসন্ধানে অনু-সন্ধিৎসু হয়ে চলছি, প্রতিটি সেই বস্তুর সন্ধানে চলছি, প্রতিটি অণুর সন্ধানেতে কোন চিন্তাধারার কোন রূপটির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, প্রত্যেকটি রূপের বিন্যাসেতে এমনি করে বিন্যাসে বিন্যাসে রূপের বিন্যাস হয়ে যাচ্ছে, সেই রূপটিতে আর একটি রূপ বিন্যাস হয়ে যাচ্ছে, আর একটি রূপের আর

একটি যে বর্ণ বিন্যাস হচ্ছে, আর একটি রূপের বর্ণ বিন্যাসে যে অবর্ণনীয়ের বর্ণনে বর্ণনে বর্ণনীয়ের দিকে চলছে, বর্ণনীয় বস্তুর বিষয়-সম্পর্কিত বস্তুতে অবর্ণনীয়েতে গিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে এবং বিষয়বস্তুর উপশম করে সেই বস্তু মিশিয়ে যাচ্ছে আর একটি বস্তুতে, আবার সেই বস্তুকে বুঝে নেওয়ার অবস্থাতে যেই বস্তু মিশিয়ে যাচ্ছে, এই ভাবে মিশিয়ে মিশিয়ে এমনি করে মিশিয়ে যাচ্ছে যেন মিশানো complicated conditionএ এমনি করে complicated wayতে চলে যাচ্ছে compli-cated অবস্থাকে maintain করে যাচ্ছে এই বিশ্বশক্তির শক্তিতে এবং এই যদিও complicated conditionটি যেন setting conditionএ—এই conditionটি চিন্তাধারাতে যেতে যেতে বিনাশের বস্তুতে যেন সন্দিগ্ধ অবস্থায় যে সন্দিগ্ধতা maitain করছে সব অণুপরমাণুতে যে কোন অবস্থার যে কোন ধারণাতে যে কোন বুঝে বুঝে যে অবস্থাই—যার আর একটি অবস্থার উদ্ভূত অবস্থার আর একটি অবস্থা উদ্ভব, সেই উদ্ভূত আর একটির উপর যখন প্রযোজ্য হয়, সেই প্রযোজ্যের আর একটি রূপান্তর করে আর একটি যখন উদ্ভব হয়, আর একটি বস্তুর সন্ধানে সন্ধানে সন্ধানের অবস্থায় এগিয়ে যেতে থাকে এবং এগিয়ে যাওয়ার অবস্থা প্রতিটি নব নব অবস্থার সৃষ্টি করে, যেই নব অবস্থার সৃষ্টির মাধুর্য্য রয়েছে বিদ্যমানিত, সেই বিদ্যমানিতের অবস্থায় অবস্থিত এই মর্ম্মে মর্ম্মে মর্ম্মের মর্ম্মান্তে আলোড়নের

আলোড়িত অবস্থায় যে রূপের উদ্ভব হচ্ছে, যে গুণের পরিচয় দিচ্ছে রূপেতে রূপেতে, সেই রূপকে যখন রূপে আনার প্রচেষ্টায় চেষ্টা চলছে—চেষ্টায় চেষ্টায় চলা হচ্ছে সেই প্রকৃত বাস্তব বস্তুর বস্তুত্বকে বের করার জন্যে। কিন্তু সেই বস্তুর বস্তু আর সেথায় থাকছে না, সে আর একটি অবস্থায় গিয়ে মিশে আর একটি রূপের পরিচয় দিচ্ছে। এইভাবে চলতে চলতে মনে হচ্ছে যেন আর একটি রূপ বিরাজ করছে এই ফাঁকির ফাঁকে পড়ে পড়ে যে ঘর্ষণের আলোড়িত অবস্থার উদ্ভবগুলো জাগরণের নামাকরণযুক্ত জাগরিত যে condition, সেই creationএর অবস্থার যে পরিচয় দিচ্ছে, সেই পরিচয়ের রূপগুলো আর একটি রূপের বর্ণ-বিন্যাসে বিন্যাসে এগিয়ে চলছে, কিন্তু প্রত্যেকটি অবস্থা যেন একটি ফাঁক অবস্থা, আর একটি অবস্থাকে তত্ত্বে আনতে গেলে সেই অবস্থাটিও যেন ফাঁকে থেকে যাচ্ছে—এইভাবে এইভাবে ফাঁকে ফাঁকে এমনি করে চলে যাচ্ছে ফাঁকটি যেন শূন্যতার একটি অবস্থা, সেই উদ্ভাবতাটিও যেন vanish হয়ে যাচ্ছে, কি vanish, কি গুণ, কোন অবস্থাই স্থায়ীত্ব যেন অস্থায়ীত্বের অবস্থায় চলে যাচ্ছে—কি এক অবস্থা, কি এক অদ্ভুত সমস্যা। আবার কিছু 'নাই'এর অবস্থাও যেন চলে যাচ্ছে, 'নাই' এর মাঝে আছে 'আছে'র মাঝে নাই; কোন অবস্থা সব অবস্থাই যেন একটা ফাঁকা চলছে এরকম ফাঁকা সবকিছুই যেন একটা বিলীনময় অবস্থা, আবার বিলীনময়

অবস্থা যেন লীনময় অবস্থা—শেষ অবধি রূপও যেন লীন হয়ে এই লীনমান রূপও যেন লীনমান হয়ে এমনি করে করে রয়ে যাচ্ছে, শেষ অবধি আর মিলছে না, মিলবে না—মিলার যে না, তারপর গিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে যাওয়ার যে অবস্থাটি ওতে তাতে লয়েতে বেশ অবস্থাতে অবস্থাতে এই মহাশূন্যেরই একটি অবস্থাতে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, আর বলার বলা ছাড়া কোন অবস্থা আর বলা যাচ্ছে না। স্রষ্টা সৃষ্টি—কোথা হতে সবই লীন রয়েছে লীনময়ের অবস্থাতে, কোন অবস্থাতে কোন উদ্ভবতা কেন, কিসের জন্য, যেন একটা ফাঁক রয়ে যাচ্ছে—এই ফাঁকেই যেন ফাঁকে পড়ে পড়ে ফাঁকের condition যেন উদ্ভব হয়ে যাচ্ছে। আলোড়নে আলোড়িত হয়ে যেন মহাশূন্যের উদ্ভবেতে মহাসৃষ্টির উদ্ভবত্ব যেন রয়েছে শূন্যে, শূন্যে পড়ে মহাশূন্যের শূন্যেতেই উদ্ভব হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটি বস্তুর দৃষ্টিপাতে, ইন্দ্রিয়াদির, চেতনাতে, চৈতন্যে যা রয়েছে সমস্ত অবস্থাই ঐ ফাঁকের অবস্থায় রয়েছে, ঐ শূন্যতার অবস্থায় রয়েছে। প্রকৃত যে রূপটি দেখছি সে রূপটি যে রূপ নয়—কোন অবস্থার কোন প্রকৃত রূপ কি কাকে দেখছি; এই বিরাট গতিই যেন সমস্ত ফাঁকা—ফাঁকাগুলোর ফাঁকগুলি যেন দ্রুত গতিতে প্রত্যেক ফাঁকগুলো মনে হয় যেন জড়িত অবস্থায় রয়েছে, প্রকৃত খুঁজে খুঁজে যখন সেই গতিই খুঁজে ফেরে মহাশূন্যের লয়েতে, মহাশূন্যেতে সেই বিরাট ফাঁকে বিরাট

শূন্যেতে রয়েছে, কোনটার সঙ্গে কোনটার সম্পর্ক নেই, সবাই যেন যাচ্ছে একটা বিরাট শূন্যেতে, এই vanishingএর যে vanishing এতে অবস্থার যে অবস্থা ও গুণের বিন্যাস দিয়ে দিয়ে আবার বস্তুর সত্তার পরিচয় দিয়ে বস্তুর বস্তুত্বকে আনবার প্রয়াসেতে প্রয়াসান্বিত হয়ে সেই বস্তু হারা উদ্দেশ্যে হারিয়ে যায় সেই হারানোর মাঝে, আবার বস্তুর হারা উদ্দেশ্যেতে গিয়ে হারিয়ে আবার গুণবিশিষ্টের গুণের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে, তার মাঝে, সেই সেই বস্তুর সেই অবস্থাতে সেই গুণান্বিত অবস্থায় থেকে সে নিজের অবস্থায় নিজেই হারিয়ে যেয়ে সমস্ত অবস্থায় হারিয়ে গেছে-—সেই অবস্থায় maintain করে এমনি করে হারিয়ে আছে, আবার জড়িয়ে আছে—ঠিক আছে কি নেই, সেই অবস্থাটি maintain করছে সেই অবস্থাতে এবং আবার সেই অবস্থা ক্ষেত্রে ভেদে ভেদে যে রূপের এবং জনের সর্ব্বশক্তি কি হারানো কি হারিয়ে আছি, কি হারাবো না, এই সর্ব্বশক্তির সমন্বিত শক্তির সর্ব্ব অবস্থায় এই দ্রুতগতির গতিতে গতিতে maintain করছে সর্ব্বগুণগুলো সর্ব্বগুণান্বিত যে অণুগুলো আবার অণুগুলো মিশিয়ে যাচ্ছে মিলিয়ে যাচ্ছে আবার প্রকাশিত হচ্ছে, সর্ব্ব অবস্থা নিয়ে যেমনটি করে এই অবস্থা হতে হতে আজ যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এই বিশ্বে ধরাতে, এই ধরাতলের বস্তু-বিষয়গুলো বস্তুকে যে বস্তু নামাকরণে নামাকরণিত অবস্থায় রয়েছে তাহাকে যদি আর একটি গুণবিশিষ্ট

সম্মিলিত বস্তু যদি উপলব্ধি করে আনবার ইচ্ছাতে চেষ্টা করে তখন শুধু এই বস্তু যে গুণগুলোর পরিচয় পেয়ে পেয়ে নিজের গুণের সম্পর্কিত বিষয়গুলো জানিয়ে দিচ্ছে যে.......তবে কয়েকটি বিষয়েতে সর্ব্ব বিষয়ে একই অবস্থা—তবে এই কায়া-বিশিষ্ট হতে অন্যান্য বিশিষ্ট কায়া যদি লক্ষ্য করা যায়, তবে আদির বর্ণনায় বর্ণিত অবস্থার সাড়া কিছুটা পাওয়া যায়—যেমন বর্ণিত অবস্থা হচ্ছে, এমনি যেমন বারি-জল যে আকারে আকার বিশিষ্ট হয়ে যে গুণের পরিচয় দিচ্ছে, প্রত্যেক সৃষ্টির মাধুর্য্যেও এই মাধুর্য্য সমন্বয়ে সমন্বিত যে কায়া সেই কায়া......বস্তুতঃ যে লক্ষ্য জাতীয় যে বস্তু এই বারি-বস্তুকে যদি লক্ষ্য করে—সেই বারি সমস্ত বস্তুতে তার রূপের পরিচয় দেয় বারির ভেতর দিয়ে, প্রকৃত যে এই বারির কি রূপ, কি আকার, কি অবস্থা রয়েছে তার কোন অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে যে পাত্রে যে সমস্ত গুণবিশিষ্ট হয়ে রং বিশিষ্ট হয়ে, গুণ বিশিষ্ট হয়ে তার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে তার ভেতর দিয়ে প্রকৃত যে এটার কি ধাঁচ, কি অবস্থা, কোন অবস্থারই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু একটা সত্তার অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। শুধু এইটুকু সাড়া পাওয়া যাচ্ছে যে তার সাড়া কি আকারে কি গুণেতে পরিচয় দিচ্ছে, সেই আকারগুলো বস্তুতঃ (আসলে) থাকলেও আকারগুলো যে কি তাহা বর্ণনায় বলি ।......প্রকৃত প্রস্তাবে কি গুণের যে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে......প্রকৃত বর্ণ আছে,

কি নেই, সে অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তারও অস্তিত্ব নেই, সেই বর্ণহীন বস্তুর অস্তিত্ব নেই বললেও চলে, আবার অস্তিত্ব যখন আছে, তখন সেই বর্ণ যে কোন বর্ণ রয়েছে সেই বর্ণকে খুঁজে খুঁজে যদি তন্ন তন্ন করে লওয়া যায় সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্বত্র অণুপরমাণুতে এই সাড়া দিয়ে যাচ্ছে, এই পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে যে, জল বারি যেমন কায়াহীন অবস্থায় আমিও সেভাবে কায়াহীন অবস্থার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছি, ঠিক বারি যেমন রয়েছে কায়া-বিশিষ্ট হয়ে বর্ণহীন অবস্থায় ঠিক, আমার মধ্যে কায়াও বর্ণনা-হীন অবস্থায় রয়েছে। এই গুণ দিয়ে যদি আর একটি কায়ার অণু তন্ন তন্ন করে খুঁজে যাওয়ার প্রয়াসে—প্রকৃত তাতেও ঠিক বারি যেমন রয়েছে তার সে অবস্থাই এভাবে এভাবে চলছে সেই যুগে সেই আদি অনন্তে সেই আদির অবস্থাও তারই একটি অবস্থার অবস্থা, যেমনি করে বারি রয়েছে—অবস্থা রয়েছে ঠিক দৃষ্টিগোচরে আসছে না, সেই সূক্ষ্মতার অবস্থা সেই গোচরে না আসার অবস্থা বারির একটা অবস্থা যেন লুক্কায়িত অবস্থায় উপলব্ধিতার মাঝে লুক্কায়িত রয়েছে। খুঁজে খুঁজে সাড়া দিয়ে যাচ্ছে ঠিক খুঁজে সব পাওয়া যাচ্ছে না—এই যে পাওয়া যাওয়ার মাঝে না পাওয়ার অবস্থাটি maintain করছে; কিন্তু যতই তাকে তন্ন তন্ন করে দেখা যাচ্ছে এমনি করে এমনি করে বায়ু তেমনি করে প্রতি অণুতে অণুতে এগিয়ে চলছে সেই আদিতে। অনন্তে বর্ণনা দিচ্ছে উপলব্ধিতার মাঝে উপলব্ধিত অবস্থাতে উপলব্ধিত হয়ে যাচ্ছে,

যেমনি করে বায়ু বিলীন রয়েছে আমাতে, ঠিক তেমনি করে উপলব্ধিও বিলীন হয়ে যাচ্ছে উপলব্ধির মাঝে—ঠিক যেমনি করে বায়ু রয়েছে তেমনি করে রয়েছে সেই তাপ, সেই সূক্ষ্ম সেই উপলব্ধিতার মাঝে চেহারা নেই, বস্তু নেই; এই বিদ্যুৎ প্রকাশিতের মাঝে অজস্র অজস্র কোটি মাইল গিয়ে তার সত্তার পরিচয় দিচ্ছে এই যে বিদ্যুৎ, এই গতি তার দ্রুততার মধ্যে নিয়ে পরিচয় করে দিচ্ছে সমস্ত শক্তিকে নিয়ে সমস্ত অণুর গুণবিশিষ্টকে নিয়ে ধাবমান হয়ে রয়েছে. বৈদ্যুতিক বেগে ধাবমান হয়ে চলেছে, কিন্তু কোন অবস্থার নেই কোন চেহারা, কিন্তু সমস্ত রয়েছে বিদ্যমান আকার রয়েছে আকারের মাঝে আকারহীন অবস্থায় রয়েছে এবং খুঁজে খুঁজে দেখা যাচ্ছে তন্ময়তার অবস্থায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে বিলীত অবস্থায় শুধু এই লীনে যাচ্ছি—তাপই বুঝা যাচ্ছে আর কিছু নয়, সবই চলে গেছে—এই উপলব্ধি যখন উপলব্ধিতে যাচ্ছি।…আমি যেমন করে রয়েছি সমস্ত অবস্থা—লীন বিলীন দিশ বেদিশ সমস্ত অবস্থা রয়েছে সর্ব্বত্র, ঠিক তেমনি করে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই ধাঁচে একই ভাবে রয়েছে।

নয়

সমুদ্রতীর, পুরী

এই বিশ্বপ্রকৃতিতে যে শব্দটি এবং শব্দ প্রত্যেকটি পদার্থের প্রতি ঘর্ষণে এবং সংঘর্ষণে যে উৎপত্তি এবং তাতে যে শব্দ

বিদ্যমান রয়েছে এবং সেই ঘর্ষণে শব্দের যে প্রকাশ শুধু পরিচয় দিয়ে দেয় সেই বস্তুর সত্তাটিকে, শুধু এই ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্ম, যে নাদ, যে হুঙ্কার, যে ধ্বনি রয়ে যাচ্ছে—শুধু পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে তার অস্তিত্বটুকু এবং এই সৃষ্টির প্রতিটির সাথে যে ঘনিষ্ঠতা এবং ঘনিষ্ঠতার সাথে যে একত্বতা এবং ব্যবধানতা যা কিছু সবই প্রত্যেকে প্রত্যেকের সত্তাকে জাগিয়ে দিচ্ছে তার নিজস্বরূপে শব্দের দ্বারা; শব্দ এবং অনুভূতি প্রায় একই অবস্থার একটি অবস্থা বিশেষ, যে sensation এবং যা চৈতন্যতে এবং যা চৈতন্য অবস্থায় বিরাজিত এবং এই প্রতিটি অনুভূতি এবং প্রতিটিতে জানিয়ে দিচ্ছে নিজেকে, নিজের প্রত্যেকটি কেন্দ্র প্রত্যেকটি অণুর অণুতে প্রত্যেকটিকে যে প্রত্যেকটি বিষয়-সম্পর্কে অবগত করিয়ে দিচ্ছে এবং যাহা যাহা জ্ঞাতব্য বিষয়গুলোর সম্পর্কে প্রত্যেকটি উপলব্ধির বস্তুকে যে জানিয়ে দিচ্ছে প্রতিটিকে তাহা একজাতীয় শব্দ-বিশেষের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। শব্দ শ্রবণার্থে শুধু নয়, স্পর্শেতে যে অনুভূতির প্রকাশ এবং অনুভূতির পরিচয় পাইয়ে দেয়—যে পাওয়ার মাঝে সে স্পর্শতা রয়েছে, সেই স্পর্শতাই শব্দের ক্রিয়ার কার্য্য করে এবং কি ঘ্রাণ, কি দর্শন; কি শ্রবণ, প্রতিটি প্রতিটির সত্তার প্রতিটি ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্যেতে এসে যে পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে তোমাতে এবং আমাতে, তার মাঝে কোন সত্তার উপলব্ধি করিয়ে দিল

আমাতে ও তাতে এবং এই পরিচয় এই সত্তার উপলব্ধির দ্বারা যে উপলব্ধির অবস্থা করে নেওয়া হল, তার প্রকৃত পরিচয়ের সূত্র এবং অবগত যাহা যাহা রয়েছে শুধু শব্দ এবং শুধু সংঘর্ষণে, স্পর্শনে, দর্শনে চিন্তাতে, ভাবেতে, জানার প্রতি মুহূর্ত্তে যে ঘাত, প্রতিঘাত, সংঘর্ষ এবং এই যে আদানপ্রদান তাতে যে অনুভূতির অবস্থা এবং তার প্রত্যেকটি অবস্থার অবস্থাকে নিজের আয়ত্তেতে যে অবস্থার সাথে মিশিয়ে সে সত্তার বস্তুকে প্রকৃতরূপে জানিয়ে দিচ্ছে প্রত্যেকটির বস্তু-বিষয়েতে এবং সেই সেই ধ্বনি—এই ধ্বনিই কাজ করে যাচ্ছে প্রত্যেকটি বস্তুর পরিচয়তে। শব্দ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে সর্ব্বত্র এবং প্রত্যেকটি অণুর ভেতরে যে শব্দ বহন করে করে এবং বহনকারীর প্রতি অণুতে অণুতে যে শব্দ রয়েছে, সে শব্দের cellগুলো রয়েছে, শব্দের সেই প্রতিটি অণুতে অণুতে এবং সমস্ততে যে জিনিষটুকু রয়েছে, যে শব্দকে বহন করেছে এবং প্রতিটি সেই সূক্ষ্মেতে শব্দ-মিশ্রিত অবস্থায় স্বয়ং শব্দই যেন বিরাজিত রয়েছে, সেই শব্দ যখন প্রত্যেকটি জীবের দেহ হতে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অণুতে অণুতে সেই শব্দ বয়ে যাচ্ছে, সেই শব্দের অস্তিত্বগুলো সকল অবস্থাতে রয়েছে এবং শব্দ ব্যবহারের সাথে সাথে মন সেই শব্দকে বহন করে শব্দরূপে মন এগিয়ে যেতে

থাকে—মন নিজের শব্দরূপে এগিয়ে যেতে থাকে সেই ব্রহ্মাণ্ডেতে —সেই এগিয়ে যাওয়ার সুরেতে নিজ সুর হয়ে আজ সমস্ত বিষয়েতে সমস্ত অবস্থাতে এই শব্দই রয়েছে। সমস্ত অবস্থাতে এই সুর, এই ধ্বনি এমন একটা 'হারমনিয়ম'—এমন একটা সজ্জিত অবস্থায় রয়েছে, যখন প্রতিটি অবস্থার সাথে আর একটি অবস্থা মিলিত হয়ে চলছে, একটা যেন বাজনা বেজে বেজে সেই বাজনাতে এমনিভাবে তাল দিয়ে যাচ্ছে, সেই তালে তালে শুধু এই সুরে গান গেয়ে গাচ্ছে—সেই সুরেতে শুধু, তার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে তার সুরেতে সুরেতে এবং সেই যে এই শব্দ, এই ধ্বনি এমনি করে এমন অবস্থাতে রয়েছে যেন শব্দই সৃষ্টি। যেন আদি অবস্থায় শব্দই যেন বহন করে আনে, শব্দই যেন সৃষ্টির মাধুর্য্য আনে শব্দই যেন সৃষ্টিতে এসে আকারে বিভিন্ন দেহেতে বিভিন্নতার প্রকাশে পরিচয়েতে পরিচয়েতে তার বিভিন্নতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে একই শব্দেতে, এই সৃষ্টিরও সেই শূন্য সেই মহাশূন্য হতে এমনি করে করে এক মহাশূন্যের সুর বয়ে যাচ্ছিলো, শূন্যেই তখন পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে এই সুরগুলো এত দ্রুত গতিতে চলতে আরম্ভ করলো সেই মহাশূন্যেতে মিলবার উদ্দেশ্যেতে যেন সৃষ্টির তখনই পরিচয় মাত্র হলো, আজও তেমনি প্রথম আকার অবস্থা রয়েছে প্রথম অবস্থাতে কারণ, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত পূর্ণ সেই শূন্যেতে তার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিত

হতে না পারছে মিলিত হওয়ার একমাত্র গতি একমাত্র সেই speedই প্রকৃত ধ্বনিতে ধ্বনিতে শব্দেতে সেই হুহু করে বয়ে চলছে শব্দ সেই আদিতে আদির খোঁজেতে যখন জীবজগৎ যে কোন চিন্তার প্রসারতার প্রখরতার পরিচয় দেয় প্রতি মুহূর্ত্তে এবং সেই বিরাট অর্থবোধে যে বোধ রয়েছে, বিশ্বের প্রতি জীবেতে জীবেতে সেই অর্থ যখন জাগ্রত করে, জাগ্রত বস্তুকে নিজের তন্ময় করে তন্ময়তার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, এগিয়ে যাওয়ার অবস্থাকে ক্রমশঃ নিয়ে যেতে থাকে, মনের তন্ময়তাতে অবস্থার প্রতি মুহূর্ত্তে বয়ে যেতে থাকে তার নিজের স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে বিগলিত করে বিগলিত অবস্থাতে অবস্থাতে সম্পূর্ণ সেই গতিতে গতিতে চলে যেতে থাকে—যাকে হারা সেই হারা উদ্দেশ্যে, উদ্দেশ্যের খোঁজেতে খোঁজেতে শব্দই সবকিছু বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। সেই অর্থবোধ তত্ত্বগুলোর সম্পর্কে বিষয়গুলোর বস্তুর সম্পর্কিত অবস্থাগুলো ব্যক্তিত্বে প্রতীক করে করে সেই ব্যক্তিত্বকে ব্যক্ত করে দিচ্ছে, সেই ব্যক্ত করার মাঝে শব্দরূপেতে। সেই আমাদের জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি যে কসরত, সেই কসরত, সেই physical সাধনাদি শব্দরূপে চিন্তারূপে ব্যয় হয়ে প্রতি অণুতে যে কার্য্যকরী হয়ে যে বর্দ্ধিষ্ণু করে যাচ্ছে অর্থবোধে, তত্ত্ববোধেতে যারা জপ করেন এবং জপের সম্পর্কিত বিষয়গুলো অর্থবোধে যে জপ করে যাচ্ছেন প্রাণভরে, তার কতটুকু সেই বিষয়

নিজেদের জ্ঞাতব্যের মধ্যে আছে, তাহা অনেকেরই জানার সুযোগ সুবিধা হয়ে উঠে না। কিন্তু সেই জপ যখন আপন মনে করে যেতে থাকে, সেই বিরাট অর্থবোধেতে সেই জপ যখন নাকি আপন মনে সেই জপেতে মনোনিবেশ করে আপন, মনে সেই জপেতে একত্ববোধেতে একত্রিত করে যখন প্রাণ, মন, দেহ, ইত্যাদি একনিষ্ঠভাবে জপেতে মগ্ন থাকে, শব্দেতে তখন সেই জপ এগিয়ে চলতে থাকে সেই অর্থবোধেতে চিন্তার প্রেরণাতে, গতিতে গতিতে সেই অবস্থাটি চলতে থাকে সেই বিশ্বের প্রতিটি অণুতে অণুতে। শুধু জপই বলে কথা নয়, প্রত্যেক শব্দই এভাবে চলতে থাকে, চিন্তার মাত্রা যে শব্দের উপর মনোনিবেশ করা যায়, সেই শব্দই দ্রুত কাজ করে, তারপর যে বিষয়বস্তুকে উপলক্ষ্য করে চাওয়াতে পাওয়াতে আনবার চেষ্টা করছে তার নিজের অণুপরমাণুতে এবং তার মুক্তি, নির্ব্বাণ বা দর্শনের সাধনাতে যে অবস্থার জন্য যে সাধনা করে যাচ্ছে, প্রকৃত কোন ধারাতে গিয়ে তার মিলিত অবস্থাতে এই শুধু সাড়া দিচ্ছে, তার প্রতি অণুপরমাণুগুলো তেমনি করে সাড়া দিচ্ছে সেই গড়ানো জিনিষ কোন ঘর্ষণে সংঘর্ষণে গড়ে সেই অবস্থার পরিচয় প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব অবস্থাতে যে নব নব অবস্থা লুক্কায়িত ছিল, প্রতিটি অবাস্থতে তাই নব অবস্থাটা পুরানো অবস্থার নামাকরণ অবস্থা ; সেই রূপ অথবা শব্দ অথবা ধ্বনি নাদ হুঙ্কার প্রাণপণে জপ করে যাচ্ছে বা নাম করে যাচ্ছে,

সেই ধ্বনি মিলিয়ে যাচ্ছে সেই বিরাটেতে—এই মিলিয়ে যাওয়ার গতিটুকু যে গতি, সে গতি—আদি গতির সঙ্গে যখন মিলিত হয়, তখন নিজের অস্তিত্ব-বোধ শক্তিটা মনে হয় সত্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়—যা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তখন আমার সত্তা ব্রহ্মসত্তা, তখন জাগরিত অবস্থা ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি মুহূর্ত্তে সেই শব্দেতে সেই ধ্বনিতে জানিয়ে দিচ্ছে জাগিয়ে দিচ্ছে তার উপলব্ধিতার মাত্রাটি।.........তার কারণ, নাই যেখানে কিনারা, নাই যেখানে কূল, নাই যেখানে দিশ, সেখানে শুধু শব্দে শব্দে তার দিশেহারা দিশকে দিশ করে দিচ্ছে—তুমি কোন দিকে চলছো, কোথায় যাচ্ছ, সেই শব্দই আপনাআপনি বেজে বেজে তার নিজের গতিকে গতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তার নিজের গতিতে গতিকে গতিরূপে নিয়ে যাচ্ছে শব্দরূপেতে। সেই গতিতে শুধু থাকবে গতিটুকু যে অর্থবোধে ছিল, সেই বোধেতে যে অবস্থা হতে এগিয়ে যেতে যেতে এমনি করে আলোড়নে আলোড়িত করে চলছি সেই গতির সম্মুখেতে, সেই গতিই যে 'আমি' সেই গতিই যে বিশ্বময়, সেই গতিই যে অনন্তময় তা বুঝিয়ে দিচ্ছে শব্দেতে। দুই অবস্থার শব্দ দুই ঘর্ষণে যে flash বয়ে যেতে থাকে—শব্দ, গতি, বিদ্যুৎ অনেক আগে বয়ে যেতে থাকে—সেই শব্দ হতে যে গতির প্রথম সূচনা, শব্দ তারপর light, স্পর্শনের যে স্পর্শ, তারপরেই হচ্ছে

আলোক-বর্ষণ, আলোক-বর্ষণের যে আলোকিত অবস্থাটি দ্রুত গতি যে নিলো তার প্রকৃত inspiration শব্দ, দর্শন, স্পর্শন, নিজে শব্দ ধ্বনি যে তার পর এল আর এক অবস্থা স্পর্শিত অবস্থার আর একটি রূপ-বিশেষ। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাতে যে বর্ষিত আলো, বিদ্যুৎ বয়ে যেতে থাকে সেই বিদ্যুতের অবস্থাটি শব্দেরই আর একটি রূপ বিশেষ। বাহ্য দৃষ্টিতে যে আলোকটি প্রথম দৃষ্টি গোচরে আসে বস্তুতঃপক্ষে স্পর্শনেই হচ্ছে তার উদ্ভব। আলোক স্পর্শন ব্যতীত এবং স্পর্শনের স্পর্শিত অবস্থা হচ্ছে শব্দেরই রূপ বিশেষ বা সে নিজেই শব্দ-বিশেষ, আলোতে নিজেকে প্রকাশ করার যে শক্তি লুক্কায়িত থাকে শুধু সঙ্গমের অবস্থাটির জন্য, সঙ্গমের অবস্থাই হচ্ছে শব্দের সেই ধ্বনির অবস্থা সেই ধ্বনিই, হুঙ্কার, সেই নাদ যখনই বয়ে যেতে থাকবে; সেই অবস্থাই প্রকৃত সঙ্গম অবস্থা, সঙ্গম হচ্ছে সেই কাম—কাম হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি—সেই ইচ্ছাশক্তির বিকার হচ্ছে সেই নাদ—ধ্বনির অবস্থা এবং সেই সঙ্গম অবস্থার মূলেই হচ্ছে এই সৃষ্টির অবস্থা, শব্দ রূপেই ছিল আদি সেই স্পর্শিতের যে অবস্থিত অবস্থাটির সম্মুখীন হয়ে উঠল, প্রথম অবস্থার অবস্থাটি হচ্ছে শব্দ চাওয়া একটা জিনিষের অবস্থাতে আর একটা জিনিষের সঙ্গম অবস্থা না হলে সৃষ্টি হচ্ছে না, তাই প্রত্যেকটি জিনিষে আদিতে দেখা যাচ্ছে —চাই ধ্বনি, ধ্বনি—সেই ধ্বনিতে সেই অবস্থাতে সেই মগ্নতার প্রয়োজনেতে চিরমগ্নতার অবস্থাতে নিজেকে উন্মাদ করতে হয়েছে

শুধু শব্দের অর্থের অন্বেষণেতে এবং সেই অন্বেষণের আদিতে শুধু শব্দই ছিল শব্দাকারে এবং শব্দাকারের যে অনুভূতিটি ছিল এমনি করে মহাশূন্যে বিরাজিত, তখন সেই বস্তু-বিশেষে ছিল......শুধু যেন শব্দটি এমনি করে একটা অবস্থা বিশেষ ছাড়া যেন শুধু শুধু শূন্যেতে যেন একটি শব্দ প্রবাহিত ছিল, কিন্তু বস্তু-বিশেষের ছাড়া শব্দ যায় না; এমনি একটা ছিল, যেখানে নাই কোন অবস্থা, তাই বস্তুহীন শব্দ নয়, শব্দহীন বস্তু নয়, কিন্তু বস্তুহীন অবস্থা যখন এমনি করে একটা feelings ছিল, এমনি করে একটা অসহ্য অসহনীয় অবস্থা থাকতে পারে না বলে বস্তু-বিশেষের অবস্থাতে এসে যেন শব্দেতে শব্দেতে একটা সৃষ্টির মাধুর্য্যতায় এসে দাঁড়িয়ে গেল, আজ যে সৃষ্টি হ'ল সম্মুখে একটি দৃষ্টিগোচর লক্ষ্য করলে সে যে অবস্থায় মহাশূন্যে শব্দটি ছিল, সেই আদির অবস্থায় নিজে চিন্তা করে একটু বুঝে নিলে চিন্তা করা যায় এবং তার একটু উপলব্ধি করা যায় কিনা, তা একটু বুঝে নেওয়া যাক—সমালোচনা করা যাক, দেখা যাক কতটুকু তার ভিত্তি এবং মূল্য—যেমনি করে তুমি কথা বলছ এবং কথার সাথে সাথে শব্দ কোথায় লুক্কায়িত ছিল খুঁজে দেখা যাক, লুক্কায়িত ছিল সমস্ত অবস্থাতে; তুমি জিহ্বাটিকে যখন তালুতে নানা স্থানে এলোমেলো করে control কর, controlling নানাপ্রকার যন্ত্রবিশেষে সজ্জিত রয়েছে এবং বায়ু যেন নানা জায়গাতে......বের হয়ে এসে এসে নানা অবস্থার

আলোড়নে সেই যেন শূন্যের ভিতরেই হোক আর 'না'এর ভেতরই হোক্ প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির বাড়িতে একটি জিনিষ বেরিয়ে গেল; প্রত্যেকটির অবস্থাতে যদি follow কর, প্রত্যেকটি individuality দেখবে যন্ত্র-বিশেষ ছাড়া আর কিছু নয় এবং গোল করে দিয়ে একটা বের করে দিল, এই যে যন্ত্রবিশেষগুলো যে বস্তু বিশেষ হয়ে বস্তুবিশেষ শব্দগুলো এনে টেনে নিল অথবা যে মিশ্রণে হোক একটা বিশেষরূপে ভাষারূপে যে কোন ব্যবহার্য্যেতে ব্যবহৃত হয়ে গেল ধ্বনিতে ধ্বনিতে সেই ধ্বনি কোথায় ছিল, ছিল যেন ফাঁকাতে যন্ত্রবিশেষের অবস্থাতে এই মহাশূন্য যে গহ্বর এই বিরাট মুখে যে মহাশূন্য সেই মুখেতে ছিল শুধু 'শব্দ কোথায় ?' এই মহাশূন্যে এমনি করে কতগুলি অবস্থার প্রলয়েতে যেন সেই শব্দগুলো এমনি করে সঞ্চালিত হয়ে যন্ত্রবিশেষ হয়ে যন্ত্রগুলো শূন্যেতে প্রকৃত আহ্বান করে নিল ; সেই ফাঁকা হতে মহাশূন্য হতেই মহাশূন্য যেন যন্ত্রবিশেষ হয়ে শব্দেই যেন যন্ত্র তৈরী করে নিল সেই মহাশূন্যকে, যার সৃষ্টি আজ আমরা ভোগ ও উপলব্ধি করছি—সেই উপলব্ধিতার মূলেই দেখছি সেই মহাশূন্যের কিছুটা প্রভাব প্রভাবান্বিত হচ্ছে, যে ফাঁকা হতে কতগুলো যন্ত্রবিশেষেতে সেই শব্দ এখনও বেরিয়ে যাচ্ছে, সেই শব্দে এখন যা পাওয়া যাচ্ছে, প্রতিটি মুহূর্ত্তেতে আমার যে মুখ-গহ্বর এবং মহাশূন্যের যে মুখ-গহ্বর এবং এই মহাশূন্যের যে গহ্বরের ভেতরে শব্দই যেন আলোড়িত হয়ে বস্তু-বিশেষ ছাড়া

হওয়ার অবস্থাতে সে বস্তু ছেড়ে দিলো, সে বস্তুর বস্তু সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে ; তাই প্রকৃতরূপকে যখন বর্ণনা করা যায় তখন ফাঁক ফাঁক দেখাচ্ছে, যেন তার আর দিশ নেই, বেদিশ, দিশ কোথায় চলে যাচ্ছে, প্রত্যেকটি অবস্থাই যেন দিশেহারা হয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে, বহুদূর মিলিয়ে যাচ্ছে—সেই 'মিলে যাওয়ার' ভাষায় বর্ণনা করা যাচ্ছে না।

দশ

সমুদ্রতীর, পুরী

বস্তুর বস্তুত্বের অস্তিত্ব প্রকৃত তত্ত্বের তত্ত্ব, তত্ত্বে অবস্থিত কিনা, তাহাই সন্ধিগ্ধতার মধ্যে স্থিত ; লক্ষিতে যে রক্ষিত ও নানা নাম ভেদে বর্ণিত অবর্ণনীয় বলে যে বর্ণনীয়, বর্ণনার মাঝে লীন হয়ে বিলীনতার দিকে এগিয়ে চলছে, অমিমাংসীয় যাহা অব্যক্ত বলে যে ব্যক্ত, ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তহীন বলে যে তার যে গুরুত্ব, প্রকৃত সত্য ও সত্ত্ব আদৌ কোন কিছুর রূপত্বে প্রতিষ্ঠিত কিনা তাহাই অনির্দ্দিষ্ট, নির্দ্দিষ্টতার নিশানা অদৃশ্যের মাঝে অনির্দ্দিষ্ট অবস্থায় যে অবস্থিত—তাই স্থিতির নেই স্থান —স্থানবিহীন বস্তু অস্তিত্ববিহীন বলে হয় খ্যাত। অস্তিত্ব সেইখানেই হয় আখ্যাত বস্তু যদি হয় বস্তুতে অবস্থিত, আর আদির আদি তার আদ্যন্ত সব থাকবে তখন নখদর্পণে। তখন প্রতিভাত হবে প্রতি অণুপরমাণুতে, সেই অনুযায়ী অণুগুলোও

তদ্‌অনুরূপ হবে। রূপেও তখন স্বরূপত্বের প্রকাশ হবে, রূপে রূপে যে রূপান্তরিত, তাহার অন্তরালে লুক্কায়িত—রক্ষিত রয়েছে অদৃশ্য, নির্দ্দিষ্টতার অনির্দ্দিষ্ট বস্তুত্বের অস্তিত্ববিহীন, আদির সাড়া অন্তে আছে সত্য; আদির যে আদি নেই—আদিই যে বেদিশ, হুদিস যতই করি, দিশেহারা ততই হয়ে পড়ি। গুণত্ব-সম্পন্ন বস্তুর তত্ত্বকে অবগত করতে গিয়ে নির্গুণত্বের পরিচয় দিলে ঐটাকে গুণাতীত বলা চলে না। অতীতের আভাস আদির আদিই দেবে, প্রথম অবস্থায় অন্তের সাড়াতে আদির পরিচয় পেলেও আদির আদি দিশে না আসা পর্য্যন্ত সবই যে অদৃশ্যের, সব সাড়াই অদৃশ্যেই অদৃশ্যমূলক, অমূলকেরই যে বিকাশ; তাই এই পরিবর্ত্তনশীলের যা কি পরিবর্ত্তন—আদি বিহীনেরই পরিবর্ত্তন। বস্তু বস্তুত্বে অবস্থিত, তাহা আবার কোথায় হবে অবস্থিত, না হয় বহু দূর পর্য্যন্ত গেলে স্থিতের অবস্থিত—তারপরে যে পর তার ত নেই কোন অস্তিত্ব। আখ্যাকারীরা বহু আখ্যা এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, বস্তুর বস্তুত্বে অস্তিত্ব বের না করতে পারায় 'অবাঙমনসঃ গোচর' ইত্যাদি দিশের অভাবেই অভাব বস্তুর সাড়া অভাবেই যে হবে, ভাবাভাবি যতই লাগানো হোক না কেন, ভাব আর ভাবে আসে না—অ-ভাবেরই মাঝে বিরাজ করছে, তখন সেই ভাবকেই তুরূহ ভাব ভাবাতীত নানা ভাবের ভাব ইত্যাদি বলে।

আদির আদিকেই ভাববিশিষ্ট ভাবময় ইত্যাদি নানা আখ্যা ব্যাখ্যা প্রয়োগ করে চলছে, আসছে ও পলাচ্ছে। কথা হল, অভাবনীয় বস্তুতে ভাবের কি সাড়া দেবে, সর্ব্বভাবে সর্ব্ব অবস্থাতে—অভাবপূর্ণের সাড়া দিয়ে যাচ্ছে, বস্তুগুলোও সেই অভাবেই অভাবযুক্ত অবস্থা; তাই সাড়াগুলো, সুরগুলো চাল-চলনগুলো, কার্য্যকলাপগুলো, চিন্তা যা কিছু সবই যে অ-ভাবেই অভাবপূর্ণের সাড়ার সুর। পূর্ণত্ব কোথায়? অপূর্ণ অবস্থার এক নাম পূর্ণত্ব অবস্থা! যে সর্ব্ব অবস্থাই অপূর্ণত্ব রয়েছে যার সমাধান অপূর্ণত্ব, বস্তুবিহীন, স্থিতি যার নেই, অস্তিত্বে সাড়া দিয়ে স্থিতত্ব নেই—কি করে তাহা পূর্ণ হতে পারে, অপূর্ণেরই বিকাশ এই জাতীয়তার মধ্যে বিরাজিত। যা কিছু চলছে—আদৌ চলছে কিনা, না ভিত্তিহীনরই ভিত্তি-জাতীয় চলছে নড়াচড়া, ভিত্তির থাকবে ভিত্তি, এই যে ভিত্তির নাই যে আদি, আদির ভিত্তি যে ভিত্তিবিহীন, তাই যা কিছু চলছে এই নামরূপ জগতে, সবই যে ভিত্তিহীনের আবৃত্তি। গ্রন্থ ইত্যাদি সবই চলছে কাল্পনিকের মাঝে আবৃত্তি স্বরূপ—কারণ ভিত্তিরই যে ভিত্তিশূন্য; তাই শূন্যময়েতে কেবলই শূন্য। ভিত্তিহীনেতে যে বৃত্তি নিবৃত্তি সবই ভিত্তিহীনের পূর্ণ অবস্থা, কল্পনা তার মধ্যে চলছে—কল্পনাতে রাজ্য সুখ ভোগ, বিশ্বজগৎ চলছে কল্পনার মতন ভিত্তিশূন্যের সাড়ার গান। ভিত্তি স্থাপন ভিত্তিহীনের উপর স্থান—স্থানের

উপর হয় অবস্থান—তারই যে নাই স্থান, স্থানবিহীন কল্পনাই হয় তার প্রাসাদ, তাই জগৎ স্থানবিহীন অবস্থায় কল্পনার মাঝে ভিত্তিহীন অবস্থায় যে সাড়া বা যা চলছে বলে মনে হচ্ছে সবই যে সাড়াবিহীনের সাড়া ; এই প্রত্যক্ষতা বলে যে বর্ণনা দিচ্ছে অবর্ণনা তার গীতের গীত গাইছে।

অমীমাংসা, মতানৈক্য, বর্ণনীয়, সবই যে মীমাংসা-বিহীনের তান—যার আত্মন্তের আত্ম আদৌ হয়নি আদির সমাধান। আদির যে আদি মূলেই যে ভিত্তিহীন, তাতে ভিত্তি স্থাপন ভিত্তিহীনতারই আর এক জাতীয় অবস্থা। এই অবস্থাতে আস্থাহীনতাকে আস্থা বলে গণ্য করে চলছে, এই অমূলত্বতে নামানামি, ভেদাভেদি, ভাবাভাবি, যা কিছু যা চলছে বলে মনে হচ্ছে, আস্থাতে যার নাই স্থিতি—কি করে আস্থাতে এনে আস্থা স্থাপন করা যায়, আবার আস্থাও ঐ আস্থাবিহীনেরই চলছে এক সুর।

যে কোন সুর চলছে সবই অস্তিত্ব-বিহীনেরই গান। যে তান, টান যা কিছু ঐ জাতীয় সুরই যে, আছি কি নেই এখন হলো তারই কথা।

———